জীবন্মুক্তিসমীক্ষাঃ মোক্ষের স্বরূপ ও সাধনবিষয়ে দ্বৈত এবং অদ্বৈতমত বিচার

সুস্মিতা মিস্ত্রী

পিএইচ. ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণানিবন্ধ

তত্ত্বাবধায়িকা

অধ্যাপিকা ডঃ রূপা বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০০৩২

২০২৩

Certified that the thesis entitled

"জীবন্মুক্তিসমীক্ষাঃ মোক্ষের স্বরূপ ও সাধনবিষয়ে দ্বৈত এবং অদ্বৈতমত বিচার"

Submitted by me for the award of the degree of Doctor of Philosophy in arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the supervision of PROF. RUPA BANDYOPADHYAY, DEPARTMENT OF PHILOSOPHY, JADAVPUR UNIVERSITY, KOLKATA - 700 032 And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor:

Dated:

Candidate:

Dated:

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রে পিএইচ.ডি উপাধি প্রাপ্তির আবশ্যিক অংশরূপে প্রদত্ত এই গবেষণানিবন্ধ সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হইয়াছে। এই গবেষণানিবন্ধের রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুর উপরে যে সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দ ও অন্যান্য যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন আমি তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষতঃ যাঁহার তত্ত্বাবধানে উক্ত নিবন্ধ রচিত হইয়াছে, সমগ্র নিবন্ধ জুড়ে যাঁহার মূল্যবান পরামর্শের আভাস স্পষ্ট, আমার তত্ত্বাবধায়িকা অধ্যাপিকা ডঃ রূপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এই গবেষণানিবন্ধে আলোচিত বিবিধ প্রেক্ষিতের পর্যালোচনার নিমিত্ত যাঁহাদের রচিত মূলগ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি উক্ত গ্রন্থকারগণের কাছে আমি একান্তভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়াও এই গবেষণানিবন্ধ সম্বন্ধিত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে সাহায্য পেয়েছি আমার পিতৃদেব, মাতৃদেবী, দাদা, দিদি, বোন ও অন্যান্য কিছু নিকট মানুষের। এঁদের সকলের কাছে আমি সবিশেষ ঋণী।

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	
প্রথম অধ্যায়	*উপনিষদ্* অনুসারে মোক্ষস্বরূপ নিরূপণ	
দ্বিতীয় অধ্যায়	*ব্রহ্মসূত্র* এবং *শাঙ্করভাষ্য* অনুসারে জীবন্মুক্তির স্বরূপ নিরূপণ	
তৃতীয় অধ্যায়	*বিবরণ* অনুসারে মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব নিরূপণ	
চতুর্থ অধ্যায়	*প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা* অনুসারে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডন	
পঞ্চম অধ্যায়	*গূঢ়ার্থদীপিকাটীকা* অবলম্বনে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডনপূর্বক মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব স্থাপন	
ষষ্ঠ অধ্যায়	*ন্যায়ামৃত* অনুসারে মোক্ষবিষয়ে অদ্বৈতমত খণ্ডন	
সপ্তম অধ্যায়	*অদ্বৈতসিদ্ধি* অনুসারে মোক্ষবিষয়ে অদ্বৈতমত স্থাপন	
	উপসংহার	
	গ্রন্থপঞ্জী	

ভূমিকা

মহর্ষি বাদরায়ণ শ্রুতি প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্বকেই তাঁহার রচিত *ব্রহ্মসূত্রে* ন্যায়তঃ বা যুক্তিতঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন। মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার *ব্রহ্মসূত্রের* সমন্বয়াখ্য প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সমগ্র বেদই একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। অখণ্ডাকারাবৃত্তির দ্বারা সাধকের এইরূপ অদ্বয় ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তবেই জীবন্মুক্তি লাভ সম্ভব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, *ব্রহ্মসূত্রের* নয়টি প্রধান ভাষ্য বিদ্যমান। ব্রহ্মচৈতন্যই যে শ্রুতির একমাত্র প্রতিপাদ্যবিষয়, এই মূল সিদ্ধান্ত *ব্রহ্মসূত্রের* সকল ভাষ্যকারই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ, মোক্ষের স্বরূপ এবং মোক্ষের সাধন বিষয়ে অদ্বৈত ভাষ্যকার আচার্য শঙ্করের সহিত মধ্বাচার্য এক মত পোষণ করেন না। মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন বিষয়ে দ্বৈত এবং অদ্বৈতসম্প্রদায়ের মধ্যে যে মতবিরোধ এবং বিচার বিদ্যমান, তাহাই বর্তমান গবেষণানিবন্ধের মূল বিচার্য বিষয়।

মহর্ষি বাদরায়ণকৃত *ব্রহ্মসূত্রের* উপর আচার্যগণ যে সকল ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য *ব্রহ্মসূত্রের* উপর অদ্বৈতভাষ্য এবং রামানুজাচার্য শ্রীভাষ্য রচনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে মধ্বাচার্য *ব্রহ্মসূত্রের* উপরে দ্বৈতভাষ্য রচনা করেন। আচার্য শঙ্কর তাঁহার শারীরকভাষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিকসৎ পদার্থ। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এবং জীব ও জগতের মধ্যে, জগৎ এবং ব্রহ্মের মধ্যে, ব্রহ্ম এবং জগতের মধ্যে এবং জীব ও জীবের মধ্যে এই পঞ্চপ্রকার ভেদপ্রতীতি অবিদ্যাপ্রযুক্ত। অদ্বৈতমতে ত্রিকালাবাধিতত্ত্বই পারমার্থিকসৎ পদার্থের লক্ষণ। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কোনকালেই যাহা বাধিত হয় না, যাহার মিথ্যাত্বের প্রতীতি হয় না,

তাহাই পরমার্থসৎ। জীব এবং জগৎ ব্যবহারদশায় ব্রহ্মাতিরিক্তরূপে প্রতীয়মান হইলেও যাঁহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে সেই ভেদ তাঁহার নিকট মিথ্যারূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ফলতঃ অদ্বৈতবেদান্তের মূলতত্ত্ব উপস্থাপন করিতে হইলে বলিতে হয়, ব্রহ্মসত্য, জগৎমিথ্যা বা অনির্বচনীয় এবং জীবই ব্রহ্ম। এইকারণেই অদ্বৈতী বলিয়াছেন শমদমাদির অভ্যাস সহকারে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যনৈমিত্তিক শুভকর্মানুষ্ঠানের ফলে অন্তঃকরণের পাপাদিমল বিনষ্ট হইলে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নব্যক্তির ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সাধনচতুষ্টয় বলিতে বোঝানো হয় নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদিষট্সম্পত্তি, ও মুমুক্ষুত্ব। সচ্চিদানন্দ অদ্বয়ব্রহ্মই হইলেন একমাত্র নিত্যবস্তু এবং ব্রহ্মভিন্ন অন্য সমস্ত পদার্থই অবস্তু বা অনিত্য, এইরূপ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি বিবেক করিতে পারেন বা যাঁহার ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকলপ্রকার সুখভোগের প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকেন, ফলে অন্তঃকরণে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এইরূপ ষট্সম্পত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ ও মননের দ্বারা অসম্ভাবনা ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীতভাবনার নিবৃত্তি হয়। তদনন্তর নির্গুণব্রহ্মবিদ্যানুশীলনকারীর "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণের ফলে ব্রহ্মবিষয়ক চরম অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা মূলাবিদ্যা বিনষ্ট হইলে স্বকণ্ঠগত, অথচ বিস্মৃত মণিমালার প্রাপ্তির ন্যায় ব্রহ্মরূপ স্বীয় পূর্বসিদ্ধ স্বস্বরূপে অবস্থিতিই সদ্যোমুক্তি।

আচার্য জয়তীর্থ, আচার্য ব্যাসতীর্থ প্রমুখ বেদান্তিগণ মূলতঃ বৈতণ্ডিক হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে মূলতঃ অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন। স্বীয় মত বিষয়ে বিশেষ কোনও আলোচনা করেননি। এইস্থলে মূলতঃ দ্বৈতবেদান্তী কীরূপে অদ্বৈত পূর্বপক্ষ

উপস্থাপন করিয়াছেন এবং *অদ্বৈতসিদ্ধি* অবলম্বনে সকল পূর্বপক্ষ খণ্ডন পূর্বক অদ্বৈতী যে মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন তাহা উপস্থাপিত হইবে।

অদ্বৈতবেদান্তী বিশেষভাবে মাধ্বগ্রন্থসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন। কারণ মাধ্বসম্প্রদায় অদ্বৈত মত এমনভাবে খণ্ডন করিয়াছেন যে, সেই খণ্ডনসমূহ নিরাকরণ না করিলে অদ্বৈত বেদান্তের পুনরুদ্ধার সম্ভবই হইত না। এই কারণে মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ পরবর্তীকালের অদ্বৈতাচার্যগণ মাধ্বমত খণ্ডনের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছেন।

বর্তমান গবেষণানিবন্ধে অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে মোক্ষের স্বরূপ ও সাধন বিষয়ে মাধ্ব পূর্বপক্ষসমূহ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করা হইবে, মাধ্ব গ্রন্থ আচার্য ব্যাসতীর্থ রচিত *ন্যায়ামৃত* এবং *ন্যায়ামৃত* টীকাসমূহ অবলম্বনে মাধ্ব পূর্বপক্ষ বিস্তৃতরূপে উপস্থাপিত হইবে এবং *অদ্বৈতসিদ্ধি* এবং তাহার টীকাসমূহ অবলম্বনে মাধ্ব পূর্বপক্ষ বিশেষরূপে খণ্ডিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত চিৎসুখাচার্য মাধ্ব পূর্বপক্ষ এবং অন্যান্য পূর্বপক্ষও উপস্থাপন করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য রচিত *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা* এবং মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত *গূঢ়ার্থদীপিকা* প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে সেইসকল পূর্বপক্ষও খণ্ডিত হইবে এবং সেইসকল পূর্বপক্ষ খণ্ডন অবসরে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ নিরাকৃত হইবে।

বর্তমান গবেষণানিবন্ধের অধ্যায় বিভাগ এইরূপঃ

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় *উপনিষদ্* অনুসারে মোক্ষস্বরূপ নিরূপণ

দ্বিতীয় অধ্যায় *ব্রহ্মসূত্র* এবং *শাঙ্করভাষ্য* অনুসারে জীবন্মুক্তির স্বরূপ নিরূপণ

তৃতীয় অধ্যায় *বিবরণ* অনুসারে মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব নিরূপণ

চতুর্থ অধ্যায় *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা* অনুসারে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডন

পঞ্চম অধ্যায় *গূঢ়ার্থদীপিকাটীকা* অবলম্বনে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডনপূর্বক মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব স্থাপন

ষষ্ঠ অধ্যায় *ন্যায়ামৃত* অনুসারে মোক্ষবিষয়ে অদ্বৈতমত খণ্ডন

সপ্তম অধ্যায় *অদ্বৈতসিদ্ধি* অনুসারে মোক্ষবিষয়ে অদ্বৈতমত স্থাপন

উপসংহার

গ্রন্থপঞ্জী

বর্তমান গবেষণানিবন্ধের পরবর্তী অংশে প্রতিটি অধ্যায় বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়

উপনিষদ্ অনুসারে মোক্ষস্বরূপ নিরূপণ

উপ পূর্বক নি পূর্বক ণিজন্ত ষদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় যোগে 'উপনিষদ্' পদ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। 'উপ' উপসর্গের অর্থ সামীপ্য। জীবের যিনি সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ সেই প্রত্যগাত্মাই 'উপ' পদের অর্থ, 'নি' পদের অর্থ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান। 'ষদ্' ধাতুর অর্থ শিথীলয়তে, উন্মুলয়তি অথবা গময়তি অর্থাৎ উপনিষদ্ বা প্রত্যগাত্মবিষয়ক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান সংসারসারতামতিকে শিথিল করে, জগতের মূল কারণ অজ্ঞানকে উন্মূল করে বা সমূলে উচ্ছেদ করে এবং আত্মস্বরূপকে সিদ্ধ করে। উপনিষৎপ্রমাণই 'বেদান্ত' পদের অর্থ। সদানন্দ যোগীন্দ্র তাঁহার *বেদান্তসার* গ্রন্থে বেদান্তের লক্ষণ প্রদান করিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন - 'বেদান্তো নাম উপনিষদৎপ্রমাণম্ তৎ উপকারীণি শারীরক সূত্রাদীনি চ'[১] অর্থাৎ 'বেদান্ত' পদের মূখ্যার্থ উপনিষৎপ্রমাণ এবং তাহার উপকারক *শারীরকসূত্রভাষ্য* প্রভৃতি গ্রন্থ 'উপনিষদঃ এব প্রমাণ' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'উপনিষৎপ্রমাণ' পদের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। 'উপনিষৎপ্রমাণম্' পদের অন্যপ্রকার ব্যুৎপত্তিও সম্ভব। 'উপনিষদঃ যত্র প্রমাণং' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে বেদের অন্তভাগে পঠিত যেসকল গ্রন্থরাশি আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপের প্রতিপাদক এবং আত্মজ্ঞানের করণ সেইসকল গ্রন্থরাশিকেও উপনিষৎপ্রমাণ বলা হইয়া থাকে। উপনিষৎপ্রমাণই বেদান্ত পদের মূখ্যার্থ। *শারীরকসূত্রভাষ্য* প্রভৃতি গ্রন্থ বেদান্ত পদের গৌণার্থ।

আচার্য শঙ্কর প্রধান দশটি উপনিষদের উপর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। *ব্রহ্মসূত্রকার* মহর্ষি বাদরায়ণ এবং আচার্য শঙ্কর *ব্রহ্মসূত্রের* প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে

সমগ্র বেদই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে। ব্রহ্মবিষয়ক চরম অপরোক্ষজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। যে আত্মজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ উৎপন্ন হয় সেই আত্মবিদ্যা বেদের অন্তঃভাগে পঠিত উপনিষৎসমূহ হইতে লাভ করা যায়। ধর্ম এবং ব্রহ্ম বেদৈকবেদ্য হওয়ায় মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন বিষয়ে উপনিষৎসমূহই একমাত্র প্রমাণ, কোনও লৌকিক প্রমাণের দ্বারা মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধনবিষয়ে চরমজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নহে। অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা আত্মবিষয়ে, মোক্ষবিষয়ে এবং মোক্ষের সাধনবিষয়ে অসম্ভাবনাবুদ্ধি এবং বিপরীতসম্ভাবনার নিরাশ সম্ভব হইলেও শ্রুতি ব্যতিরেকে আত্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞানলাভ করা সম্ভব নহে।

বর্তমান গবেষণানিবন্ধের এই অধ্যায়ে মাণ্ডুক্য, ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ঈশোপনিষদ্ প্রভৃতি প্রধান উপনিষৎসমূহ অবলম্বনে অতিসংক্ষেপে মোক্ষাবস্থার স্বরূপ এবং মোক্ষের সাধন প্রতিপাদিত হইবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ

মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ অনুসারে মোক্ষস্বরূপ নিরূপণ

ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য এইরূপ প্রধান দশটি উপনিষদের মধ্যে মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ই সর্বশ্রেষ্ঠ। মাণ্ডূক্যোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রেই বলা হইয়াছে ‘সর্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম; অয়মাত্মা ব্রহ্ম; সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ’[২] এইস্থলে বলা হইয়াছে যে এই সমস্ত অখিল প্রপঞ্চই ব্রহ্ম, এই জীবাত্মাও ব্রহ্ম, ব্রহ্ম কেবল জগৎপ্রপঞ্চেরসহিতই অভিন্ন নহেন, তিনি জীবের অন্তর্যামী প্রত্যগাত্মা। এই মন্ত্রে ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ এইরূপ মহাবাক্য শ্রুত হইয়াছে এবং এই মহাবাক্যের দ্বারা জীব এবং ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে এইরূপ ব্রহ্ম বা আত্মা

চতুষ্পাৎ। আত্মা বা ব্রহ্মে এই চতুষ্পাৎ গো বা অশ্বের পাদের ন্যায় সত্য বা বাস্তব নহে, ইহা কল্পিত বা আরোপিত।জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং তুরীয় বা মোক্ষ ব্রহ্মে এই চারিটিপাদ অবিদ্যার দ্বারা অধ্যস্ত বা আরোপিত হইয়া থাকে। 'পদ্যতে অনেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রথম তিনটি পাদের ক্ষেত্রে 'পাদ' পদের অর্থ ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় বা ব্রহ্মাবগতির উপায়। তাৎপর্য এই যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই তিনটি পাদ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ। 'পদ্যতে যঃ' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যাঁহাকে প্রথম তিনটি পদের দ্বারা লাভ করা যায় তিনিই তুরীয়রূপ চতুর্থ পাদ। এই চতুষ্পাৎ এর মধ্যে জাগ্রদাবস্থার স্বরূপ নিরূপণের নিমিত্ত মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ বলিয়াছেন 'জাগরিতস্থানোবহিঃপ্রজ্ঞ প্রথমঃ পাদঃ'[৩] জাগ্রৎ অবস্থা যাঁহার ভোগস্থান, যিনি বর্হিবিষয়ে অনুভবসম্পন্ন, যিনি সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট এবং যাঁহার উনিশটি মুখ এবং উপলব্ধিরদ্বার এবং কর্মের দ্বার সেই স্থূলভুখ অর্থাৎ স্থূল শব্দ প্রভৃতি বিষয়ের ভোগকর্তা বৈশ্বানরই আত্মার প্রথম পাদ। যে অবস্থায় আত্মা স্থূল বিষয়সমূহকে ভোগ করিয়া থাকেন এবং বাহ্যবিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ, দ্যুলোক যাঁহার মস্তক, সূর্য যাঁহার চক্ষু, বায়ূ যাঁহার প্রাণ, আকাশ, জল, পৃথিবী, অগ্নি যাঁহার অন্যান্য অঙ্গ এবং দশইন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত যাঁহার এই উনবিংশতি দ্বার রহিয়াছে সেই বিরাট্ জীবই আত্মার প্রথম পাদ, সমষ্টিদৃষ্টিতে অবিদ্যা স্থূলভূতসমূহের আকারে পরিণত হইলে অবিদ্যা এবং তাহার স্থূলকার্যসমূহের অভিমানী আত্মচৈতন্যই বিরাট্রূপ আত্মার প্রথমপাদ। ব্যষ্টিদৃষ্টিতে জাগ্রদবস্থ প্রত্যগাত্মাই বৈশ্বানর এবং তিনিই আত্মার প্রথমপাদ।

আত্মার দ্বিতীয় পাদের লক্ষণ প্রদান করিতে মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ বলিয়াছেন 'স্বপ্নস্থানোহন্তঃপ্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ'[৪]

স্বপ্নাবস্থা যাঁহার ভোগস্থান, যিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ যিনি মনের বাসনা বা সংস্কারের দ্বারা নির্মিত মনোময় বিষয়সমূহকেই ভোগ করিয়া থাকেন, যিনি সপ্তাঙ্গবিশিষ্ট যাঁহার উনবিংশতি দ্বার বা উপলব্ধির উপায় বিদ্যমান, যিনি, সূক্ষ্মপদার্থসমূহকে ভোগ করিতে পারেন সেই তৈজস্ বা হিরণ্যগর্ভই আত্মার দ্বিতীয় পাদ। সমষ্টিদৃষ্টিতে সূক্ষ্মভূতসমূহ বা পঞ্চতন্মাত্রাকারে অবিদ্যা পরিণত হইলে অবিদ্যা এবং তাহার সূক্ষ্মকার্যসমূহের অভিমানী আত্মচৈতন্যই হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মা। ব্যষ্টিদৃষ্টিতে স্বপ্নাবস্থজীবই তৈজস্রূপ আত্মার দ্বিতীয় পাদ।

সুষুপ্তিরূপ আত্মার তৃতীয় পাদের বর্ণনা করিতে মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ বলিয়াছেন - 'যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ সুষুপ্তম্। সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞস্তৃতীয়ঃ পাদঃ'[৫] সুষুপ্ত ব্যক্তি যে অবস্থায় কোনও কাম্যবস্তুর প্রার্থনা করেন না, কোনও স্বপ্নও দর্শন করেন না, সেই অবস্থাই সুষুপ্তি। এই অবস্থায় জীব একীভূত প্রজ্ঞানঘন আনন্দময়, আনন্দভূক্, স্বপ্ন, জাগরণরূপ চিত্তবৃত্তির প্রতি যিনি দ্বারস্বরূপ সেই প্রাজ্ঞ আত্মার স্বরূপসুখের অনুভবকর্তা জীবই আত্মার সুষুপ্তি নামক তৃতীয় পাদ। সমষ্টিদৃষ্টিতে জগতের প্রলয়কালে কেবলাবিদ্যার দ্বারা উপহিত চৈতন্যই প্রাজ্ঞসজ্ঞিত পরমেশ্বর। এই পরমেশ্বরই সমষ্টিদৃষ্টিতে আত্মার তৃতীয় পাদ। ব্যষ্টিদৃষ্টিতে সুষুপ্তি অবস্থায় জীব প্রাজ্ঞসজ্ঞিত পরমেশ্বরের সহিত অভিন্ন হইয়া আত্মার স্বরূপসুখ অনুভব করেন। এইরূপ সুষুপ্ত্যবস্থ জীবাত্মাই আত্মার তৃতীয় পাদ।

তুরীয় বা মোক্ষরূপ আত্মার চতুর্থ পাদ প্রতিপাদন করিতে মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ বলিয়াছেন - "নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহমলক্ষণমচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং

শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ।”[৬] যিনি তৈজস্ নহেন, বিশ্ব নহেন, যিনি স্বপ্ন ও জাগরণ উভয়স্বরূপ নহেন, যিনি প্রজ্ঞানঘন অর্থাৎ যাঁহাতে চৈতন্য সর্ববিষয়ের বন্ধ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া একরসতা বা প্রজ্ঞানঘন অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি অচেতন নহে, যিনি অদৃষ্ট বা অদৃশ্য, অব্যবহার্য বা সর্বপ্রকার ব্যবহারের অতীত, যিনি সর্বপ্রকার কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণের অযোগ্য, যিনি অলক্ষণ বা অননুমেয়, যিনি অচিন্তন বা চিন্তার অতীত, যিনি অব্যপদেশ বা শব্দের দ্বারা যাঁহাকে নির্দেশ করা যায় না। যিনি সর্বাবস্থায় কেবলচৈতন্যস্বরূপ, যিনি জাগ্রদাদিপ্রপঞ্চেরবিশ্রামস্থান, যিনি শান্ত বা নিষ্ক্রিয়, যিনি শিব বা মঙ্গলময়। যিনি অদ্বৈত বা সর্বপ্রকার ভেদরহিত তাহাকেই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চতুর্থপাদ বলিয়া মনে করেন। কারণ প্রথম তিনটি পাদ এই সমস্তপ্রকার বিকল্প বা ভেদরহিত আত্মাকে প্রাপ্তিরই দ্বারস্বরূপ, তিনিই আত্মা এবং তিনি সমগ্র বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় বা বিজ্ঞেয়। এইরূপ তুরীয় বা মোক্ষাবস্থাই জীবের পরমপুরুষার্থ। কারণ এই তুরীয় অবস্থাকে প্রাপ্ত হইলে দুঃখস্বরূপ সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না এবং এই অবস্থাতেই জীব স্বীয় নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

প্রশ্ন হইবে যে এইরূপ তুরীয় অবস্থা কীরূপে লাভ করা যায়?

এই প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিতে মাণ্ডূক্যোপনিষদের সর্বশেষ মন্ত্রে বলা হইয়াছে ‘সংবিশত্যাত্মনাত্মানং য এবং বেদ, য এবং বেদ’[৭] যিনি এইরূপ আত্মাকে জানেন তিনি স্বয়ং এই পরমাত্মায় প্রবেশ করেন, অর্থাৎ তিনি পরমানন্দ, অদ্বিতীয় চৈতন্যাবস্থায় পর্যবসিত হইয়া থাকেন। এইরূপ শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত হইল যে, সর্বপ্রকার প্রপঞ্চরহিত, সর্বভেদবর্জিত নির্গুণ আত্মাকে যিনি অপরোক্ষরূপে অবগত হইয়া থাকেন

তিনিই মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন। সুতরাং আত্মার অপরোক্ষজ্ঞানই মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ উপায়।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ছান্দোগ্যোপনিষদ্ অনুসারে মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন নিরূপণঃ

মোক্ষই যে পরমপুরুষার্থ তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদের সর্বশেষ মন্ত্রে স্থাপিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের পঞ্চদশ খণ্ডের প্রথমকণ্ডিকারূপ শেষমন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, 'স খল্বেব্দং বর্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে।'[৮]

এইস্থলে শ্রুতি বলিতেছেন যিনি যাবজ্জীবন আত্মাতে বা পরমাত্মায় সকল ইন্দ্রিয় সম্প্রতিষ্ঠিত করিয়া কর্মত্যাগ পূর্বক সর্বভূতে হিংসা না করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন তিনি দেহান্তে ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া জন্মান্তর গ্রহণের নিমিত্ত পুনরাবর্তন করেন না। এই শ্রুতির শেষে যে দ্বিতীয়বার 'ন চ পুনরাবর্ততে' পঠিত হইয়াছে, তাহা উপনিষদের সমাপ্তিসূচক। দেহান্তে অর্থাৎ বিদেহমুক্তি লাভ করিয়া যিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন তিনি পুনরায় জন্মচক্রে আবর্তন করেন না। এই ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানই মাণ্ডুক্যোপনিষদে বর্ণিত তুরীয় বা মোক্ষাবস্থা। এই মোক্ষাবস্থাকে পরমপুরুষার্থ বলিবার কারণ এই যে, ইহা নিত্য। ইহার কোনও ক্ষয় হয় না। সুতরাং মোক্ষের নিত্যত্বই তাহার পরমত্ব। 'যঃ স্বজ্ঞানেন পুরুষম্ অনুবধ্নাতি প্রেরয়তি স পুরুষার্থঃ, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে যাহা পুরুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে তাহাই পুরুষার্থ। এইপ্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে যাহা পুরুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করে তাহাই পুরুষার্থ। এইপ্রকার লক্ষণ অনুসারে ধর্ম, অর্থ ও কাম পুরুষার্থ হইলেও তাহারা

পরমপুরুষার্থ নহে। ধর্ম এবং অর্থ সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখ পরিহারের উপায়স্বরূপ হওয়ায় উহারা গৌণ পুরুষার্থ। প্রসিদ্ধধনসম্পত্তিরূপ অর্থের দ্বারা ইহলৌকিকসুখ এবং বলবানঅনিষ্টেরঅননুবন্ধী ইষ্টসাধনরূপ ধর্মাচরণের দ্বারা স্বর্গাদিপারলৌকিকসুখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ধর্ম এবং অর্থের দ্বারা প্রাপ্তব্য এই সকল সুখ এবং বিষয়েন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজন্য সুখবিশেষরূপ কাম, এই তিনপ্রকার পুরুষার্থই অনিত্য বলিয়া পরমপুরুষার্থ হইতে পারে না। ইহাদের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতে ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলিয়াছেন - "তদ্‌যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।"[৯] এইরূপ ছান্দোগ্য শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন যে ইহলোকে কর্মের দ্বারা অর্জিত সুখসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরলোকে পুণ্যের দ্বারা অর্জিত লোকসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং ধর্মের দ্বারা প্রাপ্তব্য পারলৌকিক সুখ এবং অর্থের দ্বারা প্রাপ্তব্য বিষয়েন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্য সুখরূপ ইহলোকিক সুখ এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ ছান্দোগ্য শ্রুতি অনুসারে অনিত্য। ইহাদের মধ্যে অর্থ এবং কামের অনিত্যত্ব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে এবং ধর্মের দ্বারা প্রাপ্তব্য সর্বসুখের অনিত্যত্ব তাহা পূর্বোক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে একমাত্র মোক্ষই নিত্য হওয়ায় 'ন চ পুনরাবর্ততে' শ্রুতির দ্বারাই সিদ্ধ হয় যে মোক্ষই পরমপুরুষার্থ।

প্রশ্ন হইবে যে কীরূপে মোক্ষ লাভ করা যায়?

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে নারদসনৎকুমার সংবাদে নারদ "হে ভগবান অধ্যাপন করুণ" এইরূপ বাক্যোচ্চারণ পূর্বক সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইলেন। নারদ সনৎকুমারকে বলিয়াছেন যে 'আমি আপনার সদৃশ জ্ঞানীগণের নিকট অবগত হইয়াছি যে যিনি আত্মবিৎ তিনিই শোককে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।[১০] নারদের

এইপ্রকার প্রার্থনা উপস্থাপন প্রসঙ্গেই নারদসনৎকুমার আখ্যায়িকার দ্বারা শ্রুতি প্রতিপাদন করিলেন যে যিনি আত্মাকে জানেন কেবল তিনিই শোক উত্তীর্ণ হইতে পারেন। এইস্থলে 'শোক'পদের অর্থ অবিদ্যা বা মায়া অর্থাৎ একমাত্র আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি, শোকপদবাচ্য মায়া বা অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি এইস্থলে আখ্যায়িকার দ্বারাই অবিদ্যানিবৃত্তির উপায়ের সূচনা করিলেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

অন্যান্য উপনিষদ্ অনুসারে মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধনবিষয়ক শ্রুতি উপস্থাপন।

অন্যান্য সকল উপনিষদে বিভিন্ন স্থলে মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ঈশোপনিষদে প্রথম সূত্রে বলা হইয়াছে

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।"[১১]

অর্থাৎ যেস্থলে ত্যাগ নাই, আছে কেবল মোহ, আসক্তি সেইস্থলে কেবল দুঃখ, দৈন ও অশান্তি বিদ্যমান। যিনি আসক্তিহীন তিনিই কেবল স্বাধীন, সকল প্রকার কামনা-বাসনা ত্যাগ পূর্বক জগৎকে যিনি ঈশ্বরের প্রকাশরূপে অবগত হইবেন তিনিই কেবল আনন্দ লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। এইস্থলে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন এই জগৎ মিথ্যা অর্থে অনির্বচনীয়, জগৎ এইরূপে অসত্য হইলেও সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের আশ্রয়ে থাকে বলিয়া সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ পরমেশ্বরই সত্য, জগৎ তাঁহার উপর অধ্যস্ত বা ভ্রমরূপে কল্পিত। এইরূপ ভাবনাযুক্ত হইলে পুত্র, বিত্ত এমনকি স্বর্গাদির

কামনাও ত্যাগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ ত্যাগ ও বৈরাগ্য দ্বারা পরমাত্মাকে পালন করা সম্ভব হইবে।

এইস্থলে উল্লেখ্য যে উক্ত উপনিষদের দ্বিতীয় সূত্রে

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।"[১২]

অর্থাৎ যে ত্যাগের দ্বারা ভোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল আনন্দ উপভোগকেই সূচিত করিয়াছে। যেহেতু দুঃখভোগ কখনও কাহারও কাম্য হইতে পারে না। কিন্তু একমাত্র স্বাধীন ব্যক্তিই প্রকৃত আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন, যিনি তৃষ্ণার দ্বারা চালিত হইয়া থাকেন তিনি কেবল সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দুঃখ পান। কাজেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপে মোক্ষ অধরাই থাকিয়া যায়।

উক্ত উপনিষদের সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে যে,

"যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূত বিজানতঃ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ"[১৩] অর্থাৎ যিনি সর্বত্র একই আত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন সেই জ্ঞানীপুরুষের শোক বা মোহ হইতে পারে না। যদিও আত্মজ্ঞানীর 'সর্বভূতে এক আত্মা' এবং 'এক আত্মায় সর্বভূত' এইরূপ জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। জ্ঞানের সহিত সাধনা ও সাধনলব্ধ অনুভূতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। এইরূপে সাধক সত্যেরুপলব্ধি দ্বারা বস্তুসমূহের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধের জ্ঞানলাভ পূর্বক দিব্যচৈতন্যের অধিকারী হইতে পারেন। যাহার দ্বারাই তিনি উপলব্ধি করিয়া থাকেন 'সর্বাণি ভূতানি আত্মৈব অভূৎ' অর্থাৎ এক আত্মাই সমস্ত হইয়াছেন। এইরূপ অবস্থাতেই সচ্চিদানন্দের

দর্শন সম্ভব হইয়া থাকে। যিনি আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকেন তাঁহার অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়। কাজেই শোক, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি মূল কারণ দূরীভূত হইয়া যায়। এইপ্রকারে আত্মজ্ঞানীর আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, শোকনিবৃত্তি ও মোহনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতঃপর নবম শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে।

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।"[১৪] অর্থাৎ যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করিয়া থাকে তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, আর যাহারা বিদ্যার উপাসনা করে তাহারা অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে এইস্থলে বিশেষ হইল 'অবিদ্যা' শব্দের অর্থ জ্ঞানরহিত কর্ম, আর 'বিদ্যা' শব্দের অর্থ হইল কর্মরহিত কেবল দেবতার উপাসনা। দেবতার অর্থ এইস্থলে পরমেশ্বর বা ব্রহ্ম নহেন, তাহা বিভিন্ন কর্মের ফলদাতা দেবতা অর্থে উল্লিখিত হইয়াছে। জ্ঞানরহিত যে কর্ম শুধু কামনা-বাসনা তৃপ্তির জন্যই করা হয় তাহার ফলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, আবার যাহারা কর্মত্যাগ করিয়া শুধুই বিভিন্ন দেবতার উপাসনায় রত হইয়া থাকেন তাহারা ততোধিক অন্ধ। যেহেতু যে সকল দেবতাপাসনা কর্মের সহিত অনুষ্ঠেয় বলিয়া বিহিত আছে তাহাতে কখনোই আত্মজ্ঞান হইতে পারে না। শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, বিভিন্ন দেবতার উপাসনা বা বিদ্যার উপাসনায় দেবলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মজ্ঞানের ফল মোক্ষপ্রাপ্তি। যিনি আত্মজ্ঞানী তিনি নিজের আত্মাকেই সর্বাত্মারূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

অতঃপর ঈশোপনিষদের অষ্টাদশ সূত্রে বলা হইয়াছে -

"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্

বিশ্বানি দেব বয়ূনানি বিদ্বান্।

যুযোধ্যস্মজুহুরাণমেনোভূয়িষ্টাং তে নম-উক্তিং বিধেম্"[১৫] অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরলোকে জীবের গতির দুইটি প্রধান পথ বা মার্গ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। একটি হইল দেবযানমার্গ এবং অপরটি পিতৃযান। যাঁহারা সগুণব্রহ্মের উপাসক, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থী ও পঞ্চাগ্নির জ্ঞানসম্পন্ন গৃহস্থগণ তাঁহারা মৃত্যুর পর দেবযানমার্গে গমন করিয়া থাকেন। ইহারা প্রথমে অগ্নিলোকে গমন করেন তৎপর দিবস শুক্লপক্ষ, ষড়মাস উত্তরায়ণ দেবতা, বায়ু, সূর্য প্রভৃতি বিবিধ লোক ভ্রমণ করিয়া সর্বশেষে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন, এবং তথায় আত্মজ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আর এই সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, এই প্রকার মুক্তি হইল ক্রমমুক্তি।

কেনোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে –

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।"[১৬]

অতঃপর চতুর্থ শ্লোকে বলা হইয়াছে –

"প্রতিবোধবিদিতংমতমমৃতত্বং হি বিন্দতে।

আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেহমৃতম্।"[১৭]

পঞ্চম শ্লোকে উদ্ধৃত হইয়াছে –

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদিন্মহতী বিনষ্টিঃ।

ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি।"[১৮] অর্থাৎ এইসকল শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, যাঁহারা 'ব্রহ্মকে জানিয়াছি' এইরূপে ধারণা করেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই। যেহেতু ব্রহ্ম প্রাকৃত মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, অসীম, দেশকালাতীত, পক্ষান্তরে যাঁহারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে তাঁহারা ব্রহ্মকে জানেন নাই, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহারাই ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, এই ঘটনাটির বিষয়ে যে সকল বোধ বা প্রতীতি হইয়া থাকে তাহা ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে উৎপন্ন হইলেও ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি উহাদের প্রকাশক নহে, কারণ ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি হওয়ায় তাহাদের স্বকীয় কোন প্রকাশ শক্তি নাই, আত্মাই এই সমূহজ্ঞানের প্রকাশক। আত্মজ্ঞানী তাহা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এক আত্মাই সমস্তপ্রতীতিগুলিকে ধারণ করিয়া আছে, এইপ্রকারে প্রত্যেক বোধ বা প্রতীতির সহিত আত্মার যে উপলব্ধি ইহাই হইল যথার্থ জ্ঞান বা সম্যগ্‌দর্শন। এইরূপ সম্যগ্‌দর্শন হইতেই অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে এবং সম্যগদর্শী ব্যক্তিই শোক, দুঃখ, অজ্ঞান, মোহময় পার্থিব জীবনের উর্দ্ধে আরোহণ পূর্বক অমৃতময় আনন্দময় জীবন পরম্পরায় জীবনলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন। কাজেই বিদ্যা হইতে অমৃতত্ব লাভ হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানীর নিকট জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন নহে। এক পরমাত্মাই বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হইতেছেন। এইপ্রকার যে একাত্মার জ্ঞান তাহাই বিদ্যা। এইপ্রকার বিদ্যা লাভ হইলে তিনি আনন্দময়, মুক্ত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মকে সম্যগ্‌রূপে জানিয়া ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি অর্থাৎ অমৃতময় মুক্তজীবন লাভ করাই মানবজীবনের পরমপুরুষার্থ। সুতরাং যিনি প্রত্যেক বুদ্ধির প্রত্যয় ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন,

প্রত্যেক ভূতে যাহার ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে তাহার ইহজন্মেই মুক্তির আস্বাদ লব্ধ হইয়া থাকে।

অতঃপর 'কেন' উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের নবম শ্লোকে বলা হইয়াছে "যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্মানমনন্তে স্বর্গেলোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি"[১৯] অর্থাৎ যে ব্যক্তি যথোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা এইপ্রকারে অবগত হন, তিনি সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে অর্থাৎ পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন।

কঠোপনিষদে মুক্তিবিষয়ক আলোচনার অবতারণা করিতে গিয়ে প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীতে দ্বাদশ শ্লোকে বলা হইয়াছে

"এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়ো আত্মা ন প্রকাশতে।

দৃশ্যতেত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ।"[২০] অর্থাৎ যে পুরুষকে জীবের সর্বোত্তম গতি বলা হইয়াছে তিনি আত্মরূপে সর্বভূতে প্রচ্ছন্ন আছেন বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশিত হন না, অর্থাৎ সকলে ইঁহাকে স্বীয় আত্মরূপে জানিতে পারেন না। যে সকল জ্ঞানীলোকের বুদ্ধি সাধনা দ্বারা বিশুদ্ধ এবং সূক্ষ্মবস্তুদর্শনের যোগ্য হইয়াছে, সেই সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণই তাঁহাদের নির্মল ও সূক্ষ্মবুদ্ধিদ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। এইরূপ দর্শনই হইল সত্যের সাক্ষাৎজ্ঞান বা উপলব্ধি। যাহা উপলব্ধির উপায় হইল বিজ্ঞান বা বোধ।বুদ্ধি নির্মল ও সূক্ষ্ম হইলেই এই বোধ বিকশিত হইয়া থাকে, যাহার দ্বারা আত্মা দৃষ্ট হইয়া থাকেন। এইরূপে আত্মা বিজ্ঞাত হইলে জীব মৃত্যুর অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। ইহজীবনে যে সুখ-দুঃখ, দ্বন্দ্ব-বিরোধ, কামনা-বাসনা তাহাই মৃত্যু। আত্মবিৎব্যক্তি এইরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃতময় আনন্দময় জীবন প্রাপ্ত হন।

উক্ত উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় বল্লীতে চতুর্দশ শ্লোকে বলা হইয়াছে "যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্যহৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে"[২১] অর্থাৎ ইহজীবনে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া অমৃতত্ত্ব লাভ করাই মানব জীবনের অভীষ্ট। এইরূপ অভীষ্ট পূরণের নিমিত্ত প্রয়োজন প্রতিবন্ধক দূরীকরণ। উল্লেখ্য যে, বিষয়ের আসক্তি এবং তজ্জনিত কামনা-বাসনা আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। এইপ্রকার কামনা-বাসনার দ্বারা চিত্তের বিক্ষোভ ও মালিন্য জন্মায় এবং বিক্ষিপ্ত মলিন চিত্তে আত্মজ্ঞান প্রতিভাত হইতে পারে না। হৃদয় হইতে এই সকল কামনা-বাসনার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে মানুষ ইহজন্মেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ ভোগে সমর্থ হইয়া থাকেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের সপ্তম শ্লোকে কথিত হইয়াছে - "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীতন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায়মিদং রূপ ইতিতদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যক্রিয়তেহসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেহবহিতঃ স্যাদ্বিশ্বং ভরো বা বিশ্বংভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নো হি স প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি। বদন্বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃন্বঞ্চ শ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্মনামান্যেব। স যোহত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হ্যেষোহত একৈকেন ভবত্যাত্মেত্যবোপাসীতাত্রহ্যেতে সর্ব একং ভবন্তি। তদৈতৎ পদনীয়মস্য সর্বস্য যদয়মাত্মানেন হ্যেতৎ সর্বং বেদ। যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং কীর্তিং শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ।"[২২] উপাসনা ও কর্মরূপ সমুদয় বৈদিকসাধন অবিদ্যামূলকসংসারের অন্তর্ভূক্ত। এইরূপ সংসারবৃক্ষের সমূলে উচ্ছেদই পুরুষার্থ। উল্লেক্ষ্য যে ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত জগৎ প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন। অব্যাকৃতাবস্থ জগৎকে পরমাত্মার সহিত অভিন্নরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে। এইস্থলে বিশেষ হইল নিয়ন্তা আত্মাই অব্যাকৃত

জগৎকে ব্যাকৃত করিয়াছেন। এই ব্যাকৃত জগৎ যেমন নিয়ন্তা প্রভৃতি অনেক কারকবিশিষ্ট, অব্যাকৃত জগৎও সেইরূপ। এইরূপে অভিব্যক্তিটি কর্তৃসাপেক্ষ হইলেও উক্ত অভিব্যাক্তি অনায়াসসাধ্য, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বলা হইয়াছে যে, জগৎ স্বয়ং ব্যাকৃত হইল।উল্লেখ্য যে, নামের ব্যাকৃতির অর্থ দেবদত্তাদি বিশেষ বিশেষ নামের সহিত নামসামান্যকে অর্থাৎ নামত্বজাতিকে সংযোজিত করিয়া সামান্যবিশেষবান করা। অপরদিকে রূপের ব্যাকৃতির অর্থ শুক্লাদি বিশেষ রূপের সহিত রূপসামান্যকে, অর্থাৎ রূপত্ব জাতিকে সংযোজিত করা। ক্ষুরাধারে যেমন ক্ষুর প্রবেশিত থাকে, অথবা অগ্নি যেমন স্বীয় উৎপত্তিস্থানে থাকে, তেমনি উক্ত আত্মা এই নিখিল দেহে নখাগ্র পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, এইপ্রকার প্রবেশ সাধারণ অর্থে নহে, প্রত্যুত জলে সূর্য প্রবিষ্ট না হইলেও যেরূপে প্রতিবিম্বাকারে তাহার প্রবেশ কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপে আত্মার পক্ষেও জগৎসৃষ্টির পরে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিতে আবিদ্যাবশতঃ প্রবেশ কল্পনা করা হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকারে সর্বব্যাপী আত্মার প্রবেশ অসম্ভব। বস্তুতঃ সৃষ্টি, আত্মার প্রবেশ, জগতের স্থিতি ও লয় প্রভৃতি বিষয়ক শ্রুতিবাক্য সকলের স্বার্থে তাৎপর্য নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য আত্মার যথার্থতা উপলব্ধি করানো, সৃষ্ট্যাদি বাক্যে প্রকৃতপক্ষে ভেদদর্শনের নিন্দাদ্বারা একত্বদর্শন উপপাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং ‘ব্রহ্ম জগতে উপলব্ধ হন’ ইহাই বুঝাইবার জন্য ‘প্রবেশ’ প্রভৃতি বলা হইয়াছে। সাধারণ লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায় না। কারণ তাহারা তাঁহাকে বিশিষ্টরূপে দেখে বলিয়া তিনি তাহাদের নিকট অসমগ্র। তিনি যখন কেবল নিঃশ্বাসাদি প্রাণক্রিয়া করেন তখন প্রাণ নামে, যখন বাক্যোচ্চারণ করেন তখন বাগেন্দ্রিয় অর্থাৎ বক্তা নামে, যখন দর্শন করেন তখন চক্ষুরিন্দ্রিয় অর্থাৎ দ্রষ্টা নামে, যখন শ্রবণ করেন তখন শ্রবণেন্দ্রিয় অর্থাৎ শ্রোতা নামে, যখন মনন করেন তখন মন অর্থাৎ মন্তা নামে পরিচিত হইয়া থাকেন, এই বিশষবর্গের মধ্যে যিনি কেবল এক

একটিকে আত্মরূপে চিন্তা করিয়া থাকেন অর্থাৎ যিনি 'আমি দেখিয়াছি' 'আমি শুনিতেছি' ইত্যাদি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিশিষ্টরূপে জানেন, তিনি পূর্ণ আত্মাকে জানেন না, কারণ এই আত্মা যখন এক একটি বিশেষরূপে জ্ঞাত হন তখন তিনি উক্ত সমষ্টি হইতে পৃথক অপূর্ণ হইয়া থাকেন। ইনি বস্তুমাত্র স্বরূপে ইহাদের সকলের ব্যাপক বলিয়া 'আত্মা' শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন। অতএব 'আত্মা' এইরূপেই জানিতে হইবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ইহা বিদ্যাসূত্রে অর্থাৎ এই বাক্যে উপনিষদ্সমূহের সারাংশ গৃহীত হইয়াছে। কারণ ইঁহাতেই এই সমস্ত অভিন্নতালাভ করিয়া থাকে। যেমন সূর্য প্রতিবিম্বসমূহ সূর্যে অভিন্নতাপ্রাপ্ত হয়, এই যে আত্মা, এই আত্মাই জ্ঞাতব্য; আত্মলাভ ও আত্মজ্ঞান সমানার্থক বলিয়া জ্ঞানের দৃষ্টান্ত না দিয়া লাভের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। একজ্ঞানে সর্বজ্ঞান হইয়া থাকে, কারণ অনাত্মভূত নিখিল বস্তু আত্মাতে কল্পিত হওয়ায় তাহাদের আত্মাতিরিক্ত কোনও সত্তা নাই। এইস্থলে জ্ঞানের প্রশংসামাত্রই উদ্দেশ্য, জ্ঞানীর কীর্তি প্রভৃতি লাভের কথা বলা উদ্দেশ্য নহে। কারণ জ্ঞানী এই সমস্তের প্রার্থী নহেন, 'ইনি এইরূপ জানেন' অর্থাৎ যিনি জানেন না আত্মা নামরূপে প্রবেশ করিয়া আত্মরূপে 'খ্যাতি' লাভ করিয়াছেন এবং প্রাণাদির সহিত সংহত হওয়া রূপ 'শ্লোক' লাভ করিয়াছেন, সেই বিদ্বান কীর্তিলাভ ও আত্মীয়বর্গের সহিত সংহতিলাভ করিয়া থাকেন। অথবা 'কীর্তি' অর্থাৎ মুমুক্ষুদিগের আকাঙ্খিত ঐক্যজ্ঞান এবং 'শ্লোক' অর্থাৎ জ্ঞানের ফল মুক্তি। যিনি ঐক্যজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, তিনি মুক্ত হন।

অনন্তর বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্যকান্ডে তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে কহোল - যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে মোক্ষের ও বন্ধন নাশের সাধন স-সন্যাস আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে। "অথ হৈনং কহোল কৌষীতকেয়ঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যেতি হোবাচ যদেব সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরস্তং যে ব্যাচক্ষ্বেত্যেষ ত আত্মা সর্বান্তরঃ কতমো

যাজ্ঞবল্ক্য সর্বান্তরো সোহশনায়াপিপাসে শোকং মোহং জরাং মৃত্যুমত্যেতি। এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্যং চরন্তি যা হ্যেব পুত্রৈষণা সা বিত্তৈষণা যা বিত্তৈষনা সা লোকৈষণোভেহ্যেতীষণে এব ভবতস্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পান্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেদ্বালং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং চ মৌনং চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাদ্যেন স্যাত্তেনেদৃশ এবাতোহন্যদার্তং ততো হ কহোলঃ কৌষীতকেয় উপররাম।"[২৩] এইস্থলে কৌষীতকেয়ঃ অর্থাৎ কুষীতকের পুত্রের দ্বারা উত্থাপিত প্রশ্ন সর্বান্তর আত্মা কীরূপ?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন - যিনি ক্ষুৎপিপাসা, শোকমোহ এবং জরামৃত্যুর অতীত। এইস্থলে উল্লেখ্য যে ভোজনেচ্ছা ও পানেচ্ছা প্রাণের ধর্ম, শোক হইল অভীষ্টবস্তু পাইবার জন্য চিন্তাবশতঃ চিন্তাকারীর মনের যে নিরানন্দ অবস্থা, ইহাই কামনার বীজ, কেননা কামনা ইহার দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া থাকে এবং মোহ হইল বিপরীত প্রত্যয় হইতে উদ্ভূত অবিবেক বা ভ্রম, সুতরাং মোহ হইল সকল অনর্থের বীজস্বরূপ অবিদ্যা। ইহারা মনের ধর্ম। জরা হইল দেহের বলী পলিতাদিরূপ বিপরিণাম এবং মৃত্যু হইল দেহের বিচ্ছেদ। ইহারা শরীরের ধর্ম। কাজেই এই বাক্যের তাৎপর্য হইল শরীর মন ও প্রাণের ধর্মের দ্বারা আত্মা অস্পৃষ্ট।

এইস্থলে বিশেষ হইল যাহা পুত্রকামনা তাহাই বিত্তকামনা, তাহাই লোককামনা - কারণ উভয়েই কামনা, অতএব উক্ত এই আত্মাকে জানিয়া ব্রাহ্মণগণ পুত্রকামনা, বিত্তকামনা ও লোককামনা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ভিক্ষাটন অবলম্বন করিবেন। এইজন্যই ব্রাহ্মণ নিঃশেষে আত্মবিদ্যা লাভ করিয়া আত্মবিদ্যারূপবল অবলম্বনে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। নিঃশেষে জ্ঞানবল ও আত্মবিদ্যা লাভ করিয়া অতঃপর মননশীল হইবেন।

মনন ও অমনন নিঃশেষে জানিয়া অতঃপর ব্রাহ্মণ হইবেন, অর্থাৎ যিনি বাসনাশূন্য, ক্রিয়াহীন, স্তুতিনমস্কাররহিত, যাঁহার কর্মক্ষয় হইয়াছে, কিন্তু যিনি নিজে অক্ষীণ, তিনি ব্রাহ্মণ। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী, বস্তুতঃপক্ষে সাধক অবস্থায় যিনি নিষিদ্ধ কর্ম ত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল একান্তমনে শুভকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহার মনে শুভসংস্কার সুদৃঢ় হওয়ায় জ্ঞানবস্থায়ও তাঁহার শরীর মন শুভকর্মেই নিযুক্ত হইয়া থাকে; অশুভকর্মে নিযুক্ত হইতে পারে না। এইরূপেই তিনি মুক্ত হইয়া থাকেন।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মুক্তি বিষয়ক আলোচনার অবতারণার নিমিত্ত চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ শ্লোকে বলা হইয়াছে –''তদেব সক্তঃ সহ কর্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য প্রাপ্যান্তং কর্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্। তন্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্মণে। ইতি নু কাময়মানোহথাকাময়মানো যোহকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।''[২৪] অর্থাৎ পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ মন যে বিষয়ে আসক্ত, আত্মা সেই বিষয়ের অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ আসক্ত হইয়া জীব সেই ফলই পান যাহাতে ঐ জীবের পরিচায়ক মনটি উদ্ভূতাভিলাস হইয়াছে, জীব ইহলোকে যাহা কিছু কর্ম করেন, পরলোকে সেই কর্মের ভোগের শেষ করিয়া পুনর্বার কর্ম করিবার জন্য পরলোক হইতে ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকেন। উল্লেখ্য যে, যিনি ফলাকাঙ্খী তাহার এইরূপ হইয়া থাকে। পরন্তু যিনি কামনা পরতন্ত্র নহেন, অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃন্দ উৎক্রমন করে না। তিনি স্বরূপত ব্রহ্ম থাকিয়াই বর্তমান দেহেই ব্রহ্মে লীন হইয়া যান অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন। মানুষের বুদ্ধিতে যত তৃষ্ণা আশ্রিত রহিয়াছে তাহা যখন সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায় তখন এই দেহেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া যায়। যেমন - প্রাণহীন সর্পনির্মোক বল্লীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া

পড়িয়া থাকে, ব্রহ্মজ্ঞের এই শরীর তেমনি পড়িয়া থাকে। অতঃপর ইনি অশরীর, অমৃত প্রাণ, ব্রহ্ম ও তেজই হইয়া থাকেন।

টীকাঃ

১) সন্দানন্দ যোগীন্দ্র, বেদান্তসার, নৃসিংহ সরস্বতী, সুবোধিনী, আপোদেব বালবোধিনী, রামতীর্থ বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য (সম্পা.), *বেদান্তসার*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, কলিকাতা, ১৮৯০ শকাব্দ, পৃঃ ৪

২) *মাণ্ডুক্যোপনিষদ্*, ২

৩) তদেব, ৩

৪) তদেব, ৪

৫) তদেব, ৫

৬) তদেব, ৭

৭) তদেব, ১২

৮) *ছান্দোগ্য উপনিষদ্*, ৮/১৫/১

৯) তদেব, ৮/১/৬

১০) তদেব, ৭/১/১

১১) *ঈশ উপনিষদ্*, ১

১২) তদেব, ২

১৩) তদেব, ৭

১৪) তদেব, ৯

১৫) তদেব, ১৮

১৬) *কেনোপোনিষদ্*, ২/৩

১৭) তদেব, ২/৪

১৮) তদেব, ২/৫

১৯) তদেব, ৪/৯

২০) *কঠোপোনিষদ্*, ১/৩/১২

২১) তদেব, ২/৩/১৪

২২) *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*, ১/৪/৭

২৩) তদেব, ৩/৫

২৪) তদেব, ৪/৪/৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মসূত্র এবং *শাঙ্করভাষ্য* অনুসারে জীবন্মুক্তির স্বরূপ নিরূপণ

দুঃখের আত্যন্তিকনিবৃত্তি এবং নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দের অভিব্যক্তিরূপ মোক্ষই যে অদ্বৈতশাস্ত্রের একমাত্র প্রয়োজন, ইহা আচার্য শঙ্কর তাঁহার অধ্যাসভাষ্যেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। প্রথম ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য বর্ণনার পূর্বেই আচার্য শঙ্কর তাঁহার অধ্যাসভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। অধ্যাসভাষ্যে আত্মা এবং অনাত্মার অধ্যাস প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

প্রশ্ন হইয়া থাকে যে, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"[১] এইরূপ প্রথম ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা না করিয়া আচার্য শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যের প্রারম্ভেই অধ্যাসভাষ্য রচনা করিলেন কেন?

বিবরণসম্প্রদায় প্রথম বর্ণকে এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া থাকেন যে আত্মা এবং অনাত্মার অধ্যাস সিদ্ধ হইলেই ব্রহ্মবিচারাত্মক বেদান্তশাস্ত্রের বিষয় এবং প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, বর্ণক কী?

ইহার উত্তর এই যে কোনও ভাষ্যের যে অংশে কোনও সূত্রের একপ্রকার তাৎপর্য বর্ণিত হইয়া থাকে, ভাষ্যের সেই অংশকেই একটি বর্ণক বলা হয়। *পঞ্চপাদিকা*কার এবং *বিবরণ*কারের মতে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ প্রথম ব্রহ্মসূত্র চতুর্বিধ তাৎপর্য উপস্থাপন করিয়া থাকে। এই চতুর্বিধ তাৎপর্যকে *বিবরণাচার্য* চারিটি বর্ণকে বিভক্ত করিয়া উপন্যাস করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম বর্ণকের প্রতিপাদ্য বিষয় এইরূপ। আত্মা এবং অনাত্মার অধ্যাস সিদ্ধ হইলে তবেই অদ্বৈতশাস্ত্রের জীব এবং ব্রহ্মের ঐকাত্ম্যরূপ বিষয় এবং মোক্ষরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে। আত্মা এবং অনাত্মার অধ্যাস সিদ্ধ হইলেই "অহং স্থূলঃ", "অহমন্ধঃ", "অহং সুখী" প্রভৃতি অহমাকার প্রতীতিসমূহের আধ্যাসিকত্ব বা ভ্রমত্ব

সিদ্ধ হয়। অহমাকার প্রতীতিসমূহের আধ্যাসিকত্ব বা ভ্রমত্ব সিদ্ধ না হইলে জীবাত্মা যে দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন এবং অশনায়াপিপাসার অতীত, তাহা সিদ্ধ হয় না এবং জীব ও ব্রহ্মের অভেদও সিদ্ধ হইতে পারে না। জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্য সিদ্ধ না হইলে ব্রহ্মবিচারাত্মক অদ্বৈতশাস্ত্রে মোক্ষার্থী পুরুষের প্রবৃত্তিই উপপন্ন হইবে না। কারণ মুণ্ডক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, "তরতি শোকমাত্মবিৎ।"[২] অর্থাৎ যিনি আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন তিনিই অবিদ্যারূপ শোক উত্তীর্ণ হইতে পারেন। কিন্তু "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" সূত্রে সূত্রকার মহর্ষি বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে সাধনচতুষ্টয় সম্পন্ন অধিকারী পুরুষের ব্রহ্মবিচার কর্ত্তব্য। কিন্তু অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানই যদি মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ হয়, তাহা হইলে মোক্ষার্থী ব্যক্তি ব্রহ্মবিচার করিবেন কেন? সিদ্ধান্তী এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে আত্মা এবং ব্রহ্মা অভিন্ন বলিয়াই মোক্ষার্থী পুরুষের পক্ষে ব্রহ্মবিচারের কর্তব্যতা প্রথম ব্রহ্মসূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। কিন্তু জীব অহমাকার প্রতীতিসমূহে নিজেকে ব্রহ্মভিন্নরূপেই অনুভব করিয়া থাকে। তাহার অনুভব হয়, "অহমিহৈবাস্মি সদনে জানানঃ"। অর্থাৎ জীব নিজেকে পরিচ্ছিন্নরূপে, অনিত্যরূপে, সুখদুঃখাদিযুক্তরূপেই অহমাকার প্রতীতিসমূহে অনুভব করিয়া থাকে। এইজন্যই অহমাকার প্রতীতিসমূহের ভ্রমত্ব বা আধ্যাসিকত্ব প্রতিপাদিত না হইলে জীব ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্তই হইবেন না। সুতরাং আত্মা এবং অনাত্মার অধ্যাস সিদ্ধ না হইলে শাস্ত্রার্থে জীবের প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় না, জীব এবং ব্রহ্মের ঐকাত্ম্যরূপ অদ্বৈতশাস্ত্রের বিষয় সিদ্ধ হয় না এবং অবিদ্যারনিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনও সিদ্ধ হয় না। এই কারণেই অধ্যাসভাষ্যে আত্মা এবং অনাত্মার অধ্যাস প্রতিপাদনের অনন্তর আচার্য শঙ্কর বেদান্তশাস্ত্রের ফল বা প্রয়োজন যে মোক্ষ, তাহা উপস্থাপন করিতে বলিয়াছেন, "অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তাঃ আরভ্যন্তে।"[৩] অধ্যাসভাষ্যের এইরূপ সন্দর্ভেই আচার্য শঙ্কর প্রতিপাদন করিলেন

যে অনর্থের হেতুভূত অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ মোক্ষই অদ্বৈতশাস্ত্রের চরম প্রয়োজন। অধ্যাসভাষ্যের উক্ত সন্দর্ভে ইহাও প্রতিপাদন করা হইল। যে আত্মৈকত্ব বিদ্যাই অবিদ্যা নিবৃত্তির সাক্ষাৎ কারণ। ভাষ্যকারের তাৎপর্য এই যে জীব এবং ব্রহ্মের ঐক্যসাক্ষাৎকাররূপ চরমব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারাই অনর্থের হেতুভূত অবিদ্যার অস্তময়রূপ মোক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবিদ্যার অস্তময়রূপ মোক্ষ চরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারেরই সাক্ষাৎ কার্য হওয়ায় অর্থতঃ ইহাও সূচিত হইল যে অদ্বৈত বেদান্তের পরমপুরষার্থ মোক্ষ জ্ঞানমাত্রসাধ্য। সুতরাং ভাষ্যের এইরূপ সন্দর্ভের দ্বারা ইহাও সূচিত হইল যে মোক্ষ জ্ঞান এবং উপাসনা উভয়সাধ্য নহে অথবা জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়সাধ্য নহে। অপরাপর যে সকল বেদান্তসম্প্রদায় মোক্ষকে উপাসনার ফল বলেন অথবা মোক্ষের সাধনবিষয়ে যে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ স্বীকার করেন, সেইসমস্ত মতই যে অদ্বৈতবেদান্তীর পক্ষে খণ্ডনীয় পক্ষ, তাহার সূচনাও অধ্যাসভাষ্যের পূর্বোক্ত সন্দর্ভেই করা হইল।

অদ্বৈতসম্মত মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়া থাকেন যে মোক্ষ যদি ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রসাধ্য হয়, উপাসনারূপ কর্মজন্য না হয়, তাহা হইলে "আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"[৪] এইরূপ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে শ্রবণজন্য জ্ঞানের অনন্তর মনন এবং নিদিধ্যাসনেরও বিধান করা হইত না। কিন্তু উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণের অনন্তর মনন এবং নিদিধ্যাসনেরও বিধান করা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানের বিষয়রূপেই নহেন, মনন এবং নিদিধ্যাসনরূপ ক্রিয়াবোধক বিধির অঙ্গরূপেও শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছেন। ব্রহ্মবিষয়ে নিদিধ্যাসনরূপ উপাসনাও বিহিত হওয়ায় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে মোক্ষ কেবল

ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রসাধ্য নহে, উপাসনারূপ কর্মও মোক্ষের অন্যতম সাধন। সুতরাং মোক্ষ জ্ঞান এবং কর্ম উভয়সাধ্য।

আচার্য শঙ্কর *ব্রহ্মসূত্রের* প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে এই প্রকার পূর্বপক্ষের উত্তর প্রদান করিয়াছেন। *ব্রহ্মসূত্রের* প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ সূত্রের "তত্তু সমন্বয়াৎ।"[৫] "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ, "একমেবাদ্বিতীয়ম্"[৬] এইরূপ ছান্দোগ্যশ্রুতি বিধেয়জ্ঞান বা উপাসনার বিষয়রূপে ব্রহ্মকে সমর্পণ করে অথবা সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্মকে সমর্পণ করে, এইরূপ সংশয়ের নিরসনই "তত্তু সমন্বয়াৎ" এইরূপ চতুর্থ সূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়।

"বেদান্তাঃ প্রতিপত্তিবিষয়তয়া ব্রহ্ম সমর্পয়ন্তি উত সাক্ষাৎ," এই প্রকার সংশয় বাক্যে পূর্বকোটি পূর্বপক্ষীর এবং উত্তরকোটি সিদ্ধান্তীর অভিমত।

পূর্বপক্ষী বলিয়া থাকেন যে ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষৎসমূহে দহরবিদ্যা প্রভৃতি উপাসনাসমূহও বিহিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না যে উপনিষৎসমূহ কেবল নির্গুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। বেদান্তবাক্যসমূহে উপাসনাবোধক বিধির বিষয়রূপেও ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়া থাকেন। আচার্য শঙ্কর "তত্তু সমন্বয়াৎ" এইরূপ চতুর্থ *ব্রহ্মসূত্রের* ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "অত্র অপরে প্রত্যবতিষ্ঠতে – যদ্যপি শাস্ত্রপ্রমাণকং ব্রহ্ম, তথাপি প্রতিপত্তিবিধিবিষয়তয়া এব শাস্ত্রেণ ব্রহ্ম সমর্প্যতে। যথা যূপাহবনীয়দীনি অলৌকিকানি অপি বিধিশেষতয়া শাস্ত্রেণ সমর্প্যতে, তদ্বৎ।"[৭] আচার্য শঙ্করের অভিপ্রায় এই যে যূপ, আহবনীয় প্রভৃতি অলৌকিক পদার্থ হইলেও বিধিবাক্যের দ্বারা তাহারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে।অনুরূপভাবে ব্রহ্মও উপাসনাবিধির বিষয়রূপে উপনিষদ্বাক্যসমূহের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

প্রশ্ন হইতে পারে যে পূর্বপক্ষী কী কারণে যূপ, আহবনীয় প্রভৃতি বস্তুকে অলৌকিক বলিয়া থাকেন?

ইহার উত্তর এই যে শাস্ত্র ব্যতিরেকে কোনও লৌকিক প্রমাণের দ্বারা যূপ কী প্রকার বস্তু এবং কীরূপে তাহা নির্মিত হইয়া থাকে, এই সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। সংস্কৃত অগ্নিবিশেষকেই আহবনীয় অগ্নি বলা হইয়া থাকে এবং এইরূপ অগ্নিতে দেবতাগণের উদ্দেশ্যে হবিঃ অর্পণ করা হইয়া থাকে। কীরূপে অগ্ন্যাধান করিলে অগ্নি সংস্কৃত হইয়া আহবনীয় অগ্নি হইয়া থাকে তাহা শাস্ত্রৈকবেদ্য হওয়ায় উহা অলৌকিক বস্তুরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহারা অলৌকিক হইলেও যেরূপ বিধিবাক্যের দ্বারা প্রতিপাদিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মও উপাসনাবোধক বিধির অঙ্গরূপে বেদান্তবাক্যসমূহের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকেন।

প্রশ্ন হইবে যে ব্রহ্ম কী প্রকারে উপাসনাবিধির অঙ্গ হইয়া থাকেন?

উত্তরে পূর্বপক্ষিগণ বলেন যে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিই শাস্ত্রের প্রয়োজন। আচার্য শঙ্কর মীমাংসকসম্প্রদায়ের মতে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিই যে শাস্ত্রার্থের প্রয়োজন, তাহা প্রদিপাদন করিতে *মীমাংসাসূত্র* এবং *মীমাংসাভাষ্য* উদ্ধার করিয়াছেন। মহর্ষি জৈমিনি বলিয়াছেন "তদ্ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়ঃ"[৮] মীমাংসাভাষ্যের রচয়িতা শবরস্বামীও বলিয়াছেন, "চোদনা ইতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্তকং বচনম্"[৯] উক্ত মীমাংসাসূত্রের তাৎপর্য এই যে বেদমধ্যে যে সকল পদ ভূতসমূহকে বা সিদ্ধবস্তুসমূহকে প্রতিপাদন করে তাহাদের ক্রিয়াবাচক লিঙ্গাদি পদের সহিত উচ্চারণ কর্তব্য। মীমাংসাভাষ্যকার শবরস্বামী "চোদনা" ইত্যাদি সন্দর্ভে বলিয়াছেন যে ক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্যই চোদনা বা বিধি "তদভূতানাং ক্রিয়ার্থেন

সমান্নায়ঃ" এইরূপ জৈমিনীয় সূত্রের তাৎপর্য এই যে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়াই বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহ অর্থবান হইয়া থাকে। বাক্যে ক্রিয়াবাচক পদ না থাকিলে ক্রিয়ারূপ পদার্থের পদজন্য উপস্থিতি সম্ভব হইতে পারে না। ক্রিয়ারূপ পদার্থের পদজন্য উপস্থিতি না হইলে ক্রিয়ার বোধকরূপে বাক্যার্থের বোধও হইবে না। এইকারণেই মীমাংসকসম্প্রদায় বলিয়া থাকেন বাক্যে ক্রিয়াবাচক পদ না থাকিলে, ক্রিয়াবাচক লিঙ্গাদি পদের অধ্যাহারের দ্বারা বাক্যের উচ্চারণ কর্তব্য। তাহার ফলে ক্রিয়ার প্রতিপাদকরূপেই বাক্যের অর্থবোধ হইবে। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তিবোধক চোদনা বা বিধিবাক্যের অঙ্গরূপ অর্থবাদাদি অন্য বাক্যসকল অর্থবান্ হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে উপনিষদ্বাক্যসমূহও প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবোধক বিধিবাক্যের অঙ্গরূপেই অর্থবান হইবে। উপনিষৎসমূহ বিধিপর হইলে কর্মকান্ডে বোধক কর্মবোধক বিধির ন্যায় জ্ঞানকান্ডে পঠিত উপাসনার বিষয়রূপেই ব্রহ্ম উপনিষদ্বাক্যসমূহের দ্বারা প্রতিপাদিত হইবেন। তাৎপর্য এই যে সমগ্র বেদই যদি ক্রিয়াপর হয়, তাহা হইলে উপনিষদ্ভাগকেও ক্রিয়াপরই বলিতে হইবে। উপনিষৎসমূহে দহরাদিবিদ্যারূপ উপসনাসমূহ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং উপনিষৎসমূহের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে যে অমৃতত্বকামনাকারী ব্যক্তি ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন। সুতরাং উপাসনার বিষয়রূপেই উপনিষৎসমূহ ব্রহ্মকে সমর্পণ করিয়া থাকে বা উপাস্যরূপেই ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

পূর্বপক্ষীর বিরুদ্ধে এইস্থলে একটি আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। আপত্তিটি উপস্থাপন করিতে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "ননু ইহ জিজ্ঞাস্যবৈলক্ষণ্যম্ উক্তম্ – কর্মকান্ডে ভব্যঃ ধর্মঃ জিজ্ঞাস্যঃ ইহ তু ভূতং নিত্যনিবৃত্তিং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যম্ ইতি। তত্র ধর্মজ্ঞানফলাৎ অনুষ্ঠানাপেক্ষাৎ বিলক্ষণং ব্রহ্মজ্ঞানফলং ভবিতুম্ অর্হতি।"[১০] পূর্বপক্ষীর তাৎপর্য এই যে

পূর্ব এবং উত্তরমীমাংসার প্রথম সূত্রে জিজ্ঞাস্যবিষয়ের বৈলক্ষণ্যই কথিত হইয়াছে। "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ প্রথম মীমাংসাসূত্রে ধর্মই বিচার্য বিষয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন এবং "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ প্রথম ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মই বিচার্য বিষয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। জিজ্ঞাস্য বিষয় ভিন্ন হওয়ায় পূর্বমীমাংসায় প্রতিপাদিত ধর্মের ফল স্বর্গাদি উত্তরমীমাংসায় প্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞানের মোক্ষরূপ ফল হইতে ভিন্ন হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু পূর্বপক্ষী যদি ব্রহ্মকে উপাসনা ক্রিয়ার অঙ্গ বলেন এবং মোক্ষকে উপাসনাজন্য বলেন, তাহা হইলে মোক্ষও কর্মফল হইবে এবং অন্যান্য কর্মফলের ন্যায় মোক্ষও বিনাশী হইবে, অবিনাশী বা নিত্য হইবে না।

ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম উপাসনারূপ ক্রিয়াবোধক বিধির অঙ্গরূপে বেদান্তে বিচারিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ ব্রহ্ম বিষয়ে বহু শ্রুতি দৃষ্ট হয়। "আত্মা এব ইতি উপাসীত"[১১], "আত্মানাম্ এব লোকম্ উপাসীত"[১২] এইরূপে ব্রহ্মবিষয়ক উপাসনা শ্রুত হওয়ায় স্বীকার করিতে হইবে উপাসনারূপ ক্রিয়াবোধক বিধির অঙ্গরূপে শ্রুতি ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এইরূপ পূর্বপক্ষ খন্ডন করিবার জন্য আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "ন, কর্মব্রহ্মবিদ্যাফলয়োঃ বৈলক্ষণ্যাৎ, শারীরং বাচিকং মানসং চ কর্ম শ্রুতি স্মৃতিসিদ্ধংধর্মাখ্যং যদ্বিষয়া জিজ্ঞাসা 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইতি সূত্রিতা। অধর্মঃ অপি হিংসাদিঃ প্রতিষেধচোদনালক্ষণত্বাৎ জিজ্ঞাস্যঃ পরিহারায়। তয়ো; চোদনালক্ষণয়োঃ অর্থানর্থয়োঃ ধর্মাধর্ময়োঃ ফলে প্রত্যক্ষে সুখদুঃখে শরীরবাঙ্মনোভিঃ এব উপভুজ্যমানে বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগজন্যে ব্রহ্মাদিষু স্থাবরান্তেষু প্রসিদ্ধে"[১৩] ভাষ্যকারের অভিপ্রায় এই যে, কর্মের এবং ব্রহ্মবিদ্যার ফলের ভেদ অজস্র শ্রুতি, স্মৃতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতি এবং স্মৃতি

যজ্ঞাদি কায়িক, সামগানাদি বাচিক এবং উপাসনা প্রভৃতি মানসিককে ধর্ম বলা হইয়াছে। পূর্বমীমাংসা দর্শনে এই প্রকার ধর্মই বিচারিত হইয়াছে। অধর্মসমূহকে প্রতিষেধের নিমিত্ত নিবৃত্তিবিধায়ক নিষেধ বাক্যসমূহ পূর্বমীমাংসা দর্শনে বিচারিত হইয়া থাকে। এই ধর্ম এবং অধর্মের ফল সুখ এবং দুঃখ, এইরূপ সুখ দুঃখাত্মক ফল প্রত্যক্ষসিদ্ধ। শরীর এবং মনের দ্বারাই এইরূপ সুখ, দুঃখরূপ ফলের ভোগ হইয়া থাকে, বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগের দ্বারাই এই প্রকার সুখ-দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সমস্ত ফলের এবং তাহাদের সাধনের তারতম্য বিদ্যমান। মোক্ষরূপ ফল কিন্তু এই প্রকার তারতম্যযুক্ত নহে। মোক্ষ যে শরীরাভিমানরহিত এবং উক্ত ব্যক্তিকে যে প্রিয়াপ্রিয়রূপে সুখদুঃখ স্পর্শ করে না তাহা "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" এইরূপ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। উক্ত বাক্যে স্পষ্টরূপেই মুক্ত ব্যক্তির অশরীরত্ব বা শরীরাভিমানরাহিত্য এবং সুখদুঃখ স্পর্শ প্রতিষিদ্ধ হওয়ায় মোক্ষ উপাসনারূপ ধর্মের ফল হইতে পারে না। কারণ মোক্ষ যদি উপাসনারূপ ধর্মের ফল হইত, তাহা হইলে মোক্ষে সুখদুঃখ স্পর্শের প্রতিষেধ সঙ্গত হইত না। সমস্ত ধর্মাচরণের ফলে সুখস্পর্শ থাকে, মোক্ষ যদি উপাসনারূপ ধর্মাচরণের ফল হইত, তাহা হইলে মোক্ষেও সুখস্পর্শ থাকিত, শুধু তাহাই নহে, মোক্ষ যদি উপাসনারূপ ক্রিয়াসাধ্য হইত, তাহা হইলে উহা অনিত্যই হইত, মোক্ষ উপাসনা সাধ্য হইলে যে অনিত্য হইয়া যাইবে, ইহা প্রতিপাদন করিতে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন – "তদযদি কর্ত্তব্যশেষত্বেন উপদিশ্যেত, তেন চ কর্ত্তব্যেন সাধ্যঃ চেৎ মোক্ষঃ অভ্যুপগম্যেত, অনিত্যঃ এব স্যাৎ"[১৫] এইরূপে শ্রুতি এবং যুক্তির দ্বারা সমন্বয়াধিকরণে আচার্য শঙ্কর প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, মোক্ষ উপাসনারূপ ক্রিয়াসাধ্য নহে।

শাঙ্করভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায়ের আবৃত্তি পাদ নামক প্রথম পাদে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল আলোচিত হইয়াছে। তদধিগমাধিকরণে সূত্রকার বলিয়াছেন, "তদধিগম উত্তরপূর্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ"[১৬] সগুণ এবং নির্গুণব্রহ্মবিদের জায়মান পাপের সহিত অসম্বন্ধ এবং অতীত পাপের বিনাশ হয় অথবা হয় না এইরূপ সংশয়ের নিরসনের নিমিত্তই এইসূত্র আরব্ধ হইয়াছে। এইস্থলে পূর্বপক্ষী বলিয়া থাকেন, 'নাভূক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটি স্বতৈরপি' অর্থাৎ কর্মফল ভোগ না করিলে কোটিকল্পেও কর্মের ক্ষয় হয় না। সিদ্ধান্তী এইস্থলে বলিয়া থাকেন, যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে জ্ঞানের পূর্ববর্তীকালে ইহজন্মে বা জন্মান্তরে সঞ্চিত পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে এবং জ্ঞানের পরবর্তীকালে দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যাপারবশতঃ সঞ্চিয়মান পাপের সহিত অসংস্পর্শ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইবে যে কিরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সূত্রকার ইহা বলিয়াছেন?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার স্বয়ং বলিয়াছেন, 'তদ্ব্যপদেশাৎ' অর্থাৎ শ্রুতিতে ইহা কথিত হইয়াছে। উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "তদধিগমে ব্রহ্মাধিগমে সতি উত্তরপূর্বয়োঃ অঘয়োঃ অশ্লেষবিনাশৌ ভবতঃ, উত্তরস্য অশ্লেষ পূর্বস্য বিনাশঃ। কস্মাৎ? তদ্ব্যপদেশাৎ। তথাহি ব্রহ্মবিদ্যাপ্রক্রিয়ায়াং সম্ভাব্যমানসম্বন্ধস্য আগামিনঃ দুরিতস্য অনভিসম্বন্ধং বিদুষঃ ব্যপদিশতি – 'যথা পুষ্করপলাশে আপঃ নশ্লিষন্ত, এবম্ এবং বিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষতে'"[১৭] ইতি। উক্ত ভাষ্য সন্দর্ভের তাৎপর্য এই যে ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে সঞ্চিত বা পূর্ববর্তী পাপের বিনাশ হয় এবং পরবর্তী সঞ্চিয়মান পাপের সহিত অসংস্পর্শ হইয়া থাকে।

প্রশ্ন হইবে যে, কোন্ প্রমাণ বলে ইহা বলা হইয়াছে?

তাহার উত্তরে আচার্য শঙ্কর ছান্দোগ্য শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন - যথা "পুষ্করপলাশে আপঃ ন শ্লিষন্ত, এবম্ এবং বিদি পাপং কর্ম ন শ্লিষতে"[১৮] অর্থাৎ পদ্মপত্রে জল যেরূপ সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ যিনি ব্রহ্মকে জানেন তাহাতে পাপ কর্ম সংশ্লিষ্ট হয় না। অনন্তর ভাষ্যকার পূর্ববর্তী পাপ বা সঞ্চিত পাপ যে ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন, "তদ্ যথা ইষীকাতূলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হ অস্য সর্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে"[১৯] অর্থাৎ ইষীকার তূলা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে যেরূপ নিঃশেষে ভস্মীভূত হয় সেইরূপ যিনি ব্রহ্মকে জানেন নির্গুণব্রহ্মবিদের যে সকল পাপেরই ক্ষয় হয় তাহা প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তেচাস্য কর্মানি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে"[২০] অর্থাৎ কারণ এবং কার্যাত্মক পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে ব্রহ্মজ্ঞানী নির্গুণব্রহ্মবিদের অবিদ্যাবাসনারূপ হৃদয়গ্রন্থি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং কর্মসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই শ্রুতিতে কর্মের 'অশ্লেষ' বিষয়েরও উপলক্ষণরূপে বুঝিতে হইবে।

অর্থাৎ এই শ্রুতির দ্বারা অর্থতঃ ইহাও সূচিত হয় যে, নির্গুণব্রহ্মবিদের আগামী কর্মের সহিত অশ্লেষ হইয়া থাকে। অবশ্য নির্গুণব্রহ্মবিদেরও প্রারব্ধ কর্ম ফলপ্রদত্ত হইয়া থাকে। এই বিষয়ে মধুসূদন সরস্বতী *শ্রীমদ্ভগবতগীতায়* ষষ্ঠ অধ্যায়ে দ্বাত্রিংশতি শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। বর্তমান গবেষণানিবন্ধে শেষ অধ্যায়ে প্রথম অনুচ্ছেদে গুঢ়ার্থদীপিকা অবলম্বনে এইসকল বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করা হইবে।

অনন্তর চতুর্থ অধ্যায়েরই প্রথম পাদে অনারব্ধাধিকরণের পঞ্চদশ সূত্রে সূত্রকার বলিয়াছেন – "অনারব্ধ কার্যে এব তু পূর্বে তদবধেঃ"[২১] সূত্রকার বলিয়াছেন যে, প্রারব্ধ পুণ্য-পাপ অনারব্ধ কর্মের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। পূর্বপক্ষী বলিয়া থাকেন

যে, জ্ঞানোদয়ের পূর্বে যে সকল পুণ্য পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে সেইসকল পাপ পুণ্য দ্বিবিধ হইয়া থাকে, আরব্ধফল এবং অনারব্ধফল। ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের উদয় হইলে আরব্ধ কর্ম এবং অনারব্ধ কর্ম এই উভয় স্থলেই আত্মার অকর্তৃত্বের নিশ্চয় হইয়া থাকে। এই কারণে পূর্বপক্ষী বলিয়া থাকেন যে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে সঞ্চিত কর্মের ন্যায় প্রারব্ধ কর্মেরও বিনাশ হয়।

ইহার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তী বলিয়া থাকেন যে, দেহপাত না হওয়া পর্যন্ত বিদেহমুক্তি যে হয় না এই বিষয়ে শ্রুতি বিদ্যমান। শরীরপাতের পূর্বে যে সদাত্মভাবপ্রাপ্তি বা পরব্রহ্মে লীন হওয়া সম্ভব নহে, তাহা প্রতিপাদন করিতে আচার্য শঙ্কর ছান্দোগ্য শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন। "তস্য তাবদেব চিরম্ যাবৎ ন বিমোক্ষে অথ সম্পৎস্যে"[২২] অর্থাৎ সদাত্মভাবপ্রাপ্তিতে নির্গুণব্রহ্মবিদের ততকালই বিলম্ব হয়, যতকাল না পর্যন্ত তিনি শরীর হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

এই অধিকরণে আচার্য শঙ্কর প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষীর মত অনুসৃত হইলে জীবন্মুক্তি অনুপপন্ন হইয়া যায়। জীবন্মুক্তি অসম্ভব হইলে উপদেষ্টার অভাবে শাস্ত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। বর্তমান অধ্যায়ে অনারব্ধাধিকরণ অবলম্বনে প্রদর্শিত হইবে যে, নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান প্রারব্ধের নাশক হইতে পারে না।

অনন্তর প্রতিষেধাধিকরণে ভাষ্যকার প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, নির্গুব্রহ্মবিদের গতি এবং উৎক্রান্তি হয় না।

অনন্তর কার্যাধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, কার্যব্রহ্মোপাসনার দ্বারা উপাসক পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মলোকবাসিগণের ক্রমমুক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু ক্রমমুক্তি জীবন্মুক্তি নহে, অর্থাৎ উপাসনার দ্বারা জীবন্মুক্তি লাভ করা যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়ে ব্রহ্মপাদ নামক চতুর্থ পাদে মহর্ষি বাদরায়ণ এবং আচার্য শঙ্কর নির্গুণব্রহ্মবিদ যে সদ্যোমুক্তি লাভ করিয়া থাকেন সেই সদ্যোমুক্তির স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে সম্পদ্যাদিভাবাধিকরণে বলা হইয়াছে যে পূর্বসিদ্ধস্বস্বরূপে অবস্থানই সদ্যোমুক্তি। এই অধিকরণে একাধিক সূত্রে মুক্তির স্বরূপ বিচারিত হইয়াছে এবং নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার ফল বিচারিত হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে চতুর্থ পাদে প্রথম বিভাগে সম্পদ্যাদিভাবাধিকরণ, অবিভাগেণদৃষ্টত্বাধিকরণ এবং ব্রহ্মাধিকরণ এইসকল অধিকরণ অবলম্বনে বিস্তৃতরূপে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা জীবন্মুক্তি রূপ ফলের স্বরূপ কী তাহা প্রতিপাদিত হইবে। এই পাদেরই উত্তরভাগে সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফল কথিত হইয়াছে। সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফল জীবন্মুক্তি নহে। এই কারণে বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে চতুর্থ পাদের উত্তর ভাগের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উল্লেখমাত্র করা হইবে, গ্রন্থবাহুল্যভয়ে সগুণব্রহ্মবিদ্যার ফল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে না।

মহর্ষি বাদরায়ণ এবং আচার্য শঙ্কর *ব্রহ্মসূত্র* এবং *শাঙ্করভাষ্যের* চতুর্থ অধ্যায়ে 'ব্রহ্মপাদ' শীর্ষক চতুর্থ পাদে সম্পদ্যাবির্ভাবাধিকরণ শীর্ষক প্রথম অধিকরণে মোক্ষের স্বরূপ এবং মোক্ষ যে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার ফল, তাহা নিরূপন করিয়াছেন। এই অধিকরণের প্রথম সূত্র "সম্পদ্যাবির্ভাব স্বেন শব্দাৎ"[২৩] এই সূত্রে "এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেন রূপেন অভিনিষ্পদ্যতে' ইতি শ্রূয়তে। উক্ত শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে এই সম্প্রসাদ এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিকে লাভ করিয়া স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। উক্ত শ্রুতি বিষয়ে সংশয় হইয়া থাকে যে,

পুন্যকর্মের পুন্যকারিগণ যেরূপ স্বর্গাদি আগন্তুক সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সেইরূপ নির্গুণব্রহ্মবিদও কি কোনও বিশেষ শরীর বা বিশেষ ভোগাদিরূপ আগন্তুক বিশেষসুখপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন? অথবা কেবল আত্মমাত্ররূপে তিনি অবস্থান করেন? এইস্থলে সংশয়বাক্যের প্রথম কোটি পূর্বপক্ষীর অভিপ্রেত এবং দ্বিতীয় কোটি সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত। পূর্বপক্ষীগণ বলেন যে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার ফলেও বিশেষ শরীরাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু সিদ্ধান্তী বলিয়া থাকেন যে স্বয়ং জ্যোতিস্বরূপ আত্মাকে অনুভব করিয়া তিনি স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন।

প্রশ্ন হইবে যে সেই আত্মরূপেই যে বিদ্বান অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন এই বিষয়ে প্রমাণ কী?

এই প্রশ্নের উত্তর সূত্রকার বলিয়াছেন "স্বেণ শব্দাৎ" শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে যে "স্বেণ রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" শ্রুতিতে এইরূপ 'স্বেণ' পদের প্রয়োগের দ্বারাই প্রতিপাদিত হয় যে জীবন্মুক্ত নির্গুণব্রহ্মবিদ পুরুষ স্বস্বরূপেই অবস্থান করেন।

এই সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে এই সূত্রে যে সংশয়ের নিরসন করা হইয়াছে তাহা এই প্রকার - "তত্র সংশয়ঃ কিং দেবলোকাদুপভোগস্থানেষু ইব আগন্তুকেন কেনচিৎ বিশেষেণ অভিনিষ্পদ্যতে, আহোস্বিৎ আত্মমাত্রেণ ইতি?"[২৪] অর্থাৎ দেবলোকাদি উপভোগস্থানসমূহে যেরূপ ভোগের সাধন বিশেষপ্রকার দেহেন্দ্রিয়াদির উৎপত্তি হয় সেইরূপ নির্গুণব্রহ্মবিদ পুরুষের কি কোনও আগন্তুক ধর্মবিশেষের উৎপত্তি হইয়া থাকে? অথবা তিনি আত্মমাত্ররূপেই অভিব্যক্ত হন?

এইস্থলে পূর্বপক্ষী স্বীয় মত স্থাপনের নিমিত্ত অনুমান প্রয়োগ করেন -

মুক্তিরূপফলম্ আগন্তুকং,

ফলত্বাৎ

স্বর্গাদিবৎ।

উক্ত অনুমানের তাৎপর্য এই যে অন্য ভোগস্থানসমূহে যেরূপ হইয়া থাকে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার ফলেও সেইরূপ কোনও আগন্তুক - রূপেরই উৎপত্তি হইবে। যেহেতু মোক্ষ ফলরূপে প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত "এষঃ সম্প্রসাদ" শ্রুতিতে "অভিনিষ্পদ্যতে" এইরূপ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হইয়াছে। 'অভিনিষ্পত্তি' পদের অর্থ হইল যাহা পূর্বে ছিল না তাহার উৎপত্তি। এতদ্ব্যতীত পূর্বপক্ষী বলিয়া থাকেন যদি স্বরূপে অবস্থিতিতি 'অভিনিষ্পত্তি' হয় তাহা হইলে স্বস্বরূপে অবস্থিতি নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা উৎপন্ন হইবার পূর্বকালেও থাকায় মোক্ষ পূর্বকালেও তাহা অনুভূত হইত। স্বরূপের কদাপি নাশ হয় না। মোক্ষাবস্থা স্বরূপমাত্র হইলে উহা মোক্ষ পূর্বকালেও থাকিবে। ফলে মোক্ষ পূর্বকালেও উহা অনুভূত হয় ইহা বলিতে হইবে।

কিন্তু মোক্ষ পূর্বকালে সম্প্রসাদ অনুভূত হয় না। সুতরাং পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, পূর্বোক্ত অনুমান এবং উৎপত্তিবোধক 'অভিনিষ্পত্তি' পদের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে মুক্ত পুরুষ শরীরাদি বিশেষ অবস্থাযুক্তরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। পূর্বপক্ষীর এইরূপ যুক্তি উপন্যাস করিতে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন "স্থানান্তরেষু ইব আগন্তুকেন কেনচিৎ রূপেণ অভিনিষ্পত্তিঃ স্যাৎ। মোক্ষস্যাপি ফলত্বপ্রসিদ্ধেঃ। অভিনিষ্পদ্যতে ইতি চ উৎপত্তি পর্য্যায়ত্বাৎ। স্বরূপমাত্রেণ চেৎ অভিনিষ্পত্তিঃ পূর্ব্বাসু অপি অবস্থাসু স্বরূপানপায়াৎ বিভাব্যেত। তস্মাৎ বিশেষেণ কেনচিৎ অভিনিষ্পদ্যতে ইতি।"[২৫]

এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইলে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন - "এবং প্রাপ্তে, ব্রূমঃ - কেবলেন এব আত্মনা আবির্ভবতি, ন ধর্মান্তরেণ ইতি। কুতঃ? "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" ইতি স্বশব্দাৎ। অন্যথা হি স্বশব্দেন ইতি বিশেষনম্ অনবক৯প্তং স্যাৎ।"[২৬] আচার্য শঙ্করের তাৎপর্য এই যে সিদ্ধান্তীর মতে মোক্ষাবস্থায় জীব কেবল আত্মস্বরূপেই আর্বিভূত হইয়া থাকেন। আগন্তুক বিশেষধর্মবিশিষ্টরূপে তাঁহার আবির্ভাব হয় না।

ইহার বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে পূর্বোক্ত অনুমানের দ্বারা মোক্ষের আগন্তুকত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অন্যথা শ্রুতিতে প্রযুক্ত 'স্ব' শব্দ নিরর্থক হইয়া যাইত।

ইহাতে পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিতে পারেন যে 'স্ব' শব্দ আত্মীয় অথবা স্বসম্বন্ধী, এইরূপ অর্থেরও প্রকাশক হইতে পারে।

এইরূপ পূর্বপক্ষ উপস্থাপন পূর্বক খণ্ডন করিতে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে "ননু আত্মীয়াভিপ্রায়ঃ স্বশব্দঃ ভবিষ্যতি। ন, তস্য অবচনীয়ত্বাৎ। যেনৈব হি কেনচিৎ রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, তস্যৈব আত্মীয়ত্বোপপত্তেঃ 'স্বেন' ইতি বিশেষণম্ অনর্থকং স্যাৎ। আত্মবচনতায়াং তু অর্থবৎ। কেবলেন এব আত্মরূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে, ন আগন্তুকেন অপররূপেণ অপি ইতি।"[২৭]

আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে 'স্ব' শব্দের অর্থ স্বসম্বন্ধী হইতে পারে না। কারণ শ্রুতি সর্বদাই অজ্ঞাত অর্থের প্রকাশক হইয়া থাকে। শ্রুতির দ্বারা জ্ঞাত বিষয়ে অনুবাদ হইলে সেই শ্রুতির অপূর্বতাই থাকিবে না। প্রশ্ন হইবে যে 'স্ব' শব্দ স্বসম্বন্ধী এইরূপ অর্থের প্রকাশক হইলে শ্রুতির অজ্ঞাত জ্ঞাপকতা থাকিবে না কেন?

ইহার কারণ স্পষ্ট করিবার জন্যই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে আগন্তুক বা অনাগন্তুক যেকোনও ধর্মাবলম্বনে যদি তাহার উৎপত্তি হয়, সেই অবস্থা মুক্ত পুরুষের আত্মীয় বা স্বসম্বন্ধী অবস্থাই হইবে। সুতরাং কোনও উৎপন্ন অবস্থা বিষয়ে 'স্ব' শব্দের প্রয়োগ ব্যার্থই হইবে। কিন্তু 'স্ব' শব্দটি আত্মার বাচক হইলে ঐ পদটি অর্থবান হইবে এবং উহার তাৎপর্য হইবে যে মোক্ষাবস্থায় নির্গুণব্রহ্মবিদ সমস্ত উপাধিমুক্তরূপে শুদ্ধ আত্মস্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন, কোনও আগন্তুক দেহাদিবিশিষ্টরূপে তাঁহার প্রকাশ হয় না। 'স্ব' পদের এইরূপ তাৎপর্য স্বীকার করিলে 'স্ব' পদটি অর্থবান হইবে। পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করিবেন যে সমস্ত অবস্থাতেই আত্মার স্বরূপ যদি একই প্রকার হয় তাহা হইলে পূর্বাবস্থাসমূহের সহিত মুক্তাবস্থার পার্থক্য কী?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার জন্যই মহর্ষি বাদরায়ণ পরবর্তী দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন "মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ"[২৮] এই সূত্রে সূত্রকার বলিয়াছেন যে মুক্তির পূর্বে জাগ্রৎ স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থায় কলুষিত সংসারীর ন্যায় অবস্থান করিলেও মুক্ত অবস্থায় সংসারে সকল প্রকার কালুষ্য হইতে মুক্ত হইয়া নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে অবস্থান করেন। ইহাই পূর্বাবস্থাসমূহের সহিত মোক্ষাবস্থার পার্থক্য।

প্রশ্ন হইতে পারে যে কী প্রকারে ইহা অবগত হওয়া যাইতেছে?

ইহারই উত্তরে মহর্ষি বাদরায়ণ বলিয়াছেন "প্রতিজ্ঞানাৎ" সূত্রকারের তাৎপর্য এই যে ছান্দোগ্য শ্রুতির এই অষ্টম অধ্যায়ের প্রারম্ভে "যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা"।[২৯]

এইরূপে আরম্ভ করিয়া অনন্তর বলা হইয়াছে যে "এতং তু এব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি"[৩০] অর্থাৎ ছান্দোগ্য শ্রুতি এইস্থলে এই নিষ্পাপ আত্মাকে পুনরায় ব্যাখ্যা

করিয়া এইরূপে সকল অনর্থ হইতে বিনির্মুক্ত নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ আত্মাকে প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এইরূপে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ আত্মাই শ্রুতির দ্বারা প্রতিজ্ঞাত হওয়ায় সিদ্ধ হয় যে, মোক্ষাবস্থায় আত্মা নিরতিশয় আনন্দস্বরূপরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। ভাষ্যকারও এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে 'এষঃ সম্প্রসাদ' সূত্রে যে আত্মা প্রতিপাদিত হইয়াছেন তিনি পূর্বে অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি দশায় উক্ত অবস্থাএয়ের দ্বারা কলুষিতরূপে অভিব্যক্ত হইলেও নির্গুণব্রহ্মবিদ্যা উৎপত্তির অনন্তর সর্বপ্রকার কলুষ হইতে বির্নিমুক্ত হইয়া শুদ্ধ আত্মস্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। এই তাৎপর্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন - "যঃ অত্র অভিনিষ্পদ্যতে ইতি উক্তঃ, সঃ সর্ববন্ধবিনির্মুক্তঃ শুদ্ধেন এব আত্মনা অবতিষ্ঠতে। পূর্বত্র তু 'অন্ধঃ ভবতি' 'অপি রোদিতি ইব' 'বিনাশম্ এব অপীতঃ ভবতি' ইতি চ অবস্থাত্রয়কলুষিতেন আত্মানা ইতি অয়ং বিশেষঃ।"[৩১] এই ভাষ্য সন্দর্ভে ভাষ্যকার স্পষ্টতই বলিয়াছেন যে পূর্বপূর্ব অবস্থায় ইন্দ্রিয় বা চক্ষু অন্ধ হইলে জীব অন্ধের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া থাকেন। স্বপ্নাবস্থায় আহত হইয়া তিনি যেন ক্রন্দনও করিয়া থাকেন এবং সুষুপ্তিকালে তিনি যেন বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং মোক্ষের পূর্বকালে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি অবস্থায় তিনি বা আত্মা এইরূপ কলুষিতরূপে অবস্থান করিলেও মোক্ষাবস্থায় তিনি সকলপ্রকার কলুষমুক্তরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন। সূত্রের অন্তর্গত 'প্রতিজ্ঞানাৎ' পদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন - 'কথং পুনঃ অবগম্যতে মুক্তঃ অয়ম্ ইদানীং ভবতি ইতি? প্রতিজ্ঞানাৎ' ইতি আহ। তথাহি "এতং তু এব তে ভূয়ঃ অনুব্যাখ্যাস্যামি' ইতি অবস্থাত্রয় দোষবিহীনম্ আত্মানং ব্যাখ্যেয়ত্বেন প্রতিজ্ঞায়" 'অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ' ইতি চ উপন্যস্য "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে সঃ উত্তমঃ পুরুষঃ"[৩২] ইতি চ উপসংহরতি।

আচার্য শঙ্কর এই সন্দর্ভে বলিয়াছেন যে ছান্দোগ্য উপনিষদে নিষ্পাপ আত্মাই প্রতিজ্ঞাত হইয়াছেন এবং অনন্তর ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে যে যিনি অশরীরভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাকে সুখদুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। অনন্তর ছান্দোগ্য শ্রুতি বলিয়াছেন "স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে" অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হইলে তিনি স্বস্বরূপে অবস্থান করেন। এইরূপ উপক্রম উপসংহারের ঐক্যের দ্বারাই অবগত হওয়া যায় নির্গুণব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে অবস্থাত্রয়বির্নিমুক্ত আত্মা স্বস্বরূপে অভিব্যক্ত হইয়া থাকেন।

পূর্বপক্ষী বলিয়াছিলেন যে মোক্ষ ফল বলিয়া উহাও স্বর্গাদি ফলের ন্যায় আগন্তুক পদার্থ হইবে। সেইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর প্রদানের নিমিত্ত আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন "ফলত্বপ্রসিদ্ধিঃ অপি মোক্ষস্য বন্ধনিবৃত্তিমাত্রাপেক্ষা ন অপূর্বোপজননাপেক্ষা, যদপি 'অভিনিষ্পদ্যতে' ইতি উৎপত্তিপর্য্যায়ত্বং, তদপি পূর্বাবস্থাপেক্ষং, যথা রোগনিবৃত্তৌ অরোগঃ অভিনিষ্পদ্যতে ইতি তদ্বৎ। তস্মাৎ অদোষঃ"।[৩৩] এই সন্দর্ভের অভিপ্রায় এই যে মোক্ষের ফলরূপের প্রসিদ্ধিও অবিদ্যানিবৃত্তিকেই অপেক্ষা করে। পূর্বে অপ্রাপ্ত কোনও আগন্তুক বা অপূর্ব ধর্মের উৎপত্তিকে অপেক্ষা করে না। 'অভিনিষ্পদ্যতে' পদকে পূর্বপক্ষী যে উৎপত্তির পর্যায়শব্দ বলিয়াছেন তাহাও পূর্বাবস্থাসমূহকে অপেক্ষা করিয়াই বলা হইয়াছে। রোগনিবৃত্ত হইলে যে অরোগ অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহাকে যেরূপ গৌণ অর্থে ফল বলা হয় সেইরূপে বন্ধ নিবৃত্তিতেও 'ফল' পদের গৌণ প্রয়োগই হইয়া থাকে এবং উৎপত্তিবাচক অভিনিষ্পত্তি পদও গৌণার্থেই মোক্ষবিষয়ে প্রযুক্ত হইয়া থাকে, এইরূপেই মুক্তিতে কোনও আগন্তুক ধর্ম উৎপন্ন না হওয়া সত্ত্বেও বদ্ধাবস্থার সহিত মুক্তাবস্থার পার্থক্য উপপন্ন হইয়া থাকে।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিতে পারেন যে, 'এষঃ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিঃ উপসম্পদ্য স্বেনরূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে ইতি শ্রূয়তে' এই শ্রুতিতে

যে ‘জ্যোতিঃ’ পদের প্রয়োগ হইয়াছে সেই ‘জ্যোতিঃ’ পদ ভৌতিকজ্যোতিঃ অর্থে রূঢ় হওয়ায় অর্থাৎ ভৌতিকজ্যোতিঃ অর্থেই ‘জ্যোতিঃ’ পদের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ হওয়ায় ঐ পদের অর্থরূপে আত্মা কীরূপে সিদ্ধ হইবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বাদরায়ণ পরবর্তী সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। মহর্ষি এই অধিকরণের তৃতীয় সূত্রে বলিয়াছেন - “আত্মা প্রকরণাৎ”[৩৪] উক্ত সূত্রের তাৎপর্য বর্ণনা করিতে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে সূর্যজ্যোতি, চন্দ্রজ্যোতি প্রভৃতি ভৌতিক জ্যোতিঃসমূহই ‘জ্যোতিঃ’ পদের রূঢ়ার্থ্য। তাহা হইলে ভৌতিক জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ আদিত্য প্রভৃতি লোকে গমন করিলে মুক্ত হইবেন না কেন?

ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষী স্বয়ং বলিয়াছেন যে বিকারাত্মক বিষয়সমূহকে অতিক্রান্ত না হইলে মুক্তিলাভ সম্ভব হয় না। কারণ বিকারসমূহের বিনাশিত্বই প্রসিদ্ধ। সুতরাং জ্যোতিংপ্রাপ্ত পুরুষকে মুক্ত বলিবার কারণ কী?

এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন - “নৈষঃ দোষঃ, যতঃ আত্মা এব অত্র জ্যোতিঃশব্দেন আবেদ্যতে, প্রকরণাৎ। ‘যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ’ ইতি হি প্রকৃতে পরস্মিন্ আত্মনি ন অকস্মাৎ ভৌতিকং জ্যোতিঃ শক্যং গ্রহীতুম্ প্রকৃহানাপ্রকৃতপ্রক্রিয়াপ্রসঙ্গাৎ। জ্যোতিঃ শব্দঃ তু আত্মনি অপি দৃশ্যতে ‘তৎ দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ’ ইতি। প্রপঞ্চিতং চ এতৎ জ্যোতির্দর্শনাৎ”[৩৫] আচার্য শঙ্করের তাৎপর্য এই যে এইস্থলে প্রকরণ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে আত্মাই জ্যোতিঃ পদের অর্থ। প্রকরণ প্রমাণটি প্রদর্শন করিতে আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ‘যঃ আত্মা অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ”[৩৬] এইরূপে স্পষ্টতই যে আত্মা পাপবিমুক্ত জরাহীন এবং

মৃত্যুহীন তাহারই প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে। ফলতঃ প্রকরণের আরম্ভে আত্মাই প্রতিজ্ঞাত হওয়ায় প্রকরণের মধ্যবর্তী অংশে ভৌতিকজ্যোতিঃকে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। কারণ তাহা হইলে যাহা প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে তাহার পরিত্যাগ এবং যাহা প্রস্তাবিত হয় নাই তাহার গ্রহণরূপ দোষ হইবে।

পূর্বপক্ষী পুনরায় প্রশ্ন করিবেন যে "জ্যোতিঃ' পদের অর্থ আত্মা কীরূপে হইবেন? আত্মবিষয়ে 'জ্যোতিঃ' পদের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ নহে।

ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে শ্রুতিতে আত্মবিষয়ে 'জ্যোতিঃ' পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলা হইয়াছে - "তৎ দেবাঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"।[৩৭] সুতরাং শ্রুতিতে আত্মবিষয়ে 'জ্যোতিঃ' পদের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ হওয়ায় পূর্বোক্ত 'এষঃ সম্প্রসাদ' শ্রুতির অন্তর্গত 'জ্যোতিঃ' পদের অর্থ আত্মাই হইবেন। এইরূপে পূর্বপক্ষীর সকল আপত্তি নিরসন করিয়া মহর্ষি বাদরায়ণ এবং আচার্য শঙ্কর প্রতিপাদন করিলেন যে মোক্ষাবস্থায় কোনও আগন্তুক ধর্মের উৎপত্তি হয় না। আত্মার স্বস্বরূপে অবস্থিতিই মোক্ষ।

টীকাঃ

১) *ব্রহ্মসূত্র* ও *শাঙ্করভাষ্য*, ১/১/১,*বেদান্তদর্শনম্* (প্রথম অধ্যায়), স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (অনূ.), স্বামী চিদ্‌ঘনান্দ পুরী (সম্পা.), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃঃ ৬৫

২) *মুণ্ডক উপনিষদ্*, ৩/২/৯

৩) *বেদান্তদর্শনম্* (প্রথম অধ্যায়), স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (অনূ.), স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী (সম্পা.) উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃঃ ৬২

৪) *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*, ২/৪/৫

৫) *ব্রহ্মসূত্র* ও *শাঙ্করভাষ্য*, ১/১/৪,*বেদান্তদর্শনম্* (প্রথম অধ্যায়), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃঃ ১৩০

৬) *ছান্দোগ্য উপনিষদ্*, ৬/২/১

৭) *বেদান্তদর্শনম্* (প্রথম অধ্যায়), উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃঃ ১৪০

৮) মহর্ষি জৈমিনী, *মীমাংসা সূত্র*, ১/১/২৫

৯) *শাবরভাষ্য* ১/১/২

১০) *বেদান্তদর্শনম্* (প্রথম অধ্যায়), উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃঃ ১৪৮

১১) *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*, ১/৪/৭

১২) তদেব, ১/৪/১৫

১৩) *বেদান্তদর্শনম্* (প্রথম অধ্যায়), উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃঃ ১৫২

১৪) *ছান্দোগ্য উপনিষদ্*, ৮/১২/১

১৫) *বেদান্তদর্শনম্* (প্রথম অধ্যায়), উদ্বোধন কার্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮০, পৃঃ ১৫৮

১৬) *বেদান্তদর্শনম্* (চতুর্থ অধ্যায়) স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (অনূ.), স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী (সম্পা.), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৫, পৃঃ ৭৭

১৭) তদেব, পৃঃ ৭৯-৮০

১৮) *ছান্দোগ্য উপনিষদ্*, ৪/১৪/৩

১৯) তদেব, ৫/২৪/৩

২০) *মুণ্ডক উপনিষদ্*, ২/২/৮

২১) *ব্রহ্মসূত্র* ও *শাঙ্করভাষ্য,* ৪/১/১৫, *বেদান্তদর্শনম্* (চতুর্থ অধ্যায়) স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (অনূ.), স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী (সম্পা.), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৫, পৃঃ ৯৬

২২) *ছান্দোগ্য উপনিষদ্* ৬/১৪/২

২৩) *ব্রহ্মসূত্র* ও *শাঙ্করভাষ্য,* ৪/১/১, *বেদান্তদর্শনম্* (চতুর্থ অধ্যায়) স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (অনু.), স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী (সম্পা.), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৫, পৃঃ ২৯৮

২৪) তদেব, পৃঃ ২৯৮

২৫) তদেব, পৃঃ ২৯৮-২৯৯

২৬) তদেব, পৃঃ ২৯৯

২৭) তদেব, পৃঃ ২৯৯-৩০০

২৮) তদেব, পৃঃ ৩০০

২৯) *ছান্দোগ্য উপনিষদ্,* ৮/৭/১

৩০) তদেব, ৮/৯/৩

৩১) *বেদান্তদর্শনম্* (চতুর্থ অধ্যায়) স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (অনূ.), স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী (সম্পা.), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৫, পৃঃ ৩০০-৩০১

৩২) তদেব, পৃঃ ৩০১

৩৩) তদেব, পৃঃ ৩০২

৩৪) তদেব, পৃঃ ৩০২

৩৫) তদেব, পৃঃ ৩০২-৩০৩

৩৬) *ছান্দোগ্য উপনিষদ্,* ৮/৭/১

৩৭) *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্,* ৪/৪/১৬

তৃতীয় অধ্যায়

বিবরণ অনুসারে মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব নিরূপণ

বিবরণ অনুসারে 'মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব নিরূপণ' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে প্রকাশাত্মযতি বিরচিত *পঞ্চপাদিকাবিবরণ* অনুসারে মোক্ষের স্বরূপের আলোচনা করা হইয়াছে এবং মোক্ষরূপ অদ্বৈতবেদান্তের প্রয়োজন যে চরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারাই উৎপন্ন হয় তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। *বিবরণাচার্য* মঙ্গলাচরণের অনন্তর গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে "তত্র অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ইতি সূত্রে অনুবাদপরিহারায় শাস্ত্রে পুরুষপ্রবৃত্তিসিদ্ধয়ে চ 'কর্তব্যা' ইতি পদমধ্যাহর্তব্যম্। তত্র জিজ্ঞাসাপদেন অন্তর্ণীতং বিচারমুপলক্ষ্য অনুষ্ঠানযোগ্যতয়া সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নস্য ব্রহ্মজ্ঞানায় বিচারঃ কর্তব্যঃ ইতি সূত্রবাক্যস্য শ্রৌতোহর্থঃ অর্থাৎ অধিকারিবিশেষণমোক্ষসাধনং ব্রহ্মজ্ঞানমিতি সিধ্যতি, সন্নিধানাচ্চ বেদান্তবাক্যবিচারঃ ইতি শ্রুত্যর্থাভ্যাং সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নস্য মোক্ষসাধনব্রহ্মজ্ঞানায় বেদান্তবাক্যবিচারঃ কর্ত্যব্য ইতি সূত্রবাক্যস্য তাৎপর্যেণ প্রতিপাদ্যোহর্থোহবগতঃ।"[১] অর্থাৎ এইস্থলে *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন যে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই সূত্রে কোনও ক্রিয়াপদ না থাকায় আপত্তি হইতে পারে যে 'সপ্তদীপাবসুমতী' এইরূপ বাক্য যেমন অন্য প্রমাণের দ্বারা গৃহীত বিষয়ের অনুবাদমাত্র করিয়া থাকে সেইরূপ 'অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই সূত্র অনুবাদমাত্র। এইরূপ আপত্তি নিরসনের নিমিত্ত *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন যে 'অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রে অনুবাদত্ব পরিহারের নিমিত্ত এবং ব্রহ্মবিচারাত্মক বেদান্তশাস্ত্রে পুরুষের প্রবৃত্তিসিদ্ধির নিমিত্ত 'কর্তব্যা' পদ অধ্যাহার করিতে হইবে।

পুনরায় আপত্তি হইবে যে‘কর্তব্যা’ পদ অধ্যাহৃত হইলেও ‘জিজ্ঞাসা’ পদের সহিত ‘কর্তব্যা’ পদের কোনো সম্বন্ধ উপপন্ন হয় না। কারণ জিজ্ঞাসা পদের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ জ্ঞানের ইচ্ছা, কিন্তু জ্ঞান বা ইচ্ছা কোনওটি কর্তব্য বা বিহিত হইতে পারে না। কারণ জ্ঞান পুরুষতন্ত্র নহে। যেকোন জ্ঞানেরই সামগ্রী উপস্থিত হইলে জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই কারণে জ্ঞান বস্তুতন্ত্র, যাহা কোনও প্রেক্ষাবান ব্যক্তি করিতে পারে, না করিতে পারে অথবা অন্যকোনও প্রকারে করিতে পারে তাহাই কর্তব্য বা বিধির বিষয় হয়। জ্ঞান এবং ইচ্ছা কোনোটির সম্বন্ধে উহা করা যাইতে পারে, না করা যাইতে পারে বা অন্য প্রকারে করা যাইতে পারে ইহা বলা যায় না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জ্ঞান বস্তুতন্ত্র, জ্ঞানের উৎপত্তি বা অনুৎপত্তি জ্ঞাতার ইচ্ছা, অনিচ্ছার অধীন নয়। ইচ্ছা অন্তঃকরণে স্বতঃই উদিত হইয়া থাকে। ইচ্ছাও রাগতঃ প্রাপ্ত হওয়ার বিধির বিষয় হয় না। যে জ্ঞান এইস্থলে ইষ্যমাণ সেই জ্ঞান বিচারসাধ্য হওয়ায় ইচ্ছা এবং জ্ঞানের মধ্যে সন্দংশ ন্যায়ে বিচার পতিত হওয়ায় এইস্থলে বিচারই ‘জিজ্ঞাসা’ পদের অর্থ। সেই বিচারই এইস্থলে কর্তব্যরূপে সেই বিচার অনুষ্ঠানযোগ্য হওয়ায় সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন অধিকারীর পক্ষে জ্ঞানের নিমিত্ত ব্রহ্মবিচার কর্তব্য, ইহাই প্রথম ব্রহ্মসূত্রের শ্রৌতার্থ বা যথাশ্রুতার্থ। অর্থতঃ এই সূত্রের দ্বারা অন্য অর্থ সিদ্ধ হয়, সেই অর্থ এই সূত্রের আর্থিকার্থ। অর্থতঃ উক্ত সূত্রের দ্বারা যে অর্থ সিদ্ধ হয় তাহা এই প্রকার : সাধনচতুষ্টয়ের মধ্যে শেষ সাধন মুমুক্ষুত্ব। মোক্ষার্থী পুরুষ ব্রহ্মবিচার করিবেন, এই প্রকার শ্রৌত অর্থের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, ব্রহ্মজ্ঞান মোক্ষের সাধন এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত বেদান্তবাক্য বিচার কর্তব্য। ব্রহ্মজ্ঞান যদি মোক্ষের সাধন না হইত তাহা হইলে মোক্ষার্থী ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত বেদান্তশাস্ত্র বিচারে প্রবৃত্তই হইতেন না। সুতরাং প্রথম

ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা অর্থতঃ ব্রহ্মরূপ শাস্ত্রের একমাত্র বিষয় এবং মোক্ষরূপ শাস্ত্রের প্রয়োজন এই উভয়ই সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং বিষয় এবং প্রয়োজন প্রতিপাদনও সূত্রের আর্থিকার্থ।

আচার্য শঙ্কর 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' সূত্রের উপক্রমণিকারূপে যে অধ্যাসভাষ্য রচনা করিয়াছেন সেই অধ্যাসভাষ্যের শেষে বলিয়াছেন "অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তাঃ আরভ্যন্তে।" অধ্যাসভাষ্যের এই অংশ পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। *বিবরণাচার্য* উক্ত ভাষ্যাংশের সন্দর্ভ বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বিবরণাচার্যের মতে "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ" এই অংশ হইতে "অহম্ ইদম্" "মম ইদম্" ইতি নৈসর্গিকঃ অয়ং লোকব্যবহারঃ' ইত্যাদি ভাষ্য "অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তাঃ আরভ্যন্তে।" এই ভাষ্যে পর্যবসিত হয় এবং এই উভয় ভাষ্যই শাস্ত্রের বিষয় এবং প্রয়োজন উভয়ই প্রতিপাদন করে।

প্রশ্ন হইতে পারে, কীরূপে উক্ত ভাষ্যদ্বয় বিষয়, প্রয়োজন প্রতিপাদন করে?

এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তাহার উত্তর প্রদানের নিমিত্ত *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন, "ননু কথং ভাষ্যদ্বয়মেব বিষয়প্রয়োজনে প্রতিপাদয়তি? শাস্ত্রারম্ভনিমিত্তবিষয়প্রয়োজনসিদ্ধিহেতোঃ অধ্যাসস্য উপস্থাপকত্বাৎ ইতি ব্রূমঃ। হেতুবচনং হি প্রতিজ্ঞাতার্থমেব সাধয়তি।"[২] *বিবরণাচার্যের* তাৎপর্য এই, শাস্ত্রারম্ভের নিমিত্ত শাস্ত্রের বিষয় এবং প্রয়োজন প্রতিপাদন আবশ্যক। কারণ বিষয় এবং প্রয়োজনের জ্ঞান না থাকিলে অধিকারী ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠে প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। অধ্যাস বিষয়, প্রয়োজন

সিদ্ধির হেতুস্বরূপ। অধ্যাসভাষ্যে এই অধ্যাস উপস্থাপনের দ্বারা বিষয় এবং প্রয়োজন সিদ্ধির হেতুই প্রতিপাদিত হইয়াছে। *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন যে, এইরূপ হেতুবচন প্রতিজ্ঞাত অর্থেরই সিদ্ধি করিয়া থাকে। তাৎপর্যদীপিকাকার উক্ত *বিবরণসন্দর্ভের* ব্যাখ্যার নিমিত্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত উভয় ভাষ্যই বিষয় প্রয়োজন প্রতিপাদন করে ইহা বলিবার কারণ কী?

'অস্য অনর্থোহেতোঃ প্রহাণায়' ইত্যাদি ভাষ্য কণ্ঠতঃই বিষয় ও প্রয়োজন প্রতিপাদন করে, "যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োঃ' ইত্যাদি হইতে "নৈসর্গিকঃ অয়ং লোকব্যবহারঃ" ইত্যন্ত ভাষ্য অধ্যাসই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। তাহা হইলে *বিবরণাচার্য* কী কারণে বলিয়াছেন যে "নৈসর্গিকঃ অয়ং লোকব্যবহারঃ" ইত্যন্ত ভাষ্যও ব্রহ্মরূপ বিষয় এবং মোক্ষরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করে? *বিবরণের* পূর্বোক্ত সন্দর্ভে এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। নৈসর্গিক 'অয়ং লোকব্যবহার' ইত্যন্ত ভাষ্য যে অধ্যাসের প্রতিপাদক ইহাতে কোনও সংশয়ের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অধ্যাসসিদ্ধ না হইলে বিষয় ও প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। এইজন্য অধ্যাসরূপ হেতু উপস্থাপনার দ্বারা উক্ত ভাষ্যাংশ বিষয়, প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া থাকে। ভাষ্যের কোন্ অংশে মোক্ষই যে এই শাস্ত্রের প্রয়োজন ইহা সাধিত হইয়াছে তাহা *বিবরণাচার্য* স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিলেন। *বিবরণের* এই অংশ পর্যালোচনা না করিলে পূর্বোক্ত উভয় ভাষ্যাংশই যে মোক্ষরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে তাহা অবগত হওয়া যায় না। শাঙ্করভাষ্যের কোন্ অংশে মোক্ষরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে এবং মোক্ষের সাধনরূপে ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা *বিবরণাচার্য* স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। *বিবরণ* ব্যতিরেকে ভাষ্যের প্রকৃত তাৎপর্য উৎঘাটন সম্ভব নহে বলিয়াই আমরা *বিবরণের* এই অংশ আলোচনা করিলাম।

প্রথম বর্ণকের শেষ অংশে *বিবরণাচার্য* "অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তাঃ আরভ্যন্তে।"এইরূপ প্রয়োজন ভাষ্যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্বপক্ষিগণ এই প্রকার প্রয়োজন ভাষ্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করিয়া থাকেন যে, অনর্থহেতু যে অধ্যাস অর্থাৎ আত্মাতে অবিদ্যা এবং তৎকার্যসমূহরূপ অনর্থের হেতু অনাদি হওয়ায় তাহার নিবৃত্তি সম্ভব নহে।

পূর্বপক্ষিগণ এই প্রকার আশঙ্কা উত্থাপন করিলে পূর্বপক্ষীর বিরুদ্ধে প্রশ্ন হইবে যে, অনর্থের হেতু অনাদি হওয়ায় তাহার নিবৃত্তি সম্ভব নহে, এইরূপ আপত্তি কি লৌকিক শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ উত্থাপন করিয়াছেন? অথবা শাস্ত্রাভিজ্ঞ পরীক্ষক ব্যক্তিগণ উত্থাপন করিয়াছেন? *বিবরণাচার্য* প্রদর্শন করিয়াছেন যে, এই উভয় বিকল্পের কোনওটিই গ্রহণযোগ্য নহে। লোকব্যবহারে যে অনাদি প্রাগভাবের নিবৃত্তি স্বীকার করা হয় ইহা প্রদর্শন করিতে *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন 'লোকে তাবদনাদেঃ প্রাগভাবঃ নিবর্ত্ততে' অনন্তর *বিবরণাচার্য* শাস্ত্রাভিজ্ঞ পরীক্ষক ব্যক্তিগণ যে অনাদি পদার্থের নিবৃত্তি স্বীকার করেন তাহা প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে বৌদ্ধ সম্প্রদায় তত্ত্বপরিভাবনা প্রকর্ষের দ্বারা অনাদি বাসনার সংস্কারের নিবৃত্তি স্বীকার করেন। অনাদি বাসনা সংস্কারেরনিবৃত্তি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতে কীরূপে হয় তাহা এইস্থলে সিদ্ধান্তীর বিচার্য বিষয় নহে। *বিবরণাচার্য* কেবল ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে অনাদি বাসনা সংস্কারের নিবৃত্তি অন্যান্য দর্শনেও স্বীকৃত হইয়াছে। নৈয়ায়িক, বৈশেষিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন যে অনাদি মিথ্যা জ্ঞানপ্রবাহের নিবৃত্তি হয়। পরমাণুতে পাকজ গুণের উৎপত্তিস্থলে অনাদি কাল হইতে ক্ষিতি পরমাণুতে বিদ্যমান শ্যামরূপের ধ্বংস পূর্বক পাকজ রূপের উৎপত্তি হয়। সাংখ্য সম্প্রদায়ও প্রকৃতি এবং পুরুষের মধ্যে বিবেকজ্ঞানের দ্বারা অনাদি অবিবেকের নিবৃত্তি

স্বীকার করেন। মীমাংসাসম্প্রদায়ও ধর্মতত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞানপ্রাগভাবের নিবৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন।

পূর্বপক্ষী অনন্তর সিদ্ধান্তীর বিরুদ্ধে অনুমান প্রয়োগ করিতে পারেন যে, 'বিমতম্ অজ্ঞানম্ ন নিবর্ততে' অনাদিত্বেসতি ভাবরূপত্বাৎ আত্মবৎ'। পূর্বপক্ষীর তাৎপর্য এই যে, অনাদি প্রাগভাবের নিবৃত্তি লোকব্যবহারে এবং ন্যায়াদি সম্প্রদায়ের মতে স্বীকৃত হইলেও অনাদি ভাব পদার্থের নিবৃত্তি দৃষ্ট হয় না। যথা আত্মা।

এইরূপ পূর্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে *পঞ্চপাদিকা*কারকে অনুসরণ করিয়া *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন "ন হি সাদিত্বম্নাদিত্বং বা বিনাশাবিনাশয়োঃ নিমিত্তম্ কিন্তু বিরোধিসন্নিপাতাসন্নিপাতৌ ইতি পরিহরতি।"[৩]অর্থাৎ সাদিত্ব এবং অনাদিত্বের দ্বারা বিনাশিত্ব এবং অবিনাশিত্ব নিরূপিত হয় না। অন্যভাবে বলা যাইতে পারে যে, *পঞ্চপাদিকা*কার এবং *বিবরণাচার্যের* মতে বিরোধিসন্নিপাত এবং অসন্নিপাতই বিনাশিত্ব এবং অবিনাশিত্বের নিমিত্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ অজ্ঞানের বিরোধী উপস্থিত হইলে অনাদিভাবরূপ অজ্ঞানও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অজ্ঞান আত্মার ন্যায় অনাদি ভাবরূপ পদার্থ হওয়ায় তাহার নিবৃত্তি সম্ভব নহে এবং অনর্থহেতু অজ্ঞানের নিবৃত্তি না হইলে মোক্ষরূপ প্রয়োজনও সিদ্ধ হইবে না, এইরূপ আপত্তির উত্তরে *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন, "অনাদিভাবরূপং আত্মবৎ ন নিবর্ততে ইতি চেৎ ন অনির্বচনীয়ত্বাদজ্ঞানস্য। অনাদির্ন নিবর্তত ইতি সামান্যব্যাপ্তিঃ। জ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তিরিতি তু বিশেষব্যপ্তিঃ অতঃ সৈব বলবতী।"[৪] *বিবরণাচার্যের* তাৎপর্য এই যে, অনাদিভাবরূপ পদার্থের নিবৃত্তি হয় না, ইহা সামান্যব্যাপ্তি কিন্তু জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক ইহা বিশেষব্যপ্তি। সামান্য নিয়ম অপেক্ষা সর্বদা বিশেষ নিয়ম বলবান হইয়া থাকে, ইহা মীমাংসক সম্প্রদায় সাবকাশ-নিরবকাশ ন্যায়

প্রয়োগ পূর্বক সিদ্ধ করিয়া থাকেন। সামান্য নিয়মের প্রয়োগস্থল অধিক হওয়ায় তাহা সর্বদাই সাবকাশ হয়। অপরপক্ষে বিশেষ নিয়মের প্রয়োগস্থল অল্প হওয়ায় বিশেষ নিয়ম নিরবকাশ হইয়া থাকে। সাবকাশ এবং নিরবকাশের মধ্যে বিরোধ হইলে যদি সাবকাশকে বলবান বলা হয়, তাহা হইলে নিরবকাশ নিয়মের কোনও প্রয়োগ স্থল না থাকায় নিরবকাশ নিয়ম অপ্রমাণ হইয়া যাইবে। কিন্তু কোনও শাস্ত্রেরই অন্তর্গত একটি নিয়ম অপ্রমাণ হইলে সমগ্র শাস্ত্রেরই অপ্রামাণ্যশঙ্কা উপস্থিত হয়। এই কারণেই সাবকাশ এবং নিরবকাশের মধ্যে বিরোধ হইলে নিরবকাশই বলবান হইয়া থাকে। আলোচ্য স্থলেও সামান্য নিয়ম অপেক্ষা বিশেষ নিয়মই বলবতী হইবে। এইস্থলে তাৎপর্যদীপিকাকার বিশেষ ব্যাপ্তির বলবত্তার অন্য একটি হেতুও প্রদর্শন করিয়াছেন। সামান্যব্যাপ্তিমূলক অনুমান অপেক্ষা বিশেষব্যাপ্তিমূলক অনুমান অবিলম্বে প্রতিপত্তির হেতু হওয়ায় বিশেষব্যাপ্তিমূলক অনুমান সর্বদাই সামান্যব্যপ্তিমূলক অনুমান অপেক্ষা বলবতী হইয়া থাকে। পূর্বপক্ষী অজ্ঞান অনাদি ভাব পদার্থ বলিয়া অজ্ঞানের অনিবৃত্তির আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। এইরূপ পূর্বপক্ষ খণ্ডনের নিমিত্ত *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন যে, অজ্ঞান যেরূপ অভাববিলক্ষণ, সেইরূপ উহা ভাববিলক্ষণ বা সৎবিলক্ষণও বটে। অজ্ঞানকে যে ভাবরূপে বা অভাবরূপে কোনওপ্রকারেই নির্বাচন করা যায় না, তাহা *পঞ্চপাদিকা*কারকে অনুসরণ করিয়া *বিবরণাচার্য* পূর্বেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইরূপে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা যে অনর্থহেতু অজ্ঞানের নিবৃত্তি সম্ভব তাহা সিদ্ধ করিয়া *বিবরণাচার্য* প্রতিপাদন করিলেন যে, অনর্থহেতু নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ অসম্ভব নহে। *পঞ্চপাদিকার* অন্তর্গত 'অবিদ্যাশক্তি' ইত্যাদি সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় *পঞ্চপাদিকা* বলিয়াছেন "তত্র প্রথমন্তাবৎ অধ্যাসপ্রবাহ জন্মনা উপাদানকারণরূপেণ নৈসর্গিকত্বং কার্যব্যক্তিরূপেণ নৈমিত্তিকত্বং ইতি অবিরোধং দর্শয়িতুং আত্মনি ভাবরূপমজ্ঞানং সাধয়তি – অবশ্যমেষা অবিদ্যাশক্তি ইতি 'অবশ্যম্ ইতি 'এষা'

ইতি চ প্রমাণদ্বয়বত্তামাহ। প্রত্যক্ষং তাবৎ অহমজ্ঞসামামন্যং চ ন জানামি ইত্যপরোক্ষাবভাসদর্শনাৎ। ননু জ্ঞানাভাববিষয়ঃ অয়মবভাসঃ? ন অপরোক্ষাবভাসত্বাৎ 'অহং সুখী' ইতিবৎ। অভাবস্য চ ষষ্ঠপ্রমাণগোচরত্বাৎ প্রত্যক্ষাভাববাদিনোপি ন আত্মনি জানাভাবাবগমঃ সম্ভবতি 'ময়িজ্ঞানম্নাস্তি' ইতি প্রতিপত্তৌ আত্মনি ধর্মিণি প্রতিযোগিনি চ অর্থে অবগতে তত্র জ্ঞানসদ্ভাবাৎ জ্ঞানাভাবপ্রতিপত্ত্য-প্রতীত্যযোগাৎ।অনবগতেঅপি ধর্ম্যাদৌ সুতরাং অভাবানবগমাৎ। ষষ্ঠপ্রমাণগোচরে ফললিঙ্গাভাবানুমেয়েহপি জ্ঞানাভাবে আত্মাদৌ অবগতে অনবগতেহপি আত্মনি জ্ঞানাভাবপ্রতিপত্যযোগাৎ।"[৫] এই সন্দর্ভে *বিবরণাচার্য* প্রতিপাদন করিলেন যে,'ময়ি জ্ঞানম্ নাস্তি' এইরূপ সাক্ষিপ্রত্যক্ষের দ্বারাই অভাব বিলক্ষণরূপে অজ্ঞানের সিদ্ধি হয়। জ্ঞানপ্রাগভাবকে উক্ত প্রতীতিদ্বয়ের বিষয় বলা হইলে যে ব্যাহতি অনিবার্য তাহা স্পষ্টরূপে *বিবরণাচার্য* এই সন্দর্ভে বলিয়াছেন। অজ্ঞান ভাব বিলক্ষণ বলিয়া জ্ঞান প্রাগভাবের ন্যায় স্ববিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা উহার নিবৃত্তি হইবে না কেন?

বিবরণাচার্য পূর্বপক্ষীকে এই প্রকার প্রতিপ্রশ্ন করিয়াছেন।

ভাষ্যকার বেদান্তের প্রয়োজন নির্দেশ করিতে বলিয়াছিলেন "অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তাঃ আরভ্যন্তে।" ভাষ্যের এই সন্দর্ভে অনর্থহেতু প্রহাণরূপ প্রয়োজন নির্দেশের অনন্তর আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তিতেও শাস্ত্রের প্রয়োজনরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে।

ইহাতে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতে পারেন যে অনর্থহেতু অবিদ্যার নিবৃত্তি যদি শাস্ত্রের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে পুনরায় ভাষ্যকার 'আত্মৈকত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে' এই পদের দ্বারা নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিরূপ প্রয়োজনের সূচনা করিয়াছেন কেন?

এইরূপ আপত্তির উত্তর প্রদান করিতে *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন, ''ননু নানর্থনিবৃত্তিঃ শাস্ত্রস্য প্রয়োজনম্ কিং তু নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দাব্যাপ্তিরিতি পুনঃ প্রয়োজনভাষ্যমাক্ষিপতি ননু নিরতিশয়ানন্দং ব্রহ্ম শ্রূয়তঃইতি।''[৬]

বিবরণাচার্যের তাৎপর্য এই যে অনর্থনিবৃত্তি ব্রহ্মানন্দের অভিব্যক্তি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে, এইস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সিদ্ধান্তী ভাব পদার্থ হইতে অতিরিক্ত অভাব পদার্থ স্বীকার করেন না। এই কারণে অদ্বৈত মতে প্রাগভাবকে উপাদান স্বরূপ, ধ্বংসাভাবকে শেষস্বরূপ, অত্যন্তাভাবকে অধিকরণস্বরূপ এবং অন্যোন্যাভাবকে অনুযোগিস্বরূপ বা প্রতিযোগিস্বরূপ বলিয়া থাকেন।

অবিদ্যা শুদ্ধ ব্রহ্মচৈতন্যে অনাদিকাল হইতে অধ্যস্ত রহিয়াছে, ঐরূপ অবিদ্যার ধ্বংস বস্তুতঃপক্ষে ব্রহ্মানন্দের অভিব্যক্তিস্বরূপ। নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দের অভিব্যক্তি হইতে অতিরিক্ত অবিদ্যার ধ্বংসরূপ কোনও অভাব পদার্থ সিদ্ধান্তী স্বীকার করেন না। অবিদ্যার নিবৃত্তি নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তির স্বরূপ হওয়ায় অবিদ্যানিবৃত্তিও পুরুষার্থেরই অন্তর্গত। বস্তুতঃপক্ষে *বিবরণাচার্য* এইস্থলে 'অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে,' এইরূপ ভাষ্যসন্দর্ভে গূঢ় অভিপ্রায় উৎঘাটন করিয়াছেন। অনর্থ বা দুঃখনিবৃত্তি স্বতঃ প্রয়োজন হইতে পারে না। এইরূপ আক্ষেপের সমাধানের নিমিত্তই অনর্থনিবৃত্তি রূপ প্রয়োজন উল্লেখের অনন্তর অত্মৈকত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তিরূপ প্রয়োজনের উল্লেখ দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি যে নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিরূপ পুরুষার্থেরই অন্তর্ভুক্ত এবং পুরুষার্থ হইতে

অতিরিক্ত না হওয়ায় মোক্ষরূপ পরমপুরুষার্থের অন্তর্ভুক্ত,ইহার সূচনা করিতেই প্রথমে প্রয়োজনরূপে অনর্থনিবৃত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। অনন্তর উহা যে ব্রহ্মচৈতন্য হইতে অতিরিক্ত নহে তাহার সূচনা করিবার জন্য আত্মৈকত্ত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে।

*বিবরণে*র নবম তথা অন্তিম বর্ণকে *বিবরণাচার্য* প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মোক্ষ উপাসনারূপ কর্মসাধ্য নহে। ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকার হইতে অনর্থহেতুর নিবৃত্তি হয় এবং নিরতিশয় ব্রহ্মানন্দের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। মোক্ষ যদি উপাসনাসাধ্য হয়, তাহা হইলে ধর্মবিচারাত্মক পূর্বমীমাংসা শাস্ত্রের ফল হইতে ব্রহ্মাবিচারাত্মক উত্তর মীমাংসার ফলের কোনও প্রকার বৈলক্ষণ্য থাকিবে না।

ইহাতে পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে বস্তুতঃপক্ষে পূর্বমীমাংসার ফল এবং উত্তরমীমাংসার ফলের মধ্যে বৈলক্ষণ্য নাই। কারণ মোক্ষ উপাসনাসাধ্য হওয়ায় যাগাদি কর্মের ফল স্বর্গের ন্যায় কর্মজন্য।

এইরূপ পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিতে *পঞ্চপাদিকা*কারকে অনুসরণ করিয়া *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন ‘‘ননু নাস্তি ফলবৈলক্ষণ্যম্ মোক্ষস্যাপি উপাসনাসাধ্যতয়া কর্মজন্যত্বাৎ, ততশ্চ উপচয়াপচয়শরীরেন্দ্রিয়াদিমত্তাপি স্যাৎ, ইত্যত আহ – শ্রুতিতো ন্যায়তশ্চেতি ‘ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি’ ‘বিদ্যয়াহমৃতমশ্নুতে’ ‘ব্রহ্মসংস্থোহমৃতত্বমেতি’, ‘অথায়মশরীরোহমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব’ ইত্যাদি শ্রুতিতো ব্রহ্মাত্মতাহশরীরতাহমৃতত্ব লক্ষণো মোক্ষো দর্শিতঃ।’’[৭]

বিবরণাচার্য *পঞ্চপাদিকা*কারকে অনুসরণ করিয়া এইস্থলে বলিয়াছেন যে পূর্বমীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসার মধ্যে ফলবৈলক্ষণ্য অবশ্য স্বীকার্য। কারণ মোক্ষ যদি

উপাসনারূপ কর্মসাধ্য হইত তাহা হইলে সমস্ত কর্ম ফলের ন্যায় মোক্ষেরও উপচয়-অপচয় বা হ্রাস বৃদ্ধি এবং ক্ষয় থাকিত, কর্মের ফল ভোগ করিতে হইলে শরীর আবশ্যক, যেহেতু দেহই ভোগের আয়তন। কর্মফল ভোগের জন্য কেবল শরীর আবশ্যক নহে, শরীরের সহিত আত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাসও আবশ্যক, কিন্তু *বিবরণাচার্য* নবম বর্ণকে শ্রুতির দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন যে, মোক্ষের কোনওপ্রকার নাশ হয় না এবং মোক্ষ ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম অশরীর, মোক্ষের যে নাশ হয় না ইহা সিদ্ধ করিতে *বিবরণাচার্য* বিদ্যয়াহমৃতমশ্নুতে ব্রহ্মসংস্থঅমৃতত্বমেতি অথায়মশরীরোহমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব' প্রভৃতি শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন। ব্রহ্মচৈতন্য বিষয়ে শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন "অশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ।"[৮] "ন চ পুনবর্ততে"[৯] এইরূপ ছান্দোগ্য শ্রুতি অনুসারে মোক্ষ লাভের অনন্তর পুনরাবৃত্তি অসম্ভব হওয়ায় মোক্ষের নাশ সম্ভব নহে, 'অথায়মশরীরোহমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব' ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হয় যে মোক্ষে শরীরাভিমানের নাশ হয়। শরীরাভিমানেরনাশ হইলে সুখদুঃখরূপ কর্মফলভোগ সম্ভব নহে, সুতরাং মোক্ষ কর্মের ফল হইতেই পারে না। কারণ কর্মের ফল হইলে উহার নাশ সম্ভব হইত এবং যে অবস্থায় শরীরাভিমানের নাশ হয় সেই অবস্থা শুভাশুভ অদৃষ্টজনক কর্মের ফল হইতে পারে না। এইরূপ যুক্তি উপস্থাপন করিতে *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন 'ততশ্চ ন ক্রিয়াসাধ্যো মোক্ষ ইতি' ক্রিয়াসাধ্যত্বে অভ্যুদয়ফলবৎ শরীরেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধঃ ক্ষয়িষ্ণুতা উপচয়াপচয়বত্তং চ মোক্ষস্য স্যাদিত্যাহ যদি সন্ধ্যোপাসনবদিত্যাদিনা'[১০] যদি *পঞ্চপাদিকা* এবং *বিবরণে* এইরূপে মোক্ষের ক্রিয়াসাধ্যত্ব খণ্ডিত হইলে পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিতে পারেন যে, যদিও মোক্ষ যাগাদি কর্মের ফলের ন্যায় ক্ষয়িষ্ণু, উপচয়অপচয়বিশিষ্ট এবং শরীরেন্দ্রিয়াদির দ্বারা ভোগ্য নহে, কিন্তু ঐ সকল কর্মফলের বিপরীতস্বভাব এবং অমৃতলক্ষণ তথাপি মোক্ষ কর্মফল হইতে পারে; কারণ কর্মের দ্বারা পশু প্রভৃতি বিবিধ ফলের উৎপত্তি দৃষ্ট হইয়া

থাকে। পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে কর্ম বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে, কর্মের ফলও বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে, সুতরাং সকল কর্মফলকেই ক্ষয়িষ্ণু, উপচয়অপচয়যুক্ত, শরীরেন্দ্রিয়াদি দ্বারা ভোগ্য হইতে হইবে এইরূপ কোনও নিয়ম নাই। মোক্ষ যাগাদি কর্মের ফল হইতে ভিন্ন প্রকার হইলেও উপাসনার ফল হইতে পারে।

এই প্রকার পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিতে *পঞ্চপাদিকা*কার বলিয়াছেন "ন চ অশরীরত্বমেব ধর্মকার্যমিতি,"[১১] *পঞ্চপাদিকা*কারের তাৎপর্য এই যে মোক্ষাবস্থায় বা মোক্ষদশায় শরীরাভিমানের নাশ হইয়া থাকে অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইলে জীবাত্মা নিজেকে শরীরসম্বন্ধযুক্তরূপেঅনুভব করেন না। শরীরাভিমানের নাশ হইলে কোনও কর্মের ফলভোগ সম্ভব হয় না।

পঞ্চপাদিকায় এইরূপ মোক্ষের অশরীরত্ব সিদ্ধ হওয়ায় পূর্বপক্ষী প্রশ্ন করিতে পারেন যে মোক্ষদশায় জীবের এইপ্রকার অশরীরত্ব স্বাভাবিক অথবা নৈমিত্তিক?

পুর্বপক্ষীর এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন পূর্বক তাহার উত্তরদান করিতে *বিবরণা*চার্য বলিয়াছেন "কিমিদং স্বাভাবিকমশরীরত্বং কিং বা নৈমিত্তিকম্? ইতি শরীরাত্মানোঃ মিথ্যা জ্ঞানসম্বন্ধব্যতিরিক্তস্য সর্বপ্রকারসম্বন্ধস্য আত্যন্তিকাভাবঃ স্বাভাবিকমশরীরত্বং মিথ্যাজ্ঞান সম্বন্ধাৎ নৈমিত্তিকং সশরীরত্বমিতি। তত্র সম্যগ্‌জ্ঞানসাধ্যস্য মিথ্যাজ্ঞানসম্বন্ধনিবৃত্তিলক্ষণস্য অশরীরত্বস্য কর্মসাধ্যত্বাভাবাৎ সম্বন্ধান্তরনিবৃত্তিলক্ষণস্য অশরীরত্বস্য স্বাভাবিকত্বাৎ ন ধর্মসাধ্যো মোক্ষ ইতি।"[১২] আত্মার সহিত মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞানের সম্বন্ধ বিনা আত্মার সহিত শরীরের কোনও প্রকার সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। তাৎপর্য এই যে আত্মাতে সমস্ত প্রকার সম্বন্ধেরই অত্যান্তিক অভাব বিদ্যমান। আত্মচৈতন্যে মিথ্যাজ্ঞানরূপ অজ্ঞানের

অধ্যাসবশতঃই আত্মার সহিত শরীরের সম্বন্ধ হইয়া থাকে। *বিবরণাচার্যের* তাৎপর্য এই যে আত্মচৈতন্যে অবিদ্যা অধ্যস্ত হইলে তবেই অবিদ্যার কার্য শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মচৈতন্যে অধ্যস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং স্বাভাবিকরূপে আত্মা অশরীর। আত্মাচৈতন্যে অজ্ঞানের অধ্যাসের ফলে আত্মার স্বশরীরত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইরূপে *পঞ্চপাদিকার* 'ন চ অশরীরত্বম্ ধর্মকার্যং ইতি, এই সন্দর্ভের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে *বিবরণাচার্য* আত্মার স্বাভাবিক অশরীরত্ব এবং নৈমিত্তিক স্বশরীরত্ব প্রতিপাদন করিলেন। সম্যগ্‌জ্ঞান বা চরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানরূপ অজ্ঞানের সহিত আত্মার সম্বন্ধের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধের নিবৃত্তি হইলেই শরীরের সহিতও আত্মার নৈমিত্তিক সম্বন্ধের নিবৃত্তি হয়। এইরূপ শরীর সম্বন্ধ নিবৃত্তিকেই *পঞ্চপাদিকায়* 'অশরীরত্ব' রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সম্যগ্‌জ্ঞান বা চরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারাই মিথ্যাজ্ঞানসম্বন্ধনিবৃত্তিলক্ষণ অশরীরত্বের অবস্থা উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং এই প্রকার অশরীরত্ব আত্মার স্বাভাবিক অবস্থা। এই কারণে ঐরূপ অশরীরত্ব উপাসনারূপ কর্মসাধ্য হইতে পারে না। এইজন্যই *বিবরণাচার্য* বলিয়াছেন "তত্র সম্যগ্‌জ্ঞানসাধ্যস্য মিথ্যাজ্ঞানসম্বন্ধনিবৃত্তিলক্ষণস্য অশরীরত্বস্য কর্মসাধ্যত্বাভাবাৎ সম্বন্ধান্তরনিবৃত্তিলক্ষণস্য অশরীরত্বস্য স্বাভাবিকত্বাৎ ন ধর্মসাধ্যো মোক্ষ ইতি"[১৩]।

পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন অশরীরামৃতব্রহ্মলক্ষণফল তাহা অন্য কোনও প্রকার কর্মের পরিণাম হউক এইরূপ পূর্বপক্ষের সমাধান করিতে *পঞ্চপাদিকাকার* বলিয়াছেন "তত্রাপি কথংচিৎ পরিণামিনিত্যং স্যাৎ স্যাদপি কদাচিদ্ধর্মকার্যম্। ইদং তু কুটস্থনিত্যং ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্যত্বেন প্রকান্তম্। যৎস্বরূপাবগমো জীবস্য মোক্ষোহভিপ্রেয়তে।"[১৪]

*পঞ্চপাদিকা*কারের তাৎপর্য এই যে কোনও কোনও পদার্থ পরিনামিনিত্যপদার্থরূপে ন্যায়াদি দর্শনে স্বীকৃত হইয়াছে, যথা ধ্বংসাভাবকে ন্যায়াদি সম্প্রদায় উৎপন্ন কিন্তু অবিনাশী বলেন। অন্য সম্প্রদায়সম্মত ধ্বংস কর্মসাধ্য হইলেও অদ্বৈতসম্মত অশরীরামৃতব্রহ্মলক্ষণমোক্ষ কূটস্থ নিত্য পদার্থ। ইহা ন্যায়াদিসম্প্রদায়সম্মত ধ্বংসাভাবের ন্যায় উৎপন্ন অবিনাশী পদার্থ নহে, এইস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অদ্বৈতমতে মোক্ষ কেবল দুঃখের আত্যন্তিক ধ্বংস নহে, ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ে চরমসাক্ষাৎকারকেই মোক্ষের সাক্ষাৎ হেতু বলা হইয়া থাকে। এইরূপ স্বরূপাবগতি হইলেই জীব নিজের নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ উপলব্ধি করেন। সুতরাং মোক্ষে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, কেবল দুঃখধ্বংসমাত্র নহে। এইকারণে ইহা কোনও কর্মের ফল হইতেই পারে না। ব্রহ্ম কূটস্থনিত্যরূপে অতীতেও ছিলেন, বর্তমানেও তিনি বিদ্যমান এবং অনাগতকালেও থাকিবেন। সুতরাং তাঁহাকে কোনও কর্মের দ্বারা উৎপন্ন করিবার কোনও প্রশ্নই নাই।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিতে পারেন যে মোক্ষ স্বাভাবিক, অশরীরামৃতব্রহ্মস্বরূপ হইলেও এবং সর্বদা একরূপে অবস্থান করিলেও উপাসনা সন্তানের দ্বারা ঐ অবস্থা উৎপন্ন হইতে পারে। পূর্বপক্ষীর তাৎপর্য এই যে, অদ্বৈতমতে মোক্ষ হস্তগত বা কণ্ঠগত বিস্মৃত সুবর্ণহারাদির ন্যায় ভ্রান্তিমাত্রব্যবহিতপদার্থ। অর্থাৎ জীব সর্বদা নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত হইলেও ভ্রান্তিবশতঃ বা অধ্যাসবশতঃই নিজেকে মুক্তরূপে উপলব্ধি করেন না। ব্রহ্মবিষয়ক ধ্যানক্রিয়ার বা উপাসনার দ্বারা এইরূপ ভ্রান্তি নিরস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং স্বাভাবিক, অশরীরামৃতব্রহ্মলক্ষণমোক্ষ উপাসনাসাধ্য হইরে পারে।

এইপ্রকার পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিতে *পঞ্চপাদিকা*কার বলিয়াছেন -"তত্র যদি হস্তগতবিস্মৃতসুবর্ণাদিবৎ ভ্রান্তিমাত্রব্যবহিতং মোক্ষংপ্রত্যাব ব্রহ্মবিষয়ধ্যানক্রিয়াতো দেবতাবিষয়যাগাদিবৎ প্রোতিবিরোধো ভোগ্যো মোক্ষঃ কল্প্যেৎ ততস্তেষ্বেব তারতম্যাবস্থিতেষু প্রোতিবিরোধেষু যাগফলেষ্বযমপিতথাভূতঃ স্যাৎ"[১৫] - এই সন্দর্ভে *পঞ্চপাদিকা*কার বলিয়াছেন যে যদি ব্রহ্মবিষয়ক ধ্যানক্রিয়া বা উপাসনা হইতে মোক্ষ উৎপন্ন হইত তাহা হইলে যাগাদি যেরূপ স্বর্গাদি প্রীতিবিশেষ উৎপন্ন করিয়া থাকে মোক্ষও সেইরূপ প্রীতিবিশেষ বা ভোগ্যপদার্থ হইত। তাহা হইলে পারলৌকিক সুখেরও যেরূপ তারতম্য থাকে মোক্ষেরও সেইরূপ তারতম্য স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু মোক্ষের কোনও তারতম্য স্বীকার করা যায় না। এই কারণে ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বলা হইয়াছে 'তদ্ যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে'[১৬] উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতির তাৎপর্য এই যে ইহলোকে যেরূপ কর্মের দ্বারা অর্জিত সুখ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ পুণ্যের দ্বারা পরলোকে যে সুখ অর্জিত হয় সেই সুখও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু মোক্ষের এইরূপ ক্ষয় সিদ্ধান্তী স্বীকার করেন না। এই তাৎপর্যে *পঞ্চপাদিকা*কার বলিয়াছেন - "ততঃ তদ্ যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে' ইতি লিঙ্গংদর্শনোপবৃংহিত ন্যায়াবগতানিত্যত্ব মোক্ষঃ প্রসজ্যেত। ন চ তথাভ্যুপগমো মোক্ষবাদিনাম্"[১৭] এইরূপেই *পঞ্চপাদিকা*কার এবং *বিবরণাচার্য* প্রদর্শন করিলেন যে মোক্ষ কর্মসাধ্য হইতে পারে না।

টীকাঃ

১) শ্রীপদ্মপাদাচার্য, *পঞ্চপাদিকা,* আত্মস্বরূপ, প্রবোধপরিশোধিনী, বিজ্ঞানাত্ম, তাৎপর্যার্থদ্যোতিনী, প্রকাশাত্মযতি, *বিবরণ,* চিৎসুখাচার্য, তাৎপর্যদীপিকা, নৃসিংহাশ্রম, ভাবপ্রকাশিকা, এস. শ্রীরাম শাস্ত্রী ও এস.আর কৃষ্ণমূর্তি (সম্পা.),

পঞ্চপাদিকা, গর্ভণমেন্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানাস্ক্রিপটস্ লাইব্রেরি, মাদ্রাজ, ১৯৫৮ খৃঃ, পৃঃ ১৩-১৪

২) তদেব, পৃঃ ১৬

৩) তদেব, পৃঃ ৩৭২-৩৭৩

৪) তদেব, পৃঃ ৩৭৩

৫) তদেব, পৃঃ ৭৪-৭৫

৬) তদেব, পৃঃ ৩৭৮

৭) তদেব, পৃঃ ৭৪৫

৮) *ছান্দোগ্য উপনিষদ্*, ৮/১৫/১

৯) তদেব, ৮/১২/১

১০) শ্রীপদ্মপাদাচার্য, *পঞ্চপাদিকা*, প্রকাশাত্মযতি, *বিবরণ*, মাদ্রাজ, ১৯৫৮ খৃঃ, পৃঃ ৭৪৫

১১) তদেব, ৩৩৮

১২) তদেব, ৭৪৫

১৩) তদেব, ৭৪৬

১৪) তদেব, ৩৩৯

১৫) তদেব, ৩৩৯

১৬) *ছান্দোগ্য উপনিষদ্*, ৮/১/৬

১৭) শ্রীপদ্মপাদাচার্য, *পঞ্চপাদিকা*, প্রকাশাত্মযতি, *বিবরণ*, মাদ্রাজ, ১৯৫৮ খৃঃ, পৃঃ ৩৩৯

চতুর্থ অধ্যায়

প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা অনুসারে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডন

বর্তমান গবেষণানিবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে যথাক্রমে শ্রুতি, *ব্রহ্মসূত্র* ও *শাঙ্করভাষ্য* এবং *পঞ্চপাদিকা* এবং *বিবরণ* অনুসারে প্রদর্শিত হইয়াছে যে অদ্বৈতমতে মোক্ষ অবিদ্যানিবৃত্তিস্বরূপ এবং এই অবিদ্যানিবৃত্তিও বৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে। চরম অপরোক্ষ আত্মজ্ঞান হইতেই অবিদ্যারনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিবরণসম্প্রদায়ের মতে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য পুনঃশ্রবণের ফলেই চরম অপরোক্ষ আত্মজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। অপরপক্ষে ভামতীকারের মতে নিদিধ্যাসনের পরিপাক হইলে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই করণরূপে চরম ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন করিয়া থাকে। মণ্ডনমিশ্র প্রসঙ্খ্যান বা উপাসনাকেই চরম আত্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎ হেতুরূপে স্বীকার করিয়াছেন। *বিবরণাচার্য,* ভামতীকার এবং মণ্ডনমিশ্রের আত্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎকারণবিষয়ে এইপ্রকার ত্রিবিধ মত যথাক্রমে শাব্দাপরোক্ষবাদ, মনঃকরণতাবাদ এবং প্রসঙ্খ্যানবাদরূপে প্রসিদ্ধ। আত্মসাক্ষাৎকারের সাক্ষাৎকারণ বিষয়ে এইরূপ মতত্রয় বর্তমান গবেষণানিবন্ধের বিচার্য বিষয় নহে। অদ্বৈতমতে মোক্ষের স্বরূপ, মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব এবং জীবন্মুক্তির স্বরূপই বর্তমান গবেষণানিবন্ধের আলোচ্য বিষয়। লক্ষণীয় বিষয় এই যে চরম অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানই যে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, এই বিষয়ে অদ্বৈতাচার্যগণের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই। কিন্তু দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতপ্রমুখ অন্যান্য বেদান্তিগণ কেবল আত্মসাক্ষাৎকারই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, এইরূপ অদ্বৈতমত স্বীকার করেন না। বর্তমান অধ্যায়ে চিৎসুখাচার্য প্রণীত *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা,*[১] এবং আচার্য

প্রত্যক্স্বরূপ বিরচিত *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকার* *নয়নপ্রসাদিনী* টীকা অবলম্বনে অন্যান্য বেদান্তিগণ মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ববিষয়ে অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করেন, সেইসকল আপত্তি যথাসম্ভব উল্লেখপূর্বক নিরাকরণ করা হইবে। গবেষণানিবন্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* *গূঢ়ার্থদীপিকা* টীকা অনুসারে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডিত হইবে।

অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষিগণ আপত্তি করিয়া থাকেন যে মোক্ষ আত্মজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ আত্মজ্ঞান স্বর্গাদি ফলের জনক কর্মের অঙ্গ বা শেষ হওয়ায় আত্মজ্ঞানের স্বতন্ত্র ফল বা সাধন থাকিতেই পারে না। এইপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, "ননু কথং জ্ঞানাৎ কৈবল্যং তস্য স্বর্গাদিকর্মফলশেষতয়া স্বতন্ত্রফলসাধনত্বাভাবাৎ। দেহব্যাতিরিক্তাত্মতত্ত্ববিজ্ঞানব্যতিরেকেণ পারলৌকিককর্মাণি প্রবৃত্ত্যযোগাৎ ফলশ্রুতেশ্চাপাপশ্লোকশ্রবণবদর্থবাদত্বাৎ। তথাচাহুঃ -

'আত্মা জ্ঞাতব্য ইত্যেতন্মোক্ষার্থং ন চ চোদিতম্।

কর্মপ্রবৃত্তিহেতুত্বম্ আত্মজ্ঞানস্য লক্ষ্যতে।।

বিজ্ঞাতে চাস্য পারার্থ্যে যাহপি নাম ফলশ্রুতিঃ।

সার্থবাদো ভবেদেব ন স্বর্গাদেঃ ফলান্তরম্।।' ইতি[২]

পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে আত্মজ্ঞান স্বর্গাদি ফলের জনক যাগাদি কর্মের অঙ্গস্বরূপ। কারণ দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মতত্ত্বের বিজ্ঞানব্যতিরেকে কেহই পারলৌকিক স্বর্গাদি ফলের জনক বহু বিত্তায়াসসময়সাধ্য যাগাদি কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন না। উপনিষৎসমূহে প্রতিপাদিত আত্মজ্ঞান এইরূপে যাগাদি কর্মেরই অঙ্গ হওয়ায় উহার স্বতন্ত্র

ফল বা স্বতন্ত্র সাধন থাকিতে পারে না। যে সকল শ্রুতিতে আত্মবিদ্যার ফল পঠিত হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতি পাপশ্লোকের অশ্রবণরূপ শ্রুতির ন্যায় অর্থবাদমাত্র। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে "যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি"[৩] অর্থাৎ যাঁহার 'জুহূ' নামক পাত্র পশালকাষ্ঠদ্বারা নির্মিত, তিনি নিজবিষয়ে কোন অপকীর্তি শ্রবণ করেন না। এই বাক্য যেরূপ অর্থবাদ, সেইরূপ যে সকল শ্রুতিতে আত্মবিদ্যার ফল পঠিত হইয়াছে, সেইসকল শ্রুতিও সেইরূপ অর্থবাদমাত্র। পূর্ব মীমাংসকসম্প্রদায় অদ্বৈতবেদান্তীর বিরুদ্ধে এইপ্রকার পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া থাকেন। ভাট্টমীমাংসকসম্প্রদায় যে এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকেন, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত চিৎসুখাচার্য কুমারিলভট্টপ্রণীত শ্লোকবার্তিকের দুইটি শ্লোকও উদ্ধার করিয়াছেন। কুমারিলভট্টের উক্ত শ্লোকদ্বয় এইরূপ -

"আত্মা জ্ঞাতব্য ইত্যেতন্মোক্ষার্থং ন চ চোদিতম্।

কর্মপ্রবৃত্তিহেতুত্বম্ আত্মজ্ঞানস্য লক্ষ্যতে।।

বিজ্ঞাতে চাস্য পারার্থ্যে যাহপি নাম ফলশ্রুতিঃ।

সার্থবাদো ভবেদেব ন স্বর্গাদেঃ ফলান্তরম্।।"[৪] কুমারিলভট্টের তাৎপর্য এই যে আত্মজ্ঞান জ্ঞাতব্য, এইরূপ বিধি মোক্ষকে লক্ষ্য করিয়া করা হয় নাই; কর্মপ্রবৃত্তির হেতুরূপেই আত্মজ্ঞান বিহিত হইয়াছে। আত্মজ্ঞানের পারার্থ্য বা কর্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হইলে আত্মজ্ঞানবিষয়ে যে সকল ফলশ্রুতি উপলব্ধ হয়, সেইসকল ফলশ্রুতি অর্থবাদই হইবে।

সিদ্ধান্তী বা সিদ্ধান্তীর একদেশী মীমাংসকসম্প্রদায়ের এইপ্রকার যুক্তি খণ্ডনের নিমিত্ত বলিতে পারেন যে দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মার জ্ঞান কর্মের উপযোগী বলিয়া কর্মের অঙ্গরূপে পরিগণিত হইলেও উপনিষৎসমূহে যে অশনায়াপিপাসার অতীত আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে সেই আত্মতত্ত্বের জ্ঞান কর্মের জন্য অপেক্ষিত নহে। অশনায়া

পিপাসার অতীত আত্মতত্ত্বের জ্ঞান কেবল যে কর্মের জন্য অপেক্ষিতই নহে তাহা নহে, উভয়ের মধ্যে অধিকারবিরোধও বিদ্যমান। যিনি কর্মের অধিকারী, তিনি অশনায়া পিপাসার অতীত আত্মজ্ঞানের অধিকারীও নহেন। কর্মের অধিকারী এবং উপনিষৎপ্রতিপাদ্য অশনায়া পিপাসার অতীত আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী যে এক হইতে পারেন না, ইহা বর্তমান গবেষণানিবন্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে *গূঢ়ার্থদীপিকা* অবলম্বনেও প্রতিপাদিত হইবে। সুতরাং উপনিষৎপ্রতিপাদ্য অশনায়া পিপাসার অতীত আত্মতত্ত্বের জ্ঞান কর্মের অঙ্গ হইতে পারে না।

মীমাংসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তী বা সিদ্ধান্তীর একদেশী এইপ্রকার আপত্তির অবতারণা করিলে পূর্বপক্ষী তাহার উত্তরে বলিয়া থাকেন যে অশনায়া পিপাসার অতীত আত্মতত্ত্বের জ্ঞান অদৃষ্ট জনন দ্বারা কর্মের উপকারক হইয়া যেরূপ আজ্য বা ঘৃতের অবেক্ষণ বা ব্রীহীর প্রোক্ষণ অদৃষ্ট জননদ্বারা যাগের উপকারক হয়। কর্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞানের মধ্যে অধিকারবিরোধও থাকিতে পারে না। কারণ জনক, উদ্দালক প্রমুখ ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তিগণও যমনিয়মাদির ন্যায় কর্মেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। মীমাংসকসম্প্রদায়ের এইপ্রকার উত্তরের অবতারণা করিতেই চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, "দেহব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানস্য কর্মপ্রবৃত্ত্যুপযোগিত্বেঽপ্যশনায়াদ্যতীতব্রহ্মবিজ্ঞানস্য ন তচ্ছেষত্বমনুপযোগাদধিকারবিরোধাচ্চেতি চেৎ, মৈবম্; আজ্যাবেক্ষণব্রীহীপ্রোক্ষণাদিবদদৃষ্টদ্বারেণোপপত্তেঃ। ন চাধিকারবিরোধঃ; তথাভূতব্রহ্মবিদামপি যমনিয়মাদৌ প্রবৃত্তিবৎকর্মপ্রবৃত্ত্যবিরোধাৎ। জনকোদ্দালকাপ্রভৃতীনাং তথাভূতানামপি কর্মণি প্রবৃত্তিদর্শনাচ্চেতি চেৎ।"[৫]

পূর্বমীমাংসকগণের এইপ্রকার আপত্তির উত্তর প্রদানের নিমিত্ত চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন,

“অত্রোচ্যতে -

অভাবাচ্ছ্রুতিলিঙ্গাদেরুপয়োগা নিরূপণাৎ।

অধিকারবিরোধাচ্চ কর্মাঙ্গং নাত্মতত্ত্বধীঃ।।

ন তাবদ্ ‘ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে’ ইতিবদাত্মবিজ্ঞানস্য কর্মাঙ্গত্বে শ্রুতিরস্তি। ন চ ‘যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি’ ইতি শ্রুতিঃ তস্য প্রকৃতোদ্গীথবিদ্যাবিষয়ত্বাৎ। শ্রদ্ধাদিবৎসার্বত্রিকং কিন্ন স্যাদিতি চেন্ন, তথাপ্যুপাসনানুষ্ঠানস্যৈব তদঙ্গতাহস্তু উপাসনাপ্রকরণে পাঠাৎ।”[৬] এইস্থলে জ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব স্বীকারের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তীর মূল আপত্তিসমূহ একটি শ্লোকের আকারে উপস্থাপন করিয়াছেন। আত্মজ্ঞান কর্মের অঙ্গ হইতে পারে না; কারণ এই বিষয়ে অঙ্গত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি, লিঙ্গ প্রভৃতি আত্মজ্ঞানের উপযোগ কীরূপে হইবে তাহাও প্রদর্শন করা যায় না এবং কর্ম এবং জ্ঞানের মধ্যে অধিকারবিরোধও বিদ্যমান। অনন্তর শ্লোকে সংগৃহীত হেতুসমূহের মধ্যে প্রথম হেতুর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন যে ‘ঐন্দ্র্যা গার্হপত্যমুপতিষ্ঠতে” এইরূপ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে ‘কদাচন স্তরীরসি নেন্দ্র’ এইপ্রকার ঐন্দ্রী ঋক্ অথবা ইন্দ্রপ্রকাশক ঋকের দ্বারা গার্হপত্য আগ্নিকে উপস্থান করিবে। উক্ত শ্রুতির অন্তর্গত ‘ঐন্দ্র্যা’ পদে প্রযুক্ত তৃতীয় বিভক্তি এবং ‘গার্হপত্যম্’ পদে প্রযুক্ত দ্বিতীয়া বিভক্তির দ্বারা উক্ত ঐন্দ্রী ঋক্ এবং গার্হপত্য অগ্নির মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব বোধিত হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানের কর্মাঙ্গত্বাবিষয়ে অনুরূপ কোন শ্রুতিপ্রমাণ উপলব্ধ হয় না।

ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে "যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি,"[৭] এইরূপ ছান্দোগ্য শ্রুতির দ্বারা 'বিদ্যা'পদবাচ্য আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব সূচিত হইয়া থাকে।

এইপ্রকার পূর্বপক্ষের নিরসন করিতে সিদ্ধান্তী বলিয়াছেন যে উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতির অন্তর্গত 'বিদ্যা' পদের অর্থ আত্মজ্ঞান নহে, উদ্গীথ উপাসনাই উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতির অন্তর্গত 'বিদ্যা' পদের অর্থ। ইহার বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন যে 'শ্রদ্ধা' পদের যেরূপ সর্বত্রই একই, অর্থে প্রয়োগ হয়, 'বিদ্যা' পদও সেইরূপ সর্বত্র জ্ঞান না আত্মজ্ঞান অর্থে প্রযুক্ত হইবে না কেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন যে ঐস্থলে 'বিদ্যা' পদ জ্ঞান অর্থে গৃহীত হইলেও সেই বিদ্যা উপাসনারই অঙ্গ হইবে। উহা সামান্যতঃ কর্মের অঙ্গ হইবে না। কারণ উপাসনাপ্রকরণেই উক্ত ছান্দোগ্যশ্রুতি পঠিত হইয়াছে।

অনন্তর আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্বসাধনে যে কোনও প্রকার লিঙ্গপ্রমাণও নাই, ইহা প্রদর্শন করিতে চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, "নাপি 'বর্হির্দেবসদনং দামি' ইতি বচ্ছ্রুতিসামর্থ্যলক্ষণং লিঙ্গপ্রমাণমস্তি।"[৮] তাৎপর্য এই যে "বহির্দবসদনং দামি"[৯] এইরূপ শ্রুতিবাক্যই শ্রুতিসামর্থ্যলক্ষণ লিঙ্গপ্রমাণের দৃষ্টান্তরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। শ্রুতির অন্তর্গত 'বর্হি' পদের অর্থ দর্ভমুষ্টি। 'বর্হি' পদের মুখ্যার্থ কুশ, কাশ, প্রভৃতি দশবিধ তৃণ। উলপ বা উলুপ প্রভৃতি তৃণবিশেষ 'দর্ভ' পদের গৌণার্থ। শ্রুত্যন্তর্গত 'সদন' পদের অর্থ উপবেশনস্থান। ফলতঃ উক্ত শ্রুতির অর্থ "আমি দেবগণের উপবেশনের নিমিত্ত দর্ভ ছেদন করিতেছি।" এইস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে এই মন্ত্র শ্রুত হইলেও কীরূপ ক্রিয়ায় এই মন্ত্রের বিনিয়োগ করিতে হইবে, তাহা শ্রুতিতে পঠিত হয় নাই। পদশ্রবণের ফলে পদ স্বীয় শক্তির দ্বারা মুখ্যার্থকেই উপস্থাপন করিয়া থাকে। এইকারণেই 'বর্হি' পদ উলপাদি

গৌণার্থকে প্রকাশ না করিয়া কাশ, কুশ, যব প্রভৃতি তৃণ বা দর্ভকেই মুখ্যার্থরূপে উপস্থাপন করিয়া থাকে। ইহাই 'বর্হি' পদের মুখ্যার্থপ্রকাশনসামর্থ্যরূপ লিঙ্গ। উক্ত মন্ত্রের এইপ্রকার মুখ্যার্থপ্রকাশনসামর্থ্যরূপ লিঙ্গের দ্বারা "অনেন মন্ত্রেণ কুশং ছিন্দ্যাৎ " এইপ্রকার বিধিঅর্থাপত্তিপ্রমাণের দ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে। এইপ্রকার কল্পিত বিধির দ্বারাই অবগত হওয়া যায় যে কুশচ্ছেদনেই এই মন্ত্রের বিনিয়োগ করিতে হইবে। এইস্থলে শব্দের মুখ্যার্থপ্রকাশনসামর্থ্যরূপ লিঙ্গই কীরূপ মন্ত্র কীপ্রকার কর্মের অঙ্গ তাহার বোধ কিন্তু আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব বিষয়ে অঙ্গাঙ্গিভাবের জ্ঞাপক এইরূপ কোনও লিঙ্গপ্রমাণও উপলব্ধ হয় না।

মীমাংসকগণ পুনরায় আপত্তি করিতে পারেন যে এইস্থলে শব্দসামর্থ্যরূপ লিঙ্গ না থাকিলেও অর্থসামর্থ্যরূপ লিঙ্গ বিদ্যমান। কারণ জনক, উদ্দালক প্রভৃতি আত্মজ্ঞানী পুরুষসমূহে আত্মজ্ঞানের সহিত কর্মে প্রবৃত্তিও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এইপ্রকার পূর্বপক্ষ উত্থাপনপূর্বক খণ্ডন করিতেই চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, "ন চোদ্দালকাদীনাং কর্মণা সহাত্মবিজ্ঞানসদ্ভাবো লিঙ্গম্। 'কিং প্রজয়া করিষ্যামঃ,' 'কিমর্থং বয়মধ্যেষ্যামহে, ইতি চ বৈপরীত্যস্যাপি দর্শনাৎ।"[১০] চিৎসুখাচার্যের তাৎপর্য এই যে জনক, উদ্দালক প্রভৃতির দৃষ্টান্তের দ্বারা আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব স্থাপন করা যায় না। কারণ বিপরীত অর্থপ্রকাশে সমর্থ শ্রুতিও বিদ্যমান এবং সেইসকল শ্রুতিই জ্ঞান যে কর্মাঙ্গ নহে, সেইবিষয়ে লিঙ্গপ্রমাণ।

আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ববিষয়ে কোনও বাক্যপ্রমাণও যে উপলব্ধ হয় না, তাহা প্রতিপাদন করিতে চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, "ন চ 'যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি' ইতি বাক্যাদ্বিনিয়োগঃ; পর্ণময়ীত্যাদিবদাত্মনোহব্যভিচরিতক্রতুসংবন্ধাভাবাৎ, তস্য

লৌকিকবৈদিকর্মসাধারণ্যাৎ।”[১১] বাক্যপ্রমাণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিতে চিৎসুখাচার্য বলিয়াছে যে “যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি”[১২] এইরূপ শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যাঁহার ‘জুহূ’ নামক পাত্র পর্ণ বা পলাশকাষ্ঠনির্মিত, তিনি স্বীয় অপকীর্তি শ্রবণ করেন না। এই বাক্যে পর্ণ এবং জুহূর সমভিব্যাহারের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে পর্ণতা বা পর্ণময়ত্ব জুহূর অঙ্গ। শ্রুতিপ্রতিপাদিত সমভিব্যাহাররূপ বাক্যপ্রমাণের দ্বারাই পর্ণতা এবং জুহূর অঙ্গাঙ্গিভাব সিদ্ধ হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান এবং যাগাদি কর্মের মধ্যে অব্যভিচরিত সম্বন্ধ বা অঙ্গাঙ্গিভাবরূপ সম্বন্ধের বোধক কোনও বাক্যপ্রমাণ শ্রুতিতে উপলব্ধ হয় না।

প্রকরণ বা স্থানও যে আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গতাবিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না, তাহা প্রতিপাদন করিতে চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, “ন চাত্মজ্ঞানং কর্মপ্রকরণে শ্রুতম্, যেন প্রযাজাদিবৎকর্মাঙ্গতামশ্নুবীত। নাপি স্থানম্, কর্মসন্নিধাবপঠ্যমানত্বাৎ।”[১৩] চিৎসুখাচার্যের অভিপ্রায় এই যে প্রযাজ প্রভৃতি যাগ যেরূপ কর্মপ্রকরণে পঠিত হয় বলিয়াই তাহাদের কর্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হয়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান কর্মপ্রকরণে শ্রুত না হওয়ায় প্রকরণরূপ প্রমাণবলেও আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। আত্মতত্ত্ব বা আত্মবিদ্যা বেদে কর্মসন্নিধিতেও পঠিত হয় নাই। এইকারণে স্থানরূপ প্রমাণবলেও আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ করা যায় যায়।

সমাখ্যারূপ প্রমাণবলেও যে আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ করা যায় না তাহা স্থাপন করিতে চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, “নাপি সমাখ্যা, সংজ্ঞাসাম্যাভাবাৎ।”[১৪] অর্থাৎ আত্মজ্ঞান এবং কর্মের সমান সংজ্ঞা বা আখ্যারূপ সমাখ্যা সম্ভবই না হওয়ায় সমাখ্যারং প্রমাণের দ্বারাও আত্মজ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব সিদ্ধ করা যায় না। কর্মের প্রতি আত্মজ্ঞানের কোনপ্রকার উপকারকত্বও যে সম্ভব নহে, তাহা প্রদর্শন করিতে চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, “ন

চাত্মজ্ঞানস্য কর্মণ্যুপকারপ্রকারো নিরূপ্যেত দেবব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানস্যোপযোগেহপ্যশনায়াদ্যতীতাত্মবিজ্ঞানস্য তত্রানুপকারিত্বাৎ।"[১৫] চিৎসুখাচার্যের তাৎপর্য এই যে দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান পারলৌকিক স্বর্গাদি ফলের জনক যাগাদির উপকারক হইলেও অশনায়াপিপাসাদি সকল প্রকার ধর্মের অতীত শুদ্ধ আত্মচৈতন্যবিষয়ে যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তির কর্মে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং অশনায়াপিপাসার অতীত আত্মজ্ঞান কর্মের উপকারক হইতেই পারে না।

পূর্বপক্ষী পূর্বে বলিয়াছিলেন যে আত্মজ্ঞান দৃষ্টফল উৎপন্ন করিয়া কর্মের উপকারক না হইলেও আজ্যাবেক্ষণ বা ব্রীহীর প্রোক্ষণরূপ কর্মের ন্যায় অদৃষ্টফলদ্বারে বা অদৃষ্টফল উৎপন্ন করিয়া কর্মের উপকারক হইতে পারে। এইরূপ পূর্বপক্ষের নিরসনের নিমিত্ত চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, "ন চাজ্যাবেক্ষণাদিবদ্দৃষ্টদ্বারেণোপযোগঃ, স্বপ্রকরণপঠিতসংসারনিবৃত্তিলক্ষণদৃষ্টফলনিরাকাঙ্খস্যাদৃষ্টফলকল্পনানুপপত্তেঃ।"[১৬] অর্থাৎ আত্মজ্ঞান আজ্যের অবেক্ষণ বা ব্রীহীর প্রোক্ষণের ন্যায় অদৃষ্ট ফল উৎপাদন করিয়া যাগাদি কর্মের উপকারক হইয়া থাকে, এইপ্রকার মত যুক্তিসহই নহে। কারণ শ্রুতির যে প্রকরণে আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই প্রকরণেই আত্মজ্ঞানের নিখিলসংসারনিবৃত্তিরূপ দৃষ্টফলও শ্রুত হইয়া থাকে। একই প্রকরণে পঠিত সংসারনিবৃত্তিরূপ দৃষ্টফলের দ্বারাই আত্মজ্ঞানের ফলাকাঙ্খা নিবৃত্তি হওয়ায় আত্মজ্ঞানের অদৃষ্টফলকল্পনা নিতান্তই অনুচিত।

আত্মজ্ঞানী পুরুষের যেকোনও প্রকার প্রবৃত্তিই উপপন্ন হয় না, তাহা প্রদর্শন করিতে অনন্তর চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, "ন চ ক্রিয়াকারকফলশূন্যমদ্বৈতমাত্মানং বিজানতঃ কর্মাণি প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে ন চ যমনিয়মাদিপ্রবৃত্তিবদবিরোধঃ; যমনিয়মাদাবপ্যপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানবতো বিধিতঃ প্রবৃত্ত্যনঙ্গীকারাৎ। 'তস্য কার্যং ন বিদ্যতে'[১৭]

‘জ্ঞানামৃতেন তৃপ্তস্য কৃতকৃত্যস্য যোগিনঃ।

নৈবাস্তি কিংচিৎকর্তব্যমস্তি চেন্ন স তত্ত্ববিৎ।।’[১৮] ইতি স্মরণাৎ।”[১৯] এই সন্দর্ভে চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন যে অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্ব ক্রিয়াকারকফলশূন্য হওয়ায় আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির কর্মে প্রবৃত্তি উপপাদন করা যায় না। পূর্বপক্ষী পূর্বে আপত্তি করিয়াছিলেন যে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির যেরূপ যমনিয়মাদিতে প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ কর্মে প্রবৃত্তির সহিত অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বের জ্ঞানের কোনও প্রকার বিরোধ নাই। জনক, উদ্দালক প্রমুখ আত্মজ্ঞানী পুরুষও কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইপ্রকার পূর্বপক্ষ নিরসনের নিমিত্ত চিৎসুখাচার্য পূর্বোক্ত সন্দর্ভে বলিয়াছেন যে পূর্বপক্ষিগণ যে যমনিয়মাদি কর্মের দৃষ্টান্ত প্রদান করিয়া থাকেন, সেই দৃষ্টান্তও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ শ্রুতি এবং স্মৃতিতে আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির কোনও প্রকার কর্ম বিধিবাক্যের দ্বারা বিহিত হয় নাই। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বলা হইয়াছে,

“যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

আত্মান্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে।।”

অর্থাৎ যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তিনি জগচ্চক্রে প্রবৃত্তির কারণস্বরূপ কর্মের অনুষ্ঠান না করিলেও তাঁহার কোনও প্রকার প্রত্যবায় হয় না। চিৎসুখাচার্য পূর্বোদ্ধৃত সন্দর্ভে যে জাবালদর্শনোপনিষদের মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে যিনি জ্ঞানরূপ অমৃতের দ্বারা তৃপ্ত এবং কৃতকৃত্য, সেই আত্মতজ্ঞানীর জন্য কোনও কর্তব্য অবশিষ্ট থাকে না এবং যাঁহার জন্য কর্তব্য শেষ থাকে, তিনি তত্ত্ববেত্তা নহেন। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত যোগীর ভিক্ষাদিতে যে প্রবৃত্তি, তাহা যে কোনও বিহিত কর্মে প্রবৃত্তি নহে, তাহা প্রতিপাদন করিতেই চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন,

“ভিক্ষাটনাদাবপি ব্যুত্থানদশায়াং যদৃচ্ছয়ৈব প্রবৃত্তেঃ। ন চৈবং কর্মণি প্রবৃত্তিঃ নিয়তদেশকালতয়া তস্য বিধানাৎ।”[২০] পূর্বপক্ষিগণ বলিতে পারেন যে সমাধি হইতে ব্যুত্থিত যোগীর যেপ্রকার ভিক্ষাদিতে প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ কর্মেও প্রবৃত্তি হইতে পারে। ইহার উত্তরেই চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন যে ভিক্ষাদিতে ব্যুত্থানদশায় তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির স্বাভাভিক যদৃচ্ছাবশতঃ প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐরূপ বিহিতকর্মে তত্ত্ববিৎ আত্মজ্ঞানী পুরুষের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ ভিক্ষাদিতে প্রবৃত্তি কেবল যদৃচ্ছাবশতঃই উপপন্ন হয় তাহা নহে, ভিক্ষাদির দেশ এবং কাল বিষয়ে কোনও নিয়ম থাকে না। কিন্তু বিহিত কর্মসমূহ দেশ এবং কালের নিয়ম থাকে। এইরূপে বিহিতকর্মসমূহে দেশ এবং কাল নিয়ত হওয়ায় ঐরূপ কর্মে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির প্রবৃত্তি উপপন্ন হয় না।

অনন্তর চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন যে যেপ্রকার যুক্তির দ্বারা জ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, সেইপ্রকার যুক্তির অতিদেশের দ্বারাই জ্ঞান এবং কর্মের সমুচ্চয়বাদও নিরাকৃত হইয়া থাকে - “এতেন জ্ঞানকর্মণো সমুচ্চয়োহপি নিরাকৃতো বেদিতব্যঃ, বিরোধাদেব। উক্তং হি -

‘যদ্ধি যস্যানুরোধেন স্বভাবমনুবর্ততে।
তত্তস্য গূণভূতং স্যান্ন প্রধানাদ্ গুণো যতঃ।।’ ইতি।”[২১]

‘এতেন’ পদের দ্বারা চিৎসুখাচার্য জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ নিরাকরণের নিমিত্ত জ্ঞানের কর্মাঙ্গত্ব খণ্ডনের জন্য প্রযুক্ত যুক্তির অতিদেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে জ্ঞান এবং কর্মের মধ্যে বিরোধবশতঃই জ্ঞান এবং কর্মের সমুচ্চয় সম্ভব নহে। চিৎসুখাচার্য এইস্থলে সুরেশ্বরাচার্য প্রণীত *বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিকের* শ্লোক উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে

জ্ঞান এবং কর্মের সমুচ্চয় নিতান্তই অসম্ভব। সুরেশ্বরাচার্য তাঁহার *বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্ত্তিকে* বলিয়াছেন,

"যদ্ধি যস্যানুরোধেন স্বভাবমনুবর্ততে।
তত্তস্য গুণভূতং স্যান্ন প্রধানাদ্ গুনো যতঃ।।"[২২]

এইশ্লোকে সুরেশ্বরাচার্য কীরূপ পদার্থদ্বয়ের মধ্যে গুণপ্রধানভাব এবং সমুচ্চয় সম্ভব, তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কোনও পদার্থ যদি প্রধান পদার্থের অবিরোধী হইয়া তাহার স্বভাবের অনুকূল হয়, তাহা হইলে উহা প্রধানপদার্থের অঙ্গ হইত। অপরপক্ষে কোনও পদার্থ প্রধান পদার্থের বিরোধী হইলে উহা প্রধান পদার্থ অঙ্গ হইতে পারে না বা প্রধান পদার্থের সহিত উহার গুণপ্রধানভাবে সমুচ্চয়ও হয় না। আত্মজ্ঞান কর্মের বিরোধী হওয়ায় কর্মের সহিত আত্মজ্ঞানের প্রধানগুণভাবে সমুচ্চয় সম্ভব নহে।

অনন্তর চিৎসুখাচার্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে কর্মের ফল এবং জ্ঞানের ফল অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় জ্ঞান এবং কর্মের সমুচ্চয় সম্ভব নহে।, কর্ম এবং জ্ঞানের ফলভেদ প্রতিপাদনের নিমিত্ত তিনি বলিয়াছেন, "অপি চ উৎপত্ত্যাপ্তিবিকৃতিসংস্কৃতয়ঃ কর্মণঃ ফলম্, বিদ্যায়াঃ পুনরবিদ্যান্তময়স্তৎকথমনয়োঃ সাহিত্যম্? ন হি শুক্তিকাশকলং সকলমাকলয়তঃ কলধৌতবিভ্রমনিবৃত্তিঃ স্নানাহহচমনাদিকর্মাপেক্ষয়া বিলম্বতে। তদেবং লৌকিকেন ন্যায়েন ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার এব তদবিদ্যানিবৃত্তিহেতুরিত্যাস্থেয়ম্। তদেবং লৌকিকেন ন্যায়েন ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার এব তদবিদ্যানিবৃত্তিহেতুরিত্যাস্থেয়ম্।"[২৩] এই সন্দর্ভে চিৎসুখাচার্য কর্ম এবং জ্ঞানের ফলভেদ উপপাদন করিতে বলিয়াছেন যে উৎপত্তি, আপ্তি, বিকৃতি এবং সংস্কৃতি কর্মের ফল। অপরপক্ষে অজ্ঞানের নিবৃত্তিই জ্ঞানের ফল। শুক্তিকার বিশেষধর্মের দর্শন হইলেই শুক্তিকাবিষয়ক অজ্ঞান এবং ঐরূপ অজ্ঞানের কার্য রজতভ্রমের নিবৃত্তি

হইয়া যায়। শুক্তির বিশেষধর্মদর্শনের শুক্তিকাবিষয়ক অজ্ঞান এবং ঐরূপ অজ্ঞানের কার্য রজতভ্রমের নিবৃত্তি অবিলম্বে হয় নাই, কিন্তু শুক্ত্যজ্ঞান এবং রজতভ্রমের নিবৃত্তিকে অপেক্ষা করিয়াছে, ইহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। জ্ঞানোৎপত্তি হইলেই অজ্ঞান এবং অজ্ঞানকার্যের অবিলম্বে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ লৌকিক ন্যায় প্রয়োগ করিয়া সিদ্ধান্তী বলেন যে ব্রহ্ম বা আত্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানই ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞাননিবৃত্তির একমাত্র হেতু। ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলে ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি কোনও কর্মকে অপেক্ষা করিতে পারে না।

অনন্তর চিৎসুখাচার্য প্রতিপাদন করিয়াছেন যে অজস্র শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং ইতিহাসবাক্যে কর্ম যে মোক্ষের হেতু হইতে পারে না, তাহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। কর্মের মোক্ষহেতুতা খণ্ডনের নিমিত্ত শ্রুতি, স্মৃতিরূপ প্রমাণ উপস্থাপনার্থে চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, "শ্রুতিস্মৃতিষু কর্মণো নির্বাণকারণতানিরাকরণাচ্চৈতদবসেয়ম। শ্রূয়তে হি - 'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা, বিদ্যতেহয়নায়' 'ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন', 'নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন', 'এতাবদরে খল্বমৃতত্ব' মিত্যাদি।"[২৪] এই সন্দর্ভে চিৎসুখাচার্য যে সকল শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন তন্মধ্যে "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়",[২৫] এইরূপ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে আত্মাকে জানিলেই শোক বা অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, অবিদ্যাকে উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোনও পন্থা নাই। "ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন"[২৬] এইরূপ মহাভারতবাক্যেও বলা হইয়াছে যে কর্মের দ্বারা সন্তানের দ্বারা বা ধনের দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায় না। "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন",[২৭] এইরূপ মুণ্ডকশ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে মোক্ষ নিত্য হওয়ায় কর্মের দ্বারা উৎপন্ন হইতে পারে না। "এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্"[২৮] এইরূপ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে জ্ঞানই অমৃতত্ব বা মোক্ষের

সাক্ষাৎকারণ এইরূপে অজস্র শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং ইতিহাসবাক্যে পঠিত হইয়াছে যে জ্ঞানই মোক্ষের একমাত্র সাক্ষাৎ হেতু, কর্ম বা অন্য কোনও উপায়ের দ্বারা মোক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে না।

পূর্বপক্ষী এইস্থলে সিদ্ধান্তীর বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে পারেন যে পূর্বোক্ত সকল শ্রুতিস্মৃতিবাক্য কেবল কর্মের মোক্ষসাধনতা খণ্ডন করিলেও জ্ঞান সমুচ্চিত কর্ম যে মোক্ষের সাধন হইয়া থাকে, এই পক্ষেও অজস্র শ্রুতি, স্মৃতি বিদ্যমান। এইপ্রকার পূর্বপক্ষের অবতারণা করিতে চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, "নন্বেতানি বচনানি কেবলানামেব কর্মণাং কৈবল্যসাধনত্বনিরাকরণপরাপি সমুচ্চিতানাং তপপদ্যতে তৎসাধনভাবঃ, তথা চ 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।' ইত্যে কৈকনিন্দাপুরঃসরং 'বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।।' ইতি জ্ঞানকর্মণোঃ সমুশ্চিতয়োর্মোক্ষসাধত্বপ্রতিপাদনাৎ।"[২৯] পূর্বপক্ষীর অভিপ্রায় এই যে সিদ্ধান্তী যে সকল কর্মনিন্দাপর শ্রুতিস্মৃতিবচনের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সমস্ত বচনেই কেবল কর্মের নিন্দাই শ্রুত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতি, স্মৃতিসমূহে জ্ঞানসমুচ্চিত কর্মের নিন্দা করা হয় নাই। বস্তুতঃপক্ষে বহু শ্রুতিতে কেবল জ্ঞান এবং কেবল কর্মের নিন্দা করিয়া তদনন্তর জ্ঞান এবং কর্মের সমুচ্চয় বিহিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পূর্বপক্ষী "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে। ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।[৩০] এইরূপ *ঈশাবাস্যোপনিষদ্বাক্য* উদ্ধার করিয়াছেন। উক্ত ঈশশ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে যাঁহারা কর্মস্বরূপ অবিদ্যার উপাসনা করেন, তাঁহারা সংসারের গাঢ় অন্ধকার নিমগ্ন হইয়া থাকেন। অপরপক্ষে, যাঁহারা বিদ্যা বা জ্ঞানে রত থাকেন তাঁহারা অধিকতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইয়া থাকেন। এইরূপে কেবল কর্ম এবং কেবল জ্ঞানের

নিন্দার অনন্তর শ্রুতি বলিয়াছেন, “বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুত।।”[৩১] অর্থাৎ যাঁহারা অবিদ্যা এবং বিদ্যা উভয়কেই জানেন এবং অবিদ্যারূপ কর্ম এবং বিদ্যারূপ জ্ঞান উভয়েরই অনুষ্ঠান বা উপাসনা করেন, তাঁহারা কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যা বা জ্ঞানের দ্বারা অমৃতত্বরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পূর্বপক্ষী অনন্তর উপপাদন করিয়াছেন যে আচার্য শঙ্কর তাঁহার *ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্যে* যেরূপে “অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে” এইরূপ শ্রুতির ব্যাখ্য করিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যাও যুক্তিসঙ্গত নহে। আচার্য শঙ্কর উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, “দেবতাজ্ঞানমিহ বিদ্যাশব্দেন বিবক্ষিতম্, তস্য কর্মণা সমুচ্চয়োহনেন বাক্যেন কথ্যতে।”[৩২] অর্থাৎ উক্ত শ্রুতির অন্তর্গত ‘বিদ্যা’ শব্দের অর্থ দেবতাজ্ঞান এবং দেবতাজ্ঞানের কর্মের সমুচ্চয়ই উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য। আচার্য শঙ্করের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষীর আপত্তি উপস্থাপন করিতে চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, “যৎপুনঃ পরেষাং ব্যাখ্যানং ‘দেবতাজ্ঞানমিহ বিদ্যাশব্দেন বিবক্ষিতম্, তস্য কর্মণা সমুচ্চয়োহনেন বাক্যেন কথ্যতে।” ইতি। তদযুক্তম্, প্রক্রমাননুগুণত্বাৎ, ঈশাবাস্যে পরমাত্মনঃ প্রক্রান্তত্বাৎ।”[৩৩] পূর্বপক্ষীর তাৎপর্য এই যে আচার্য শঙ্করের ঐ প্রকার ব্যাখ্যা যুক্তিসহ নহে। কারণ যে প্রকরণে “অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে” এইপ্রকার মন্ত্র পঠিত হইয়াছে, সেই প্রকরণে দেবতাজ্ঞান আলোচিত হয় নাই, ঈশোপনিষদের ঐ প্রকরণে পরমাত্মাই বিচারিত হইয়াছে। এইপ্রকার প্রকরণ প্রমাণবলে সিদ্ধ হয় যে উক্ত মন্ত্রের অন্তর্গত ‘বিদ্যা’ পদের অর্থ দেবতাগণের উপাসনা হইতে পারে না।

পূর্বপক্ষী অনন্তর প্রদর্শন করিয়াছেন যে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদের সপক্ষে বহু শ্রুতিস্মৃতি বিদ্যমান। যথা *বৃহদারণ্যক উপনিষদে* বলা হইয়াছে, "তেনৈতি ব্রহ্মবিৎপুণ্যকৃত্তৈজসশ্চ"[৩৪] অর্থাৎ যে যোগী ব্রহ্মবিৎ এবং পুণ্যকৃৎ তিনিই দেবযানে গমন করিয়া থাকেন। *মুণ্ডক উপনিষদেও* বলা হইয়াছে "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেণ নিত্যম্।।"[৩৫] এইরূপ মুণ্ডকশ্রুতির তাৎপর্য এই যে আত্মা সত্য, তপ, সম্যগ্জ্ঞান এবং ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই প্রাপ্তব্য। অর্থাৎ সত্য, তপ, সম্যগ্জ্ঞান এবং ব্রহ্মচর্য, এই সকল উপায়ের সমুচ্চয়ের দ্বারাই আত্মাকে লাভ করা যায়। পূর্বপক্ষীর মতে এই সকল শ্রুতি স্পষ্টতঃ জ্ঞান এবং কর্মের সমুচ্চয় প্রতিপাদন করিয়া থাকে। পূর্বপক্ষী এই বিষয়ে একাধিক স্মৃতিবচনও উদ্ধার করিয়াছেন। মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে "তপো বিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়স করং পরম্।

তপসা কল্মষং হন্তি বিদ্যয়াহমৃতমশ্নুতে।।"[৩৬]

অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা পাপের নিবৃত্তি এবং বিদ্যার দ্বারা অমৃতের প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তপস্যা এবং বিদ্যা উভয়ই নিঃশ্রেয়সকর হইয়া থাকে। পূর্বপক্ষীর মতে এই সকল শ্রুতি এবং স্মৃতিবচন কণ্ঠতঃ জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ প্রতিপাদন করে বলিয়া যে সকল শ্রুতিতে কর্মনিন্দা শ্রুত হইয়াছে, সেই সকল শ্রুতি কেবল কর্মের নিন্দা করিয়া থাকে, এইরূপ তাৎপর্যই স্বীকার করিতে হইবে। পূর্বপক্ষীর এইপ্রকার যুক্তি উপস্থাপন করিতেই চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, "তেন চ বাচনিকসমুচ্চয়ানুসারেণ কর্মনিন্দাপরানাং বাক্যানাং কেবল কর্ম বিষয়তৈবেতি নিশ্চীয়তে।"[৩৭]

পূর্বপক্ষীর এইরূপ যুক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি হইতে পারে যে জ্ঞানই সাক্ষাৎরূপে মোক্ষের সাধন, কর্ম পাপক্ষয়দ্বারা পরম্পরায় মোক্ষের সাধন হইয়া থাকে। "লাঙ্গলেন বয়ং

জীবামহে" এইরূপ বাক্যে যেরূপ লাঙ্গলের পরম্পরায় জীবনসাধনতা উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ কর্মও পরম্পরায় মোক্ষসাধন হইয়া থাকে।

এইরূপ আপত্তির খণ্ডনের নিমিত্ত পূর্বপক্ষী বলেন যে কর্মকে পরম্পরায় মোক্ষের সাধন বলা হইলে শ্রুতির দ্বারা কর্মে যে সাক্ষাৎ মোক্ষসাধনতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কর্মে প্রাপ্ত সেইরূপ সাক্ষাৎ মোক্ষসাধনতার অন্বয়ের বাধ হইয়া যাইবে। পূর্বপক্ষীর এইপ্রকার যুক্তি উপস্থাপন করিতেই চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, "ন চ মোক্ষস্য সাক্ষাৎজ্ঞানং সাধনং কর্মাণি তু পাপাহপাকরণদ্বারেণ জ্ঞানসাধনানীতি বচনানাং ব্যবস্থা, 'কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়' ইত্যাদেস্তু লাঙ্গলেন বয়ং জীবমহে ইতিবৎ পাবংপর্যেণাপি তৎসাধনপরত্বোপপত্তেরিতি যুক্তম; সাক্ষান্মোক্ষসাধনত্বেন প্রাপ্তস্য কর্মণঃ সাধনসাধনত্বগ্রহণে প্রাপ্তান্বয়বাধপ্রসঙ্গাৎ।"[৩৮]

পূর্বপক্ষীর বিরুদ্ধে পুনরায় আপত্তি হইবে শ্রুতির স্মৃতির দ্বারা কর্মে যে সাক্ষাৎ মোক্ষসাধনতার অন্বয়ের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, অন্য শ্রুতিবলে সেই অন্বয়ের বাধই স্বীকার্য। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেহয়নায়"[৩৯] পূর্বে উল্লিখিত এইরূপ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি কণ্ঠতঃ আত্মজ্ঞানকেই মোক্ষের একমাত্র সাক্ষাৎ হেতুরূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং, পূর্বপক্ষীর মতে শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে কর্মে যে সাক্ষাৎ মোক্ষসাধনতার অন্বয় হয় এইরূপ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিবলে সেই অন্বয় বাধিত হইবে।

এইরূপ আপত্তির উত্তরে পূর্বপক্ষী যাহা বলেন তাহা উপস্থাপন করিতে চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, "'নান্যঃ পন্থা' ইত্যাদেস্তু নিষেধস্য কেবলকর্মবিষয়তয়ান্তরেণাপি প্রাপ্তান্বয়বাধসংকোচেনাপ্যুপপত্তঃ।"[৪০] পূর্বপক্ষীর উত্তর এইপ্রকার। অন্য শ্রুতির দ্বারা কর্মে যে সাক্ষাৎ মোক্ষসাধনতার অন্বয় সিদ্ধ হয়, সেই অন্বয়ের বাধ স্বীকার না করিয়াও "নান্যঃ

পন্থা" শ্রুতির ব্যাখ্যা সম্ভব। পূর্বপক্ষীর মনে "নান্যঃ পন্থা" শ্রুতি কেবল কর্মের মোক্ষসাধনতার নিষেধ করিয়া থাকে। "নান্যঃ পন্থা" শ্রুতির এইরূপ সঙ্কুচিত অর্থ স্বীকৃত হইলে অন্য শ্রুতির দ্বারা প্রাপ্ত কর্মে সাক্ষাৎ মোক্ষসাধনত্বের অন্বয়ের বাধ অঙ্গীকার করিতে হইবে না।

পূর্বপক্ষীর বিরুদ্ধে পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে কর্ম সাক্ষাৎ মোক্ষসাধনত্বের অন্বয়ের বাধই যুক্তিযুক্ত। কারণ অন্য বহু শ্রুতিস্মৃতির দ্বারা কর্মে মোক্ষসাধনসাধনত্বই স্থাপিত হইয়া থাকে। যথা "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেনঃ।"[৪১] ইত্যাদি *বৃহদারণ্যকশ্রুতি*র দ্বারা সিদ্ধ হয় যে ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মকে বেদানুবচন, যজ্ঞ, দান এবং তপস্যার দ্বারা জানিবার বা বেদনের ইচ্ছা করেন। এই শ্রুতির দ্বারা সাক্ষাৎভাবে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে বেদন বা জ্ঞানই যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্মের ফল। ঐ সকল যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জ্ঞানের দ্বারাই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং, যজ্ঞাদি কর্ম সাক্ষাৎভাবে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ উৎপন্ন করিতে পারে না। অতএব কর্মকে মোক্ষের সাধনের সাধনই বলিতে হইবে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* বলা হইয়াছে, "যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গংত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে।"[৪২] অর্থাৎ যোগিগণ কর্মফলাকাঙ্খা পরিত্যাগ করিয়া নিরাসক্তরূপে চিত্তশুদ্ধি উৎপাদনের নিমিত্ত নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এইপ্রকার গীতাবচনের দ্বারাও সিদ্ধ হয় যে কর্মসাক্ষাৎরূপে চিত্তশুদ্ধিরই হেতু হয় এবং চিত্তশুদ্ধি উৎপাদন দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে। শুদ্ধচিত্তে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে সেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। সুতরাং কর্ম মোক্ষের সাক্ষাৎ হেতু হইতে পারে না, উহা সাধনের সাধন মাত্র।

পূর্বপক্ষী উক্ত প্রকার আপত্তির উত্তরে যাহা বলেন তাহা উপস্থাপনের নিমিত্ত চিৎসুখাচার্য বলিয়াছেন, "জ্ঞানস্যৈব কৈবল্যসাধনত্বে 'ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতা' ইতি কেবলবিদ্যানিন্দানুপপত্তে।"[৪৩] পূর্বপক্ষী পূর্বোক্ত আপত্তির উত্তরে বলিয়াছেন যে কেবল জ্ঞানের দ্বারাই যদি মোক্ষ সাধ্য হইত, তাহা হইলে "ততো ভূয় ইব তে তমো" ইত্যাদি *ঈশশ্রুতি*তে কেবল জ্ঞানের নিন্দা শ্রুত হইত না। জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়পক্ষে "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়" এইরূপ কর্মনিষেধপর শ্রুতি অনুপপন্ন হইয়া থাকে, ইহাও বলা যায় না। "নান্যঃ পন্থাঃ" প্রভৃতি শ্রুতি কর্মে সমপ্রধানরূপে কর্মে সাক্ষাৎ মোক্ষসাধনতারই নিষেধ করিয়া থাকে।

প্রশ্ন হইবে যে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদিগণ কর্মে সমপ্রধানরূপে মোক্ষসাধনতার নিষেধ স্বীকার করেন, সেই সমপ্রধানতার অভাব কীপ্রকার? কর্ম যদি জ্ঞানের সহিত সমপ্রধান না হয়, তাহা হইলে কর্ম কি তত্ত্বজ্ঞানের সাধন। কর্ম যদি তত্ত্বজ্ঞানের সাধন হয়, তাহা হইলে উহা মোক্ষের সাধনের সাধনই হইবে, সাক্ষাৎ সাধন হইবে না।

টীকাঃ

১) চিৎসুখাচার্য, *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা*, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পা.), বারাণসীঃ চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ২০১৫, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৫৩৫-৫৫০

২) তদেব, পৃঃ ৫৩৫-৫৩৬

৩) তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৩/৫/৭

৪) কুমারিলভট্ট, *শ্লোকবার্তিক*, সম্বন্ধাক্ষেপ পরিহারপ্রকরণ, শ্লোকসংখ্যা ১০৩-১০৪

৫) চিৎসুখাচার্য, *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০১৫, পৃঃ ৫৩৬

৬) তদেব, পৃঃ ৫৩৭

৭) *ছান্দোগ্য উপনিষৎ*, ১/১/১০

৮) চিৎসুখাচার্য, *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০১৫, পৃঃ ৫৩৭-৫৩৮

৯) মৈত্রায়ণী সংহিতা, ১/১/৪

১০) চিৎসুখাচার্য, *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০১৫, পৃঃ ৫৩৮

১১) তদেব, পৃঃ ৫৩৮

১২) তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৩/৫/৭

১৩) চিৎসুখাচার্য, *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০১৫, পৃঃ ৫৩৮

১৪) তদেব, পৃঃ ৫৩৮

১৫) তদেব, পৃঃ ৫৩৮

১৬) তদেব, পৃঃ ৫৩৮

১৭) *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৩/১৭

১৮) *জাবালদর্শনোপনিষদ্*, ১/২৩

১৯) চিৎসুখাচার্য, *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০১৫, পৃঃ ৫৩৮-৫৩৯

২০) তদেব, পৃঃ ৫৩৯

২১) তদেব, পৃঃ ৫৩৯

২২) সুরেশ্বরাচার্য, *বৃহদারণ্যকভাষ্যবার্তিক*, ৩/৩/৬৮

২৩) চিৎসুখাচার্য, *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০১৫, পৃঃ ৫৪০

২৪) তদেব, পৃঃ ৫৪০

২৫) *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্*, ৩/৮

২৬) *মহাভারত*, ৮/১৪

২৭) *মুণ্ডক উপনিষদ্*, ১/২/১২

২৮) *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*, ৪/৫/১৫

২৯) চিৎসুখাচার্য, *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০১৫, পৃঃ ৫৪০-৫৪১

৩০) *ঈশাবাস্যোপনিষদ্*, ৯

৩১) তদেব, ১১

৩২) আচার্য শঙ্কর, *ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্য*, ৩৯

৩৩) চিৎসুখাচার্য, *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০১৫, পৃঃ ৫৪১-৫৪২

৩৪) *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*, ৪/৪/৯

৩৫) মুণ্ডক উপনিষৎ, ৩/১/৫

৩৬) মনুসংহিতা, ১২/১০৪

৩৭) চিৎসুখাচার্য, *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০১৫, পৃঃ ৫৪২

৩৮) তদেব, পৃঃ ৫৪২-৫৪৩

৩৯) *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্*, ৩/৮

৪০) চিৎসুখাচার্য, *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০১৫, পৃঃ ৫৪৩

৪১) *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*, ৪/৪/২২

৪২) *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*, ৫/১১

৪৩) চিৎসুখাচার্য, *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা*, ২০১৫, পৃঃ ৫৪৩

পঞ্চম অধ্যায়

গূঢ়ার্থদীপিকাটীকা অবলম্বনে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডনপূর্বক মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব স্থাপন

অদ্বৈত মতে চরম অপরোক্ষব্রহ্মজ্ঞানই যে মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ তাহা বর্তমান গবেষণানিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে *উপনিষৎ* অনুসারে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে *ব্রহ্মসূত্র* এবং *শাঙ্করভাষ্য* অনুসারে এবং তৃতীয় অধ্যায়ে *পঞ্চপাদিকা* এবং *পঞ্চপাদিকাবিবরণ* অনুসারে প্রতিপাদিত হইয়াছে। পূর্বোধ্যায়ে তথা চতুর্থাধ্যায়ে *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা* অনুসারে মোক্ষ যে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়ের ফলে উৎপন্ন হয় না তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মাধ্ব আচার্য ব্যাসতীর্থ তাঁহার *ন্যায়ামৃত* গ্রন্থে অদ্বৈতসম্মত মোক্ষের স্বরূপ এবং মোক্ষের সাধন বিষয়ে যেসকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল আপত্তি বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে, মাধ্ব-সম্প্রদায়ের এই সমস্ত আপত্তি আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার *অদ্বৈতসিদ্ধি* গ্রন্থে খণ্ডন করিয়াছেন, বর্তমান গবেষণানিবন্ধের সপ্তম তথা শেষ অধ্যায়ে *অদ্বৈতসিদ্ধি* অনুসারে উপস্থাপন করা হইবে। বর্তমান অধ্যায়ে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী রচিত *শ্রীমদ্ভগবতগীতার* গূঢ়ার্থদীপিকাটীকা অবলম্বনে অদ্বৈত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অন্য একটি প্রধান আপত্তির নিরাকরণ করা হইবে। *শ্রীমদ্ভগবতগীতার* সাংখ্য-যোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে আত্মজ্ঞানের উপদেশ করা হইয়াছে এবং এই আত্মজ্ঞানের ফলে যে জীবন্মুক্তি উৎপন্ন হয় তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। অনন্তর তৃতীয় অধ্যায়ে কর্মযোগের উপদেশ করা হইয়াছে। এইরূপে জ্ঞাননিষ্ঠা এবং কর্মনিষ্ঠা উভয়ই একই সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে।

ইহাতে পূর্বপক্ষী আপত্তি করেন যে এই দুই প্রকার উপায়ের অধিকারী যে বিভিন্ন তাহা ভগবান স্পষ্টরূপে বলেন নাই। ইহাতে মনে হইতে পারে যে ইহাদের অধিকারী একই ব্যক্তি হইতে পারেন এবং সেই একই ব্যক্তি জ্ঞান এবং কর্মের সমুচ্চয়ের দ্বারাই মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।

এইপ্রকার আপত্তির উত্তরে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডনপূর্বক আচার্য মধুসূদন সরস্বতী প্রতিপাদন করিলেন যে, কেবল আত্মজ্ঞানের দ্বারাই মোক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পূর্বোক্ত প্রকার পূর্বপক্ষ উপস্থাপনপূর্বক খণ্ডন করিতে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন "ন চানয়োর্নিষ্ঠয়োরধিকারিভেদঃ স্পষ্টমুপদিষ্টো ভগবতা। নচৈকাধিকারিকত্বমেবোভয়োঃ সমুচ্চয়স্য বিবক্ষিতত্বাদিতি বাচ্যং।"[১]

অর্থাৎ এই দুই প্রকার নিষ্ঠার অধিকারী একই ব্যক্তি হইতে পারে না। এইজন্যই জ্ঞান এবং কর্মের সমুচ্চয় অর্থাৎ মিলিতভাবে মুক্তির হেতুতা সম্ভব নহে।

প্রশ্ন হইবে যে মধুসূদন সরস্বতী কী কারণে বলিয়াছেন যে একই ব্যক্তি জ্ঞাননিষ্ঠা এবং কর্মনিষ্ঠার অধিকারী হইতে পারেন না?

এই প্রশ্নেরই উত্তস্বরূপ আচার্য মধুসূদনসরস্বতী বলিয়াছেন "দুরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়ে"তি কর্মনিষ্ঠায়া বুদ্ধিনিষ্ঠাপেক্ষয়া নিকৃষ্টত্বাভিধানাৎ"[২] অর্থাৎ কর্মনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া এই দুই প্রকার নিষ্ঠার অধিকারী এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। শুধু তাহাই নহে, 'যাবানর্থ উদপানে' গীতার এইরূপ শ্লোকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে জ্ঞানের ফলের মধ্যে সমস্ত কর্মের ফল অন্তর্ভূত হইয়া থাকে, এই তাৎপর্যেই আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন 'সর্বকর্মফলান্তর্ভাবস্য দর্শিতত্বাৎ।'[৩]

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে ‘এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ’ এই শ্লোকেও ব্রহ্মবিদ্যার ফলের প্রশংসা করা হইয়াছে। এই তাৎপর্যেই আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন “স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণমুক্ত্বা চ ‘এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ’ ইতি সপ্রশংসং জ্ঞানফলোপসংহারাৎ।”[৪] অনন্তর মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে জ্ঞানীব্যক্তির দ্বৈতবুদ্ধি না থাকায় তাহার পক্ষে কর্মানুষ্ঠান অসম্ভব। জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানেরই নিবৃত্তি হয় এইরূপ লৌকিক ন্যায়ানুসারেও অবিদ্যানিবৃত্তিরূপমোক্ষ কেবল জ্ঞানসাধ্য হওয়া উচিত। এই তাৎপর্যেই মধুসূদন বলিয়াছেন “যা নিশা সর্বভূতানামি’ত্যাদৌ জ্ঞানিনো দ্বৈতদর্শনাভাবেন কর্মানুষ্ঠানাসম্ভবস্য চ উক্তত্বাৎ অবিদ্যানিবৃত্তিলক্ষণে মোক্ষফলে জ্ঞানমাত্রসৈব লোকানুসারেণ সাধনত্বকল্পনাৎ।”[৫] এই তাৎপর্যেই আচার্য মধুসূদন সরস্বতী এইস্থলে “তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়”[৬] এইরূপ শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি উদ্ধার পূর্বক প্রতিপাদন করিয়াছেন যে একমাত্র আত্মজ্ঞানের দ্বারাই মৃত্যুকে বা অবিদ্যাকেঅতিক্রম করিয়া মোক্ষ লাভ করা যায়। সুতরাং জ্ঞান ও কর্মের অধিকারী একই ব্যক্তি এবং তাহাদের সমুচ্চয়ই বিবক্ষিত এইরূপ সিদ্ধান্ত, শ্রুতি, যুক্তি এবং শ্রীভগবানের উক্তির বিরুদ্ধ।

পূর্বপক্ষী পুনরায় আপত্তি করিতে পারেন জ্ঞানকর্ম আলোক এবং অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধ বলিয়া তাহাদের সমুচ্চয় অসম্ভব হওয়ায় একই অর্জুনের প্রতি এই উভয় প্রকার নিষ্ঠা উপদেশ করা হইল কেন?

“ননু তর্হি তেজস্তিমিরয়োরিব বিরোধিনোজ্ঞানকর্মণোঃ সমুচ্চয়াসম্ভবাৎ ভিন্নাধিকারিকত্বমেবাস্তু, সত্যমেবং সম্ভবতি একমর্জুনং প্রতি তু উভয়োপদেশো ন যুক্তঃ”,[৭] একই অর্জুনের প্রতি এই উভয় প্রকার নিষ্ঠার উপদেশ থাকায় পূর্বপক্ষী বলিতে পারেন

ইহাতে বিকল্পই অভিপ্রেত, অর্থাৎ কেহ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারেন অথবা কর্মের দ্বারাও মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

এইরূপ পূর্বপক্ষ খণ্ডনের নিমিত্ত আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন "একমেবপ্রতি বিকল্পেনোভয়োপদেশ ইতি চেৎ, ন, উৎকৃষ্টনিকৃষ্টয়োর্বিকল্পানুপপত্তেঃ অবিদ্যানিবৃত্ত্যুপলক্ষিতাত্ম স্বরূপে মোক্ষেতারতম্যাসম্ভবাচ্চ"[৮] মোক্ষ যে অবিদ্যানিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মস্বরূপ তাহাই 'অবিদ্যানিবৃত্ত্যুপলক্ষিতাত্মস্বরূপ মোক্ষেতারতম্য' এই অংশে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মায় উপলক্ষণমাত্র হওয়ায় দ্বৈতাপত্তির কোন সম্ভাবনা নাই। যথা "যে বাড়িতে কাক উড়িতেছে উহাই দেবদত্তের বাড়ি"[৯] এইরূপ বলিলে যেমন কাক পূর্বে গৃহের বিশেষণ হইলেও গৃহসংলগ্ন না হওয়ায় উপলক্ষণরূপে দেবদত্তের বাড়ির বোধক হয়। কিন্তু তাহা তৎপূর্বে বা পরে ছিল না বা থাকিবে না। সুতরাং তাহা সেই বাড়ির বিশেষণ হইতে পারে না। সেইরূপ আত্মার অবিদ্যানিবৃত্তিও জ্ঞানোদয়কালে বিশেষণ বা উপাধিরূপে থাকিলেও তাহা পরে অনুবৃত্ত হয় না কিন্তু তাহা শুদ্ধ আত্মার স্বরূপেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। আত্মার এই শুদ্ধস্বরূপে পর্য্যবসানই মোক্ষ। অবিদ্যানিবৃত্ত হইলে আত্মা শুদ্ধস্বরূপে পর্য্যবসিত হয়। জ্ঞানই যে অবিদ্যানিবৃত্তির কারণ তাহা ব্যবহার জগতে প্রত্যক্ষ করা যায়। জ্ঞানভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে অবিদ্যানিবৃত্তি হয় না। সুতরাং জ্ঞান ও কর্মের বিকল্প সম্ভব নহে। এইরূপে শ্রীভগবান *শ্রীমদ্ভগবতগীতায় গূঢ়ার্থদীপিকাটীকায়* প্রতিপাদন করিলেন যে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় এবং বিকল্প সম্ভব নহে, একমাত্র আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারাই অবিদ্যানিবৃত্ত হইতে পারে এবং অবিদ্যানিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মস্বরূপই মোক্ষ।

টীকাঃ

১) মধুসূদনসরস্বতী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* গূঢ়ার্থদীপিকাটীকা, ভূতনাথ শপ্ততীর্থ (অনূ.), নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৬ খৃঃ, পৃঃ ২৮৫

২) তদেব, পৃঃ ২৮৫-২৮৬

৩) তদেব, পৃঃ ২৮৬

৪) তদেব, পৃঃ ২৮৬

৫) তদেব, পৃঃ ২৮৬

৬) *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্,* ৩/৮

৭) মধুসূদনসরস্বতী, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা,* গূঢ়ার্থদীপিকাটীকা, ভূতনাথ শপ্ততীর্থ (অনূ.), নবভারত পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৬ খৃঃ, পৃঃ ২৮৬

৮) তদেব, পৃঃ ২৮৬-২৮৭

৯) তদেব, পৃঃ ২৮৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

ন্যায়ামৃত অনুসারে মোক্ষবিষয়ে অদ্বৈতমত খণ্ডন

মধ্বাচার্য *ব্রহ্মসূত্রের* উপর *ব্রহ্মসূত্রভাষ্য,* অণুব্যাখ্যান এবং *অণুভাষ্য* নামক তিনটি ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তীকালে আচার্য জয়তীর্থ, আচার্য ব্যাসতীর্থ, শ্রীনিবাসাচার্য, রামাচার্য প্রমুখ মাধ্ব দার্শনিকগণ অদ্বৈতমত খণ্ডনের নিমিত্ত সবিশেষ প্রযত্ন করিয়াছিলেন। এই কারণেই আচার্য নৃসিংহাসম, আচার্য মধুসূদন সরস্বতী, আচার্য ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী প্রমুখ নব্য বৈদান্তিকগণ মাধ্ব গ্রন্থসমূহকেই প্রধান পূর্বপক্ষরূপে বিবেচনা করিয়াছেন।

বর্তমান গবেষণানিবন্ধে মাধ্বাচার্য ব্যাসতীর্থ বিরচিত *ন্যায়ামৃত* এবং *ন্যায়ামৃতের* টীকাসমূহ অবলম্বনে মুক্তি বিষয়ে অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে মাধ্বসম্প্রদায়ের আপত্তিসমূহ বিস্তৃতরূপে উপস্থাপিত হইবে। বর্তমান গবেষণানিবন্ধের শেষ অধ্যায়ে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত *অদ্বৈতসিদ্ধি* এবং *অদ্বৈতসিদ্ধির* টীকাসমূহ অনুসারে এই সমস্ত মাধ্ব আপত্তি খণ্ডন করা হইবে।

আচার্য ব্যাসতীর্থ তাঁহার *ন্যায়ামৃত* গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে মোক্ষবিষয়ে অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে তাঁহার আপত্তিসমূহ উপস্থাপন করিয়াছেন।

**********ন্যায়ামৃতকা

র তাঁহার গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'অবিদ্যানিবৃত্তিভঙ্গপ্রকরণ' নামক প্রথম প্রকরণে অদ্বৈতীকে প্রশ্ন করিতেছেন, যে অবিদ্যার নিবৃত্তি বা অন্তময়কে অদ্বৈতী মোক্ষরূপে স্বীকার করেন, সেই অবিদ্যা নিবৃত্তি কি আত্মস্বরূপ? অথবা উহা অনাত্মস্বরূপ?

এইরূপ বিকল্প উপস্থাপনপূর্বক *ন্যায়ামৃত*কার প্রদর্শন করিতেছেন যে উক্ত বিকল্পদ্বয়ের কোনওটিই অদ্বৈতীর অভিপ্রেত হইতে পারে না। "স্যাদেতৎঅবিদ্যানিবৃত্তেরাত্মমাত্রত্বে ন সাধ্যত্বম্। অনাত্মত্বে তু সত্ত্বেহদ্বৈতহানিঃ। অনিবার্চ্যত্বেহবিদ্যাতৎকার্যয়োরন্যতরত্বং স্যাৎ।"[১] *ন্যায়ামৃত*কারের তাৎপর্য এই যে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ যদি আত্মমাত্র হয়, তাহা হইলে আত্মা নিত্য হওয়ায় অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ সাধ্য পদার্থ হইবে না।কারণ কোনও নিত্য পদার্থই উৎপন্ন বা সাধ্য পদার্থ হইতে পারে না। যদি অবিদ্যানিবৃত্তি সাধ্য পদার্থ না হয়, তাহা হইলে উহার সাধনের উপদেশ নিরর্থকই হইবে।

অপরপক্ষে যদি অদ্বৈতী অবিদ্যানিবৃত্তিকে আত্মভিন্ন বা অনাত্মস্বরূপ বলেন, তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে, ঐরূপ অবিদ্যানিবৃত্তি সৎ পদার্থ, অথবা মিথ্যা পদার্থ? যদি অবিদ্যানিবৃত্তিকে পারমার্থিকসৎ পদার্থ বলা হয়, তাহা হইলে দ্বৈতাপত্তি হইবে। ফলতঃ অদ্বৈতহানি অনিবার্য হইবে। সুতরাং অদ্বৈতী অবিদ্যানিবৃত্তিকে পারমার্থিকসৎ পদার্থ বলিতে পারেন না।

অদ্বৈতী যদি অবিদ্যানিবৃত্তিকে মিথ্যা বা অনির্বচনীয় পদার্থ বলেন, তাহা হইলে উহাকে হয় অবিদ্যাস্বরূপ অথবা অবিদ্যার কার্য বলিতে হইবে। কিন্তু এইপ্রকার বিকল্পদ্বয়ের মধ্যেও কোনওটিই যে অদ্বৈতীর ইষ্ট হইতে পারে না, তাহা প্রদর্শন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিলেন, "অনির্বাচ্যত্বেহবিদ্যাতৎকার্যযোরন্যতরত্বং স্যাৎ।"[২] উভয় বিকল্পেই অবিদ্যানিবৃত্তি অনিত্যই হইবে। কিন্তু অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ যদি নশ্বর বা বিনাশশীল পদার্থ হয়, তাহা হইলে মোক্ষও বিনাশশীল পদার্থ হইবে এবং মুক্ত জীবের পুনরায় বন্ধন

স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু মোক্ষাবস্থা হইতে জীবের পুনরাবর্তন অদ্বৈতীর অভীষ্ট হইতেই পারে না।

"ন চ পুনরাবর্ততে"[৩] এইপ্রকার ছান্দোগ্যশ্রুতি অনুসারে অদ্বৈতী মোক্ষের অবিনশ্বরত্ব বা নিত্যত্বই স্বীকার করেন।

এই সমস্ত আপত্তি নিরসনের নিমিত্ত যদি অদ্বৈতী বলেন যে ব্রহ্মবিষয়ক অখণ্ডাকারা বৃত্তিবিশিষ্ট আত্মচৈতন্যই অবিদ্যার নিবৃত্তি, তাহা হইলে বৃত্তির নাশে বৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মচৈতন্যও না থাকায় অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষেরও নিবৃত্তি হইয়া যাইবে। বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যের অবিদ্যারনিবৃত্তিত্বপক্ষের বিরুদ্ধে এইপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতেই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "ন চ বৃত্তিবিশিষ্ট আত্মাহজ্ঞানহানিঃ। বৃত্তিনিবৃত্তে মোক্ষনিবৃত্ত্যাপাতাদিতি চেৎ, বৃত্ত্যুপলক্ষিতস্যাত্মনোহজ্ঞানহানিত্বাৎ"।[৪]

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে বৃত্তিরূপ উপলক্ষণের নিবৃত্তি হইলেও অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষের নিবৃত্তি হয় না, যেরূপ পাকক্রিয়ার নিবৃত্তি হইলেও পাচকের নিবৃত্তি হয় না। সিদ্ধান্তীর এইপ্রকার সম্ভাব্য উত্তর উপস্থাপন করিতে *ন্যায়ামৃতকার* বলিয়াছেন, "উপলক্ষণে নিবৃত্তেহপি মুক্তেরনিবৃত্তিঃ, পাচকনিবৃত্তেহপি পাচকস্যেব যুক্তা, উক্তং হি – 'নিবৃত্তিরাত্মা মোক্ষস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ।

উপলক্ষণহানেহপি স্যান্মুক্তিঃ পাচকাদিবৎ।।' ইতি।[৫] *ন্যায়ামৃতে*র উক্ত সন্দর্ভে সিদ্ধান্তীর যে যুক্তি উপস্থাপিত হইয়াছে তাহা এইরূপ। সিদ্ধান্তীর মতে শুদ্ধচৈতন্য অজ্ঞানের নিবর্তক নহে, অন্তঃকরণ বৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মচৈতন্যই অজ্ঞানের নিবর্তক। এইস্থলে অন্তঃকরণবৃত্তিই অবিদ্যানিবর্তকচৈতন্যের উপলক্ষণস্বরূপ। কিন্তু

বৃত্তিরূপ উপলক্ষণের নাশ হইলেই বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যরূপ অবিদ্যানিবৃত্তিরও নাশ হইবে, এইপ্রকার আপত্তি যুক্তিসহ নহে। কারণ উপলক্ষণের নিবৃত্তি হইলেও উপলক্ষিতপদার্থের নিবৃত্তি হয় নাই, ইহার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যথা পাকরূপ উপলক্ষণের নিবৃত্তি হইলেও পাচকরূপ উপলক্ষিতের নিবৃত্তি হয় না। সিদ্ধান্তী যে এইরূপ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত *ন্যায়ামৃত*কার চিৎসুখাচার্যপ্রণীত *তত্ত্বপ্রদীপিকার* একটি শ্লোকও উদ্ধার করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য বিরচিত উক্ত শ্লোকেও বলা হইয়াছে যে বৃত্তিজ্ঞানের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মচৈতন্যই অবিদ্যানিবৃত্তি বা মোক্ষস্বরূপ। বৃত্তিরূপ উপলক্ষণের নিবৃত্তি হইলেও মোক্ষের নিবৃত্তি হয় না, যেরূপ পাকক্রিয়ারূপ উপলক্ষণের নিবৃত্তি হইলেই পাচকের নিবৃত্তি হয় না।

সিদ্ধান্তী অথবা সিদ্ধান্তীর একদেশী অনন্তর অবিদ্যানিবৃত্তির আত্মভিন্নত্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াও পূর্বোক্ত আপত্তিসমূহ নিরসনের প্রযত্ন করিয়াছেন। অবশ্য স্মরণ রাখিতে হইবে যে *ন্যায়ামৃতকার* এইস্থলে সিদ্ধান্তীর যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, সেই সকল যুক্তি সিদ্ধান্তীর প্রকৃত সিদ্ধান্ত নাও হইতে পারে। এই বিকল্পে সিদ্ধান্তীর যে সকল যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, সেই সকল যুক্তি তুষ্যতু দুর্জন ন্যায়েই প্রদান করা হইয়াছে। সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে অবিদ্যানিবৃত্তিকে আত্মভিন্ন অনির্বচনীয় পদার্থ বলা হইলে প্রশ্ন হইবে যে অনির্বাচ্যত্ব কি সদসদ্বিলক্ষণত্ব অথবা অন্য কোনও প্রকার পদার্থ? অবিদ্যানিবৃত্তি সদসদ্বিলক্ষণ অনির্বচনীয় পদার্থ হইলে অবিদ্যাকে অবিদ্যা বা তাহার কার্যের মধ্যে অন্যতরই বলিতে হইবে। কিন্তু অবিদ্যানিবৃত্তি অবিদ্যা বা তাহার কার্যের মধ্যে অন্যতর হইলে উহার নিবৃত্তি অবশ্যস্বীকার্য হইবে। কারণ "যত্র যত্র অবিদ্যাতৎকার্যান্যতরত্বং তত্র তত্র নিবৃত্তিমত্ত্বং", এইপ্রকার ব্যাপ্তি সিদ্ধান্তী অস্বীকার

করিতে পারেন না। কিন্তু অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষের নিবৃত্তি অদ্বৈতীর পক্ষে যে অনিষ্টপ্রসঙ্গ তাহা অনতিপূর্বেই "ন চ পুনরাবর্ততে" এইরূপ ছান্দোগ্যশ্রুতি উদ্ধারপূর্বক প্রদর্শন করা হইয়াছে। কোনও সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে অনির্বাচ্যত্ব সদসদ্বিলক্ষণত্ব নহে, উহা জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্ব বা বাধ্যত্বস্বরূপ হওয়ায় সৎ, অসৎ, সদসৎ এবং সদসদ্বিলক্ষণ এই চতুর্বিধ পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পঞ্চমপ্রকার পদার্থ হইবে। সিদ্ধান্তী এইরূপ উত্তর প্রদান করিলে তাহা তুষ্যতু দুর্জন ন্যায়ে বলা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রেও বলা হইয়া থাকে যে যক্ষ যে প্রকার তাহাকে সেইপ্রকার বলি বা উপহারই প্রদেয়। সিদ্ধান্তী এইরূপ অবিদ্যানিবৃত্তিকে পঞ্চমপ্রকার পদার্থ বলিলে অবশ্য অদ্বৈতহানিও অনিবার্য হইবে। কারণ সৎ হইতে ভিন্ন পঞ্চমপ্রকারের সত্তা স্বীকার্য হইবে। ইহাতে সিদ্ধান্তীর একদেশী বলিতে পারেন যে তাঁহারা ভাবাদ্বৈতই স্বীকার করেন। ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত অবিদ্যানিবৃত্তির সত্তাস্বীকারে তাঁহাদের কোনও আপত্তি নাই। বলাই বাহুল্য, ইহা অদ্বৈতীর প্রকৃত উত্তর নহে। সিদ্ধান্তীর এইরূপ তুষ্যতু দুর্জন ন্যায়ে উত্তর উপস্থাপন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "যদ্বা আত্মান্যৈব নিবৃত্তিঃ। তত্র চানির্বাচ্যত্বং সদসদ্বিলক্ষণত্বং চেন্নিবৃত্তিরনির্বাচ্যৈব, অবিদ্যাদ্যন্যতরত্বে, তু নিবৃত্তিরমত্ত্বং তন্দ্রম্, ন চ নিবৃত্তের্নিবৃত্তির্যুক্তা। অনির্বাচ্যত্বং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বরূপং বাধ্যত্বং চেৎ, পঞ্চমপ্রকারঃ। উক্তং হি – ন সন্নাসন্ন সদসন্নানির্বাচ্যঞ্চ তৎক্ষয়ঃ।

যক্ষানুরূপো বলিরিত্যাচার্যাঃ প্রত্যপীপদন্।। ইতি।

এবং চ অদ্বৈতহানিঃ, সতো দ্বিতীয়স্যাভাবাৎ।নাপ্যবিদ্যান্যতরত্বাপত্তিঃ,অনির্বাচ্যত্বাভাবাৎ। অথবা ভাবাদ্বৈতমতে আত্মান্যৈব নিবৃত্তিরিতি।"[৬] পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট যে সিদ্ধান্তী অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষকে আত্মাভিন্ন বলিতে পারেন অথবা আত্মভিন্ন বলিতে

পারেন। অবিদ্যানিবৃত্তিকে যদি আত্মভিন্ন বলা হয়, তাহা হইলে দুইটি বিকল্প সম্ভব - অবিদ্যানিবৃত্তিকে হয় অনির্বাচ্য বলিতে হইবে অথবা উহাকে পঞ্চম প্রকার পদার্থ বলিতে হইবে। মোক্ষের স্বরূপবিষয়ে এইরূপ পক্ষত্রয়ই সম্ভব হওয়ায় সিদ্ধান্তীকে উক্ত পক্ষত্রয়ের কোনও একটি অবলম্বন করিয়াই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষের স্বরূপ উপপাদন করিতে হইবে।[৭]

অনন্তর এইপ্রকার পক্ষত্রয় খণ্ডনের নিমিত্ত ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছেন, "উচ্যত - "ন তবদাত্মান্যত্বপক্ষো যুক্তঃ, আত্মা বৃত্তিব্যাপ্যোহপি নেতি মতেহপসিদ্ধান্তাৎ। বৃত্ত্যুপলক্ষিতস্য বৃত্তেঃ পশ্চাদিব পূর্বমপি সত্তাচ্চ। পাকোপলক্ষিতোহপি পাকাৎপূর্বনস্ত্যেব। কিং তু তদজ্ঞানাৎপাচক ইত্যব্যবহারঃ।ন চাত্র মুক্ত ইতি ব্যবহারঃ সাধ্য,কিং তু মুক্তি। এবং চ - বৃত্ত্যোপলক্ষিতচিতঃ পশ্চাদিব পুরাপি চ।

সদ্ভাবান্মোহকালেহপি মোহহানিঃ প্রসজ্যতে।।[৮]

এইস্থলে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন যে অবিদ্যানিবৃত্তির আত্মভিন্নত্বপক্ষ অদ্বৈতী স্বীকার করিতেই পারেন না। কারণ অবিদ্যানিবৃত্তি অনির্বাচ্য হইলে উহা অবিদ্যা এবং তৎকার্যের অন্যতর হইবে। কিন্তু মোক্ষ যদি অবিদ্যা এবং অবিদ্যাকার্যের অন্যতর হয়, তাহা হইলে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষেরও নিবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অদ্বৈতীর পক্ষে মোক্ষের নিবৃত্তিস্বীকার সম্ভব নহে। মোক্ষ নিত্য বলিয়াই অদ্বৈতসিদ্ধান্তে মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলা হয়। মোক্ষ নিত্য না হইলে উহা পরমপুরুষার্থ হইতে পারিবে না এবং ফলতঃ মোক্ষকে অদ্বৈতশাস্ত্রের প্রয়োজনরূপেও গণ্য করা যাইবে না। অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষকে পঞ্চমপ্রকার পদার্থও বলা যাইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত সৎ পদার্থরূপে অবিদ্যানিবৃত্তিকে স্বীকার করিত হইবে এবং ইহার ফলে

অদ্বৈতহানি অনিবার্য হইবে। অতএব অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মভিন্ন পদার্থ হইতে পারে না। অগত্যা অবিদ্যানিবৃত্তিকে আত্মার সহিত অভিন্নই বলিতে হইবে। পূর্বেই *ন্যায়ামৃতকার* আপত্তি করিয়াছিলেন যে মোক্ষ আত্মভিন্ন হইলে নিত্য হইবে এবং নিত্য পদার্থ কদাপি সাধ্য না হওয়ায় মোক্ষের সাধনের উপদেশ ব্যর্থই হইবে। এইরূপ আপত্তির উত্তর প্রদানের নিমিত্ত সিদ্ধান্তী বলিয়া থাকেন ব্রহ্মবিষয়ক অখণ্ডাকারা অপরোক্ষবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিতচৈতন্যই অবিদ্যানিবৃত্তি। এইরূপ পক্ষের নিরসন করিতেই *ন্যায়ামৃতকার* পূর্বোদ্ধৃত সন্দর্ভে বলিয়াছেন, "আত্মা বৃত্তিব্যাপ্যোহপিনেতি মতেহপসিদ্ধান্তাৎ।" *ন্যায়ামৃতকারের* অভিপ্রায় এই যে বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যকে অবিদ্যানিবৃত্তি বলা হইলেও অপসিদ্ধান্ত দুষ্পরিহর হইবে। কোনও পুরুষ পাকক্রিয়ার দ্বারা উপলক্ষিত হইলে তবেই পাচকরূপে অভিহিত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। কিন্তু পাকক্রিয়ার পূর্বেও পাকোপলক্ষিত ব্যক্তির অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু তাঁহার পাকক্রিয়ারূপ উপলক্ষণ অজ্ঞাত হইলে তিনি 'পাচক' রূপে ব্যবহৃত হইবেন না। প্রকৃতস্থলে কোনও জীব 'মুক্ত'রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন কি না, ইহা বিচার্য বিষয় নহে। কোন জীব প্রকৃতপক্ষে মুক্ত অথবা মুক্ত নহেন ইহাই বিচার্য। যদি তিনি প্রকৃতপক্ষে মুক্ত পুরুষ হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ কী প্রকার, তাহাই এইস্থলে নিরূপণের প্রয়াস করা হইতেছে। পাকক্রিয়ারূপ উপলক্ষণের উৎপত্তির পূর্বেও যেরূপ পাচকরূপ উপলক্ষিত পদার্থের অস্তিত্ব থাকে, সেইরূপ বৃত্তিরূপ উপলক্ষণের উৎপত্তির পূর্বেও চৈতন্য থাকে। বস্তুতঃপক্ষে সিদ্ধান্তীর মতে চৈতন্য ত্রৈকালিকনিষেধের অপ্রতিযোগী হওয়ায় উহা বৃত্তিপূর্বকালেও থাকে। অতএব অদ্বৈতীকেও স্বীকার করিতে হইবে যে বৃত্তিপূর্বকালেও উপলক্ষিত চৈতন্য থাকে। কিন্তু অখণ্ডাকারা বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বকালকে সিদ্ধান্তী বন্ধকাল বা মোহকালই বলিবেন। এক্ষণে উপলক্ষিতচৈতন্য যদি বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বকালেও থাকে তাহা হইলে

বলিতে হইবে যে বন্ধকালে বা মোহকালেও অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ উপলক্ষিত চৈতন্য থাকে। কিন্তু তাহা হইলে বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বকালে অবিদ্যারূপ বন্ধ এবং অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ যুগপৎ থাকে, ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু সিদ্ধান্তী একইকালে যুগপৎ অবিদ্যারূপ বন্ধ এবং অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ স্বীকার করিতে পারেন না। এইকারণেই *ন্যায়ামৃতকার* বলিয়াছেন যে বৃত্ত্যুপলক্ষিত চৈতন্যকে অবিদ্যানিবৃত্তি বলা হইলেও অপসিদ্ধান্ত দুষ্পরিহর হইবে।

ইহার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তী বা সিদ্ধান্তীর একদেশী বলিতে পারেন যে, কোনও অসিদ্ধ পদার্থ কদাপি উপলক্ষণ হইতে পারে না, 'দেবদত্ত'নামক পাচক পাকক্রিয়া সম্পাদনের পূর্বে পাকক্রিয়ারূপ উপলক্ষণের অস্তিত্বই থাকে না। দেবদত্ত কোনও সময়ে পাকক্রিয়া সম্পাদন করিলে তবেই তিনি পাচকরূপে অভিহিত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। পাকক্রিয়া সম্পাদনের পূর্বে কোনও ব্যক্তিকেই 'পাচক'রূপে অভিহিত করা হয় না। অনুরূপভাবে প্রকৃতস্থলেও অখণ্ডাকারাবৃত্তির উৎপত্তির পূর্বকালে বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্য থাকে না। বৃত্ত্যুপহিতচৈতন্যই যদি অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বকালে বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যও থাকে না। সুতরাং অদ্বৈতমত অনুসারে অবিদ্যাকালে বা মোহকালেও অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ থাকে, এইপ্রকার আপত্তি যুক্তিসহ নহে।

ইহার উত্তরে *ন্যায়ামৃতকার* সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিতে পারেন, যে পাচকত্ব ধর্মকে পাচকের উপলক্ষণ বলা হয়, সেই পাচকত্ব বস্তুতঃপক্ষে কী প্রকার? উহা কি পাককর্তৃত্ব? অথবা উহা পাককর্তৃতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব? অথবা পাককর্তৃত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বরূপ পাককর্তৃত্বযোগ্যত্বই পাচকত্ব? এই প্রকার বিকল্পত্রয় উপস্থাপন পূর্বক ঐ সকল বিকল্প

খণ্ডনের নিমিত্ত বলিয়াছেন ‘কিং চ পাককর্তৃত্বং পাচকত্বমিতি মতে পশ্চান্ন পাচকঃ, তদ্ব্যবহারস্তু ভ্রষ্টাধিকারে দণ্ডনায়ক ইতিবদ ভূতপূর্বগত্যৈব। কর্তৃতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বরূপং কর্তৃত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বরূপং বা তদ্যোগ্যত্বং পাকানবচ্ছিন্নাধিকরণতাকবোধিতব্যাবৃত্ত্যধিকরণত্বরূপং পাকোপলক্ষিতত্বং বা পাচকত্বমিতি মতেহপি তদুভয়ং পশ্চাদপ্যস্তি। ন চেহ মুক্তাবাত্মাতিরিক্তং যোগ্যতাদ্যস্তি, চিন্মাত্রং তু প্রাগপি। এবং চ ‘বৃত্তোপলক্ষিতস্যাপি চিন্মাত্রত্বে ন সাধ্যতা। পাকোপলক্ষিতস্যেব ত্বাধিক্যে সবিশেষতা।।”[৯]

পূর্বে উল্লেখিত বিকল্পত্রয়ের মধ্যে প্রথম বিকল্প খণ্ডন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন যে যদি পাককর্তৃত্বই পাচকত্ব হয়, তাহা হইলে পাকক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবার পর পাচকের পাচকত্ব থাকিবে না। ইহার বিরুদ্ধে যদি আপত্তি করা হয় যে পাকক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবার পরও ঐ ব্যক্তি ‘পাচক’রূপে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে *ন্যায়ামৃতকার* বলিবেন যে এইপ্রকার ব্যবহার যথাযথ নহে। কোনও দণ্ডনায়ক স্বাধিকারভ্রষ্ট হইলে অথবা অধিকার হইতে তাহাকে অপসৃত করা হইলে ঐ ব্যক্তিকে ‘দণ্ডনায়ক’রূপে অভিহিত করা যেরূপ যুক্তিযুক্ত হয় না সেইরূপ যদি পাককর্তৃত্বই পাচকত্ব হয়, তাহা হইলে পাকক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর ঐ ব্যক্তির ‘পাচক’রূপে ব্যবহারও যথাযথ হয় না।

এইপ্রকার আপত্তি পরিহারের নিমিত্ত যদি বলা হয় যে পাককর্তৃতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বই পাচকত্ব অথবা পাককর্তৃত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বরূপ পাককর্তৃত্বযোগ্যত্বই পাচকত্ব, তবে ঐপ্রকার পাচকত্ব পাকক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবার পরবর্তীকালেও পাচকে ঐরূপ ধর্মদ্বয় থাকিবে, কারণ পাকক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবার পরও পাককর্তৃত্বের অবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা ঐ ব্যক্তি অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন। পাকক্রিয়া নিষ্পন্ন

হইবার পরও ঐ ব্যক্তি পাককর্তৃত্বের অত্যন্তাভাবের অধিকরণ না হওয়ায় ঐ ব্যক্তিতে পাকক্রিয়া নিষ্পত্তির অনন্তর পাককর্তৃত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বও থাকে। *ন্যায়ামৃত*কার আপত্তি করিতেছেন যে পূর্বোক্তপ্রকারে পাচকের পাচকত্ব উপপাদন করা সম্ভব হইলেও ঐরূপে বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যের মোক্ষত্ব উপপাদন করা যাইবে না। কারণ মুক্তির পরবর্তীকালে অবিদ্যাই না থাকায় চৈতন্যে যোগ্যত্ব প্রভৃতি ধর্মও থাকিতে পারে না। সিদ্ধান্তীর মতে চৈতন্য স্বরূপতঃ নির্ধর্মক হওয়ায় যে সকল ধর্মবিশিষ্ট বা ধর্মোপলক্ষিতরূপে চৈতন্য প্রতীয়মান হয়, সেই সকল ধর্মই অবিদ্যাপরিকল্পিত। অখণ্ডাকারা বৃত্তির দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে এই সকল ধর্ম চৈতন্যে থাকিতে পারিবে না। শুদ্ধচৈতন্যকেও সিদ্ধান্তী অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ বলিতে পারেন না। কারণ শুদ্ধচৈতন্য অখণ্ডাকারা বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বেও সৎ। সুতরাং সিদ্ধান্তী যদি চিন্মাত্রকে অবিদ্যানিবৃত্তি বলেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্তীকে বলিতে হইবে যে অখণ্ডাকারা বৃত্তির উৎপত্তির পূর্ববর্তীকালেও অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ থাকে। কিন্তু ইহা যে সিদ্ধান্তী বলিতেই পারেন না, তাহা পূর্বেই *ন্যায়ামৃত*কার প্রদর্শন করিয়াছেন।শুধু তাহাই নহে, শুদ্ধ চিন্মাত্রকে মোক্ষ বলা হইলে মোক্ষ অসাধ্য হইবে এবং উহার সাধনের উপদেশও ব্যর্থ হইবে। “বৃত্ত্যোপলক্ষিতস্যাপি” ইত্যাদি শ্লোকেও একই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যের চিন্মাত্রত্বে উহা সাধ্য হইবে না এবং উহা যদি পাকোপলক্ষিত ব্যক্তির ন্যায় বৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত হয়, তাহা হইলে মুক্তিকালে চৈতন্য বিশেষণযুক্তই হইবে। কিন্তু অদ্বৈতী মুক্তিকালে চৈতন্যকে বিশেষণযুক্ত বলিতে পারেন না।

অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষকে শুদ্ধ চিন্মাত্র বলা হইলে উহা সাধ্য হইবে না এবং মোক্ষ যদি অসাধ্য হয়, তাহা হইলে মোক্ষ এবং মোক্ষের সাধনবিষয়ক শাস্ত্রোপদেশ

সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক হইবে, মাধ্বসম্প্রদায়ের এইপ্রকার আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণের ফলে শুদ্ধচিত্ত যোগীর অন্তঃকরণে ব্রহ্মবিষয়ক অখণ্ডাকারা বৃত্তির উৎপত্তি হইলে তবেই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইয়া থাকে। শুদ্ধচৈতন্য সাধ্য না হইলেও অখণ্ডাকারা বৃত্তি অবশ্যই সাধ্য। বৃত্তি সাধ্য বলিয়াই বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যরূপ অবিদ্যানিবৃত্তিও সাধ্যই হইবে। ফলতঃ মোক্ষের সাধনবিষয়ক উপদেশ ব্যর্থ হইবে না।

এইপ্রকারে অদ্বৈতী *ন্যায়ামৃত*কারের দ্বারা উত্থাপিত মোক্ষের অসাধ্যতা প্রসঙ্গ নিবারণের প্রয়াস করিলে সিদ্ধান্তীর যুক্তি সর্বতোভাবে খণ্ডনের নিমিত্ত *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "কিং চ বৃত্ত্যুপলক্ষিতাত্মরূপস্যাজ্ঞানধ্বংসস্য প্রাগেব সিদ্ধত্বেন শ্রবণাদিবৈয়র্থ্যম্। অসিদ্ধত্বে নাত্মমাত্রত্বম, আত্মনো নিত্যসিদ্ধত্বাৎ। অভাবাপলাপপক্ষেহপি কৈবল্যাদিবিশিষ্টস্যৈবাধিকরণস্যাভাবাৎ। অন্যথা তত্রাপ্যুক্তদোষাৎ। আত্মান্যত্বে তু মুক্তাবপ্যবিদ্যাভেদয়োরনিবৃত্তিঃ। এবং চ –

প্রাগেব সিদ্ধো মোক্ষশ্ছ্রবণাদিশ্রমো বৃথা।

অসিদ্ধৌ নাত্মমাত্রত্বমন্যত্বে সদ্বিতীয়তা।।"[১০]

"চিন্মাত্রত্বে ন সাধ্যতা", *ন্যায়ামৃতে*র পূর্বোক্ত শ্লোকের এই অংশে মোক্ষের যে অসাধ্যত্বপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছিল, সিদ্ধান্তী যদি বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যের মোক্ষত্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার নিরসনের প্রয়াস করেন, তাহা হইলে সেই পক্ষও যে নির্দোষ হইবে না, ইহাই *ন্যায়ামৃতে*র "কিং চ বৃত্ত্যুপলক্ষিতাত্মরূপস্যাজ্ঞানধ্বংসস্য" ইত্যাদি অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই অংশে যে বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যের মোক্ষত্বপক্ষই খণ্ডিত হইয়াছে তাহা *ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী*র এই অংশের ব্যাখ্যায় পরিস্ফুত হইয়াছে। *ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী*কার

বলিয়াছেন, "ন সাধ্যতেতি।। ন চোপলক্ষণসাধ্যত্বেনৈব তদুপলক্ষিতস্য সাধ্যত্বমিতি বাচ্যম্। পরমপুরুষার্থে মোক্ষে ঔপচারিকপুরুষার্থত্বাপাতাৎ।"[১১] *ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী*কার বলিতেছেন যে অদ্বৈতী উপলক্ষণের সাধ্যতার দ্বারাও উপলক্ষিতচৈতন্যের সাধ্যতা উপপাদন করিতে পারেন না। কারণ তাহা হইলে সিদ্ধান্তীকে স্বীকার করিতে হইবে যে বৃত্তিরূপ উপলক্ষণের সাধ্যতা বৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিতচৈতন্যে আরোপিত হইয়া থাকে বলিয়াই বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যে 'সাধ্য' পদের ঔপচারিক বা গৌণপ্রয়োগ হইয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে যাহা উপলক্ষিত সেই চৈতন্য কদাপি সাধ্য হইতেই পারে না। কিন্তু এইপ্রকারে বৃত্তির সাধ্যতার দ্বারা যদি সিদ্ধান্তী মোক্ষের সাধ্যতা উপপাদনের প্রয়াস করেন তাহা হইলে মোক্ষের সাধ্যতা ঔপচারিক হইবে। অর্থাৎ মোক্ষের সাধ্যপদার্থরূপে উল্লেখ এবং ব্যবহারকে ঔপচারিকই বলিতে হইবে। কিন্তু যাহা সাধ্য নহে, তাহাকে পুরুষার্থ বলা যায় না। মোক্ষের সাধ্যত্ব ঔপচারিক হইলে উহার পুরুষার্থত্বও ঔপচারিক হইয়া যাইবে। সুতরাং সিদ্ধান্তী যদি বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যকেই অবিদ্যানিবৃত্তি বলেন, তাহা হইলে মোক্ষকে মুখ্যার্থে 'পুরুষার্থ'ই বলা যাইবে না।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যের মোক্ষত্বপক্ষ স্বীকৃত হইলে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষে পুরুষার্থব্যবহার ঔপচারিকই হইবে এইরূপ আপত্তি *ন্যায়ামৃততরঙ্গিণী*তে উপস্থাপিত হইলেও *ন্যায়ামৃত*কার কণ্ঠতঃ ঐরূপ আপত্তির অবতারণা করেন নাই। তিনি বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যের অজ্ঞানধ্বংসত্বপক্ষ খণ্ডন করিতে "কিং চ বৃত্ত্যুপলক্ষিতাত্মরূপস্যজ্ঞানধ্বংসস্য প্রাগেব সিদ্ধত্বেন" ইত্যাদি সন্দর্ভে যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ। বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যরূপ মোক্ষ যদি বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বেই

সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে পূর্বসিদ্ধ পদার্থের সিদ্ধির জন্য কৃত শাস্ত্রোপদেশকে সম্পূর্ণরূপেই নিরর্থকই বলিতে হইবে।

যদি বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বে বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্য অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহাকে আত্মাতিরিক্তই বলিতে হইবে। কারণ উহা যদি আত্মমাত্র হইত, তবে বৃত্তিপূর্বকালেও বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্য অসিদ্ধ হইতে পারিত না, ,কারণ আত্মা নিত্যসিদ্ধ। আত্মচৈতন্যকে সিদ্ধান্তী কোনও কালেই অসিদ্ধ বলিতে পারেন না। বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যকে সিদ্ধান্তী আত্মাতিরিক্ত বা আত্মভিন্নও বলিতে পারেন না। কারণ মোক্ষ যদি আত্মভিন্ন হয়, তাহা হইলে মুক্তিতে ভেদের অনিবৃত্তির আপত্তি হইবে। কিন্তু মুক্তিকালেও ভেদ নিবৃত্ত হয় না, ইহা অদ্বৈতী স্বীকার করিতেই পারেন না।ভেদমাত্রই অবিদ্যাপ্রযুক্ত। মুক্তিকালে যদি ভেদের নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্তীকে অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে যে মুক্তিতেও ভেদের প্রযোজক অবিদ্যা থাকিয়াই যায়। কিন্তু মুক্তিকালে যদি অবিদ্যা এবং অবিদ্যাপ্রযুক্তভেদ অনুবৃত্ত হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতী মোক্ষকে অবিদ্যানিবৃত্তি বলিতেই পারিবেন না।

এই সমস্ত আপত্তি পরিহার করিবার জন্য অদ্বৈতী যদি অজ্ঞানধ্বংসরূপ মোক্ষকে অভাবাত্মক বলেন, তাহা হইলে কৈবল্যবিশিষ্ট আত্মরূপ অধিকরণের অভাব স্বীকার করিতে হইবে। কারণ কৈবল্যবিশিষ্ট আত্মচৈতন্যরূপ অধিকরণ ভাবপদার্থ হইলে পূর্বোক্ত দোষেরই পুনরাবৃত্তি হইবে। ঐ অধিকরণ যদি বৃত্তির পূর্বে সিদ্ধ হয়, তবে শ্রবণাদি ব্যর্থ হইবে। উহা বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বে অসিদ্ধ হইলে আত্মমাত্র হইতে পারিবে না। কৈবল্যবিশিষ্ট অধিকরণ আত্মভিন্ন হইলে মুক্তিতে ভেদ এবং ভেদপ্রযোজক অবিদ্যার অনুবৃত্তি স্বীকার করিতে

হইবে। এই সমস্ত আপত্তিকে একটি শ্লোকের আকারে সংগৃহীত করিতেই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন –

"প্রাগেব সিদ্ধো মোক্ষশ্চেচ্ছ্রবণাদিশ্রমো বৃথা।

অসিদ্ধৌ নাত্মমাত্রত্বমন্যত্বে সদ্বিতীয়তা।।"

অর্থাৎ মোক্ষ বৃত্তিপূর্বকালে সিদ্ধ হইলে শ্রবণাদি ব্যর্থ। অসিদ্ধ হইলে মোক্ষ আত্মমাত্র নহে। মোক্ষ আত্মভিন্ন হইলে অদ্বৈতীর পক্ষে দ্বৈতাপত্তি অনিবার্য।

অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ আত্মস্বরূপও হইতে পারে না, আত্মভিন্নও হইতে পারে না, এইপ্রকারে *ন্যায়ামৃত*কার অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে উভয়তঃ পাশারজ্জু উপস্থাপন করিলে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে অবিদ্যানিবৃত্তি বা অবিদ্যাধ্বংসকে অধিষ্ঠানচৈতন্যস্বরূপই বলিতে হইবে, কারণ চৈতন্যের অতিরিক্ত অবিদ্যানিবৃত্তি স্বীকারে দ্বৈতাপত্তি অনিবার্য। কিন্তু অখণ্ডাকারা বৃত্তির দ্বারা প্রকাশিত বা জ্ঞাত অধিষ্ঠানচৈতন্যই অবিদ্যানিবৃত্তি। বৃত্তিপূর্বকালে অধিষ্ঠানচৈতন্য প্রকাশিত বা জ্ঞাত না হওয়ার মোক্ষকে অসাধ্য বলা যায় না।

এইরূপে সিদ্ধান্তী পূর্বোক্ত দোষসমূহ পরিহারের চেষ্টা করিলে *ন্যায়ামৃত*কার সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিবেন, "কিং চেয়ং প্রক্রিয়া কিমন্যত্রাপি? ইহৈব বা? নাদ্যঃ, বিম্বপ্রতিবিম্বৈক্যাজ্ঞাননিবৃত্তাবপি জ্ঞাতং তদৈক্যমিত্যাপত্ত্যা তদৈক্যধীকালে সোপাধিকতদ্ভেদভ্রমোপাদানাজ্ঞানানুবৃত্ত্যযোগাৎ। নান্ত্যঃ নিয়ামকাভাবাৎ।"[১২] সিদ্ধান্তী যদি বৃত্তির দ্বারা জ্ঞাত বা প্রকাশিত আত্মচৈতন্যকেই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ বলেন, তবে *ন্যায়ামৃতকার* সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিবেন যে সিদ্ধান্তী কি অখণ্ডাকারা বৃত্তির দ্বারা অধিষ্ঠানচৈতন্যের প্রকাশভিন্নস্থলেও উক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন অথবা কেবল অধিষ্ঠানচৈতন্যের প্রকাশস্থলেই ঐ প্রক্রিয়া অনুসৃত হইয়া থাকে? অন্যত্রও অদ্বৈতী এই

প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন, ইহা বলা যায় না। কারণ তাহা হইলে অদ্বৈতীকে বলিতে হইবে যে বিম্ব-প্রতিবিম্বের জ্ঞাত ঐক্যই বিম্ব-প্রতিবিম্বের ঐক্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তিস্বরূপ। কিন্তু বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের ঐক্যজ্ঞান হইলেও উপাধিবশতঃ বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের মধ্যে ভেদের ভ্রম হয়। ফলতঃ বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের ঐক্যধীকালেও উক্ত সোপাধিকভেদভ্রমের উপাদানীভূত অজ্ঞানের অনুবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের ঐক্যধী উক্ত ঐক্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তিস্বরূপ হইতে পারে না। কারণ ঐক্যধী বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের মধ্যে ঐক্যাজ্ঞাননিবৃত্তিস্বরূপ হইলে ঐক্যধী এবং ঐক্যজ্ঞান যুগপৎ থাকিতে পারিত না। দ্বিতীয় বিকল্পও সিদ্ধান্তী স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ উক্ত প্রক্রিয়াকে প্রকৃতস্থলে বা অজ্ঞাননিবৃত্তিস্থলে সীমাবদ্ধ রাখিতে পারে, এইরূপ কোনও নিয়ামক প্রদর্শন করা যায় না। সুতরাং যে প্রক্রিয়া অবলম্বনপূর্বক সিদ্ধান্তী অজ্ঞাননিবৃত্তিকে অধিষ্ঠানচৈতন্যস্বরূপ বলিয়া থাকেন, সেই প্রক্রিয়াই যুক্তিযুক্ত নহে।

ন্যায়মৃতকার পুনরায় আপত্তি করিতে পারেন যে অখণ্ডাকারা বৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাই যদি অবিদ্যানিবৃত্তিস্বরূপ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে জীবন্মুক্তিকালেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়,কারণ জীবন্মুক্তিকালেও বৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মচৈতন্য থাকে। কিন্তু জীবন্মুক্তিকালে অবিদ্যার নিবৃত্তি সিদ্ধান্তী স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ জীবন্মুক্তিকালেই যদি অবিদ্যার ধ্বংস হয় তাহা হইলে জীবন্মুক্তিকালেই বিদেহমুক্তি হইয়া যাইবে এবং জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহধারণ সম্ভব হইবে না। এই প্রকার আপত্তি উপস্থাপন করিতে *ন্যায়মৃত*কার বলিয়াছেন, "অপি চ বৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মা জীবন্মুক্তাবপ্যস্তীতি তদাপি মোক্ষঃ স্যাৎ।"[১৩]

এই প্রকার আপত্তি পরিহার করিতে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে সর্বকর্মনাশের দ্বারা উপলক্ষিতত্ববিশিষ্ট অখণ্ডাকারা বৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাই চরমমুক্তি বা বিদেহমুক্তি। এইরূপে বিদেহমুক্তির লক্ষণ প্রদান করা হইলে জীবন্মুক্তিকালেই বিদেহমুক্তির আপত্তি হইবে না; কারণ জীবন্মুক্তিকালে বৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মা থাকিলেও সর্বকর্মনাশের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মা থাকে না। সিদ্ধান্তী বা সিদ্ধান্তীর একদেশী এইরূপে পূর্বোক্ত আপত্তি খণ্ডনের প্রয়াস করিলে *ন্যায়ামৃতকার* ঐরূপ বিকল্প খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন, "ন চ সর্বকর্মনাশোপলক্ষিতত্বে সতি বৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মা মোক্ষঃ, তদা চারব্ধকর্মাস্তীতি বাচ্যম, বিশেষ্যবৈয়র্থ্যাৎ। কর্মনাশোপলক্ষিতস্য কর্মকালেহপি সত্ত্বাচ্চ। অবিদ্যানাশ ইব কর্মনাশেহপ্যাত্মমাত্রত্বে তদন্যত্বে চোক্তদোষাচ্চ।"[১৪] *ন্যায়ামৃতকার*ের তাৎপর্য এই যে সর্বকর্মনাশোপলক্ষিতত্ববিশিষ্ট বৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ, এইরূপে বিদেহমুক্তির স্বরূপনির্বচন না করিয়া সর্বকর্মনাশোপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ, এইপ্রকারেই বিদেহমুক্তির স্বরূপনির্বচন সম্ভব। কারণ বিদেহমুক্তিতে সর্বকর্মনাশ হইলেও জীবন্মুক্তিকালে সর্বকর্মের নাশ হয় না। সুতরাং সর্বকর্মনাশোপলক্ষিত বৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ এইরূপে বিদেহমুক্তির লক্ষণ প্রদান করা হইলে ঐ লক্ষণের বৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মচৈতন্যরূপ বিশেষ্যাংশ ব্যর্থই হইবে। এতদ্ব্যতীত কর্মনাশের দ্বারা উপলক্ষিত চৈতন্য কর্মকালেও থাকে। অবিদ্যানাশের ন্যায় কর্মনাশের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মা মোক্ষ বলা হইলে পূর্বোক্ত দোষসমূহের পুনরাবৃত্তি হইবে। যথা সর্বকর্মনাশের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মচৈতন্যকে মোক্ষ বলা হইলে হয় উহা আত্মমাত্র হইবে অথবা আত্মভিন্ন হইবে। উক্তপ্রকার মোক্ষ আত্মমাত্র হইলে মোক্ষের অসাধ্যত্বপ্রসঙ্গ হইবে। কর্মনাশোপলক্ষিত আত্মা আত্মভিন্ন হইলে মোক্ষেও ভেদের প্রসক্তি হইবে। এতদ্ব্যতীত আত্মভিন্ন মোক্ষ অনির্বচনীয় হইলে মোক্ষেরও নিবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। অপরপক্ষে আত্মভিন্ন মোক্ষ পঞ্চমপ্রকার

পদার্থ হইলে অদ্বৈতহানি হইবে। সুতরাং কর্মনাশোপলক্ষিত আত্মাকে মোক্ষ বলা হইলে বৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মার মোক্ষত্বপক্ষের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত আপত্তিই পুনরুজ্জীবিত হইবে।

সিদ্ধান্তী বা সিদ্ধান্তীর একদেশী বলিতে পারেন যে বৃত্তিনিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাই মুক্তি; বৃত্তিনিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মা বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বকালে থাকিতে পারে না। ফলতঃ কর্মনাশের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মা কর্মকালেও থাকে, এইপ্রকার আপত্তি বৃত্তিনিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মার মোক্ষত্বপক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইতে পারিবে না। সিদ্ধান্তী এই প্রকার পক্ষ অবলম্বন করিয়া পূর্বোক্ত দোষসমূহ নিরাকরণের চেষ্টা করিলে *ন্যায়ামৃত*কার পূর্বোক্ত যুক্তির অতিদেশের দ্বারাই ঐরূপ পক্ষ খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন, "এতেন বৃত্তিনিবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মা মুক্তিঃ, স চ বৃত্তেঃ প্রাঙ্নাস্তীতি নিরস্তম্, বৃত্তিনিবৃত্তেরাত্মত্বাদাবুক্তদোষাৎ। জীবন্মুক্তস্য সুষুপ্ত্যাদৌ বৃত্তিনিবৃত্ত্যুপলক্ষিতস্য সত্ত্বাচ্চ।" [১৫]এইরূপ পক্ষ খণ্ডন করিতে আচার্য ব্যাসতীর্থ বলিয়াছেন যে বৃত্তিনিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাকে মুক্তি বলা হইলে পূর্বোক্ত দোষসমূহের পুনরাবৃত্তি দুর্নিবার হইবে। কারণ সিদ্ধান্তী এইরূপ পক্ষ স্বীকার করিলে পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইবে যে বৃত্তিনিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মা যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে সেইরূপ মুক্তি আত্মমাত্র অথবা আত্মভিন্ন। উহা আত্মমাত্র হইলে অসাধ্য হইবে এবং মুক্তির সাধনরূপে শ্রবণাদির উপদেশও ব্যর্থ হইবে। অপরপক্ষে উহা যদি আত্মভিন্ন হয় তাহা হইলে উহা হয় অনির্বচনীয় হইবে অথবা কোনও পঞ্চমপ্রকার পদার্থ হইবে। মুক্তি যদি অনির্বচনীয় হয়, তাহা হইলে মুক্তির নিবৃত্তিপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে এবং উহা কোন পঞ্চমপ্রকার পদার্থ হইলে দ্বৈতাপত্তি অনিবার্য হইবে। এতদ্ব্যতীত জীবন্মুক্তের সুষুপ্ত্যবস্থায় বৃত্তিনিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মা থাকায়

তৎকালে মুক্তির আপত্তি হইবে। এইরূপে পূর্বোক্তযুক্তিসমূহের অতিদেশের দ্বারাই আচার্য ব্যাসতীর্থ প্রতিপাদন করিলেন যে বৃত্তিনিবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাকেও মুক্তি বলা যায় না।

এইসকল আপত্তির নিরসনের নিমিত্ত সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে চরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ। জীবন্মুক্তিকালে চরমসাক্ষাৎকারের উৎপত্তি হয় না বলিয়াই জীবন্মুক্তির অনন্তরও সুখদুঃখভোগের অনুবৃত্তি হয় এবং জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকেও সুখদুঃখভোগের আয়তনস্বরূপ দেহধারণ করিতে হয়।

এইরূপ পক্ষ প্রাপ্ত হইলে তাহার নিবৃত্তির জন্য *ন্যায়ামৃতকার* বলিয়াছেন, "এতেনৈব চরমসাক্ষাৎকারেণ নিবৃত্তে ন তেন, বোপলক্ষিত আত্মা মোক্ষঃ। জীবন্মুক্তৌ চ ন চরমঃ সাক্ষাৎকারোহস্তীতি নিরস্তম্, চরমসাক্ষাৎকারপশ্চাদিব পূর্বমপি তদুপলক্ষিতস্য সত্ত্বাৎ। সন্নিবৃত্তেরাত্মত্বাদৌ দোষোক্তেশ্চ। পূর্বস্মাচ্চরমজ্ঞানে আনন্দাভিব্যক্তিরূপ বিশেষাভাবে চরমক্ষণেন বা চরমশ্বাসেন বোপলক্ষিত আত্মা মুক্তিরিত্যাপাতাচ্চ। এবং চ –

নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞানত্বেনোপলক্ষিতঃ।

ইত্যেতন্নৈব ঘটতে জীবন্মুক্তৌ প্রসক্তিতঃ।[১৬]।

আচার্য ব্যাসতীর্থের অভিপ্রায় এই যে চরমসাক্ষাৎকারের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি বা চরমসাক্ষাৎকারের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাই পরমমুক্তি বা বিদেহমুক্তি, আপত্তি না হইলেও এই পক্ষেও পূর্বোক্ত দোষসমূহের অনুবৃত্তি দুষ্পরিহরই হইবে। কারণ চরমসাক্ষাৎকারের পূর্বেও চরমসাক্ষাৎকারের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মা থাকায় চরমসাক্ষাৎকারের উৎপত্তির পূর্বেই বিদেহমুক্তির আপত্তি হইবে। এই পক্ষের বিরুদ্ধেও প্রশ্ন হইবে যে

চরমসাক্ষাৎকারের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মরূপমুক্তি আত্মস্বরূপ অথবা আত্মভিন্ন? যদি উহা আত্মমাত্র হয় তাহা হইলে উহা আসাধ্য হইবে। উহা আত্মভিন্ন এবং অনিবার্য হইলে বিদেহমুক্তিরও নিবৃত্তি স্বীকারপূর্বক বলিতে হইবে যে বিদেহমুক্তির পরও জীবের পুনরাবর্তন হয়। ঐপ্রকার মুক্তি অন্য কোনও প্রকার সৎ পদার্থ হইলে দ্বৈতাপত্তি অনিবার্য হইবে। এতদ্ব্যতীত যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা জীবন্মুক্তি উৎপন্ন হয় সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সহিত চরমসাক্ষাৎকারের কোনওই প্রভেদ নাই। জীবন্মুক্তিকালে এবং চরমসাক্ষাৎকারকালে যে আনন্দের অভিব্যক্তি হয়, তাহাদের মধ্যেও স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য থাকে না। এই কারণেই চরমসাক্ষাৎকারের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাই মুক্তি, ইহা সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না। অগত্যা সিদ্ধান্তীকে ইহাই বলিতে হইবে যে চরমক্ষণের দ্বারা বা চরমশ্বাসের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাই মুক্তি। এই সমস্ত যুক্তিকেই *ন্যায়ামৃত*কার একটি শ্লোকের আকার সংগৃহীত করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন যে জ্ঞানের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাই অজ্ঞাননিবৃত্তিরূপ মোক্ষ ইহা সিদ্ধান্তী কোনও প্রকারেই উপপাদন করিতে পারেন না, কারণ জীবন্মুক্তিকালেও জ্ঞানের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মচৈতন্য থাকায় জীবন্মুক্তিতে পরমমুক্তির আপত্তি দুষ্পরিহর হইবে। সুতরাং বৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাই মোক্ষ এইরূপ মোক্ষলক্ষণ স্বীকৃত হইলে জীবন্মুক্তিতে উক্ত লক্ষণ গমন করায় ঐ লক্ষণ অতিব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হইবে।

ন্যায়ামৃতকার পুনরায় আপত্তি করিয়াছেন যে অদ্বৈতমত অনুসারে যাহা বেদান্তবাক্য শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা সাধ্য, তাহাই পুরুষার্থ হইবে, অন্যথা বেদান্তবাক্য শ্রবণাদির উপদেশ নিতান্তই ব্যর্থ হইবে। কিন্তু নিরতিশয় আনন্দাভিব্যক্তিস্বরূপ আত্মা জীবের পরম প্রয়োজন বলিয়া পুরুষার্থ হইলেও উহা নিত্য বলিয়া কৃতিসাধ্য হইতে পারে

না। সুতরাং অদ্বৈতী নিরতিশয় আনন্দাভিব্যক্তিস্বরূপ আত্মাকে পুরুষার্থ বলিতে পারেন না। এই প্রকার আপত্তি উপস্থাপন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "কিং চ বেদান্তশ্রবণাদিসাধ্যেন পুরুষার্থেন ভাব্যম্, ন চ ত্বন্মতে তদ্যুক্তম্। মুক্ত্যনুসূতস্য সুখজ্ঞপ্তিরূপস্যাত্মনঃ পুরুষার্থত্বেহপ্যসাধ্যত্বাৎ।"[১৭] এইরূপ আপত্তির উত্তর প্রদানের নিমিত্ত যদি অদ্বৈতী বলেন যে আনন্দাভিব্যক্তিস্বরূপ আত্মা কৃতিসাধ্য না হইলেও বৃত্তি সাধ্যপদার্থ হওয়ায় চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাকে কৃতিসাধ্যই বলিতে হইবে, তবে সেইরূপ বিকল্প খণ্ডনের নিমিত্ত *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিতস্যাপ্যদ্বৈতভঙ্গাপত্ত্যা সিদ্ধাত্মমাত্রত্বাৎ। বৃত্তেস্তু সাধ্যত্বেহপি স্বতোহপুরুষার্থত্বাৎ। তথা চাত্মান্যোবৃত্তিসাধ্য আবরণনিবৃত্তিরূপ আনন্দপ্রকাশঃ পুরুষার্থো বক্তব্য ইতি কথমাত্মৈব নিবৃত্তিঃ। এবং চ –

যঃ পুমর্থঃ স সাধ্যো ন আত্মানন্দচিদাত্মকঃ।

যা চ সাধ্যা বৃত্তিরিষ্টা ন তত্র পুরুষার্থতা।।

তস্মান্নাজ্ঞানহানিরাত্মস্বরূপম্।"[১৮]

ন্যায়ামৃতকার পূর্বোক্ত আপত্তি পুনরুজ্জীবিত করিয়া বলিয়াছেন যে চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মাকে অদ্বৈহানির ভয়ে যদি আত্মমাত্র বলা হয়, তাহা হইলে ঐপ্রকার মোক্ষ নিত্য এবং সিদ্ধপদার্থ হওয়ায় কৃতিসাধ্য হইবে না। অপরপক্ষে বৃত্তি জড়পদার্থ হওয়ায় স্বতঃ পুরুষার্থ হইতে পারে না। সুতরাং আত্মভিন্ন বৃত্তির দ্বারা সাধ্য আবরণনিবৃত্তিরূপ আনন্দাভিব্যাক্তিকেই পুরুষার্থ বলিতে হইবে। অতএব, অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মমাত্রই, আত্মস্বরূপ হইতে অতিরিক্ত নহে, ইহা অদ্বৈতী বলিতে পারেন না। এই সমস্ত আপত্তিকে সংগৃহীত করিয়া আচার্য ব্যাসতীর্থ একটি শ্লোকের আকারে ব্যক্ত

করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য এই যে চিদানন্দস্বরূপ আত্মা পুরুষের ইষ্ট বলিয়া পুরুষার্থ হইতে পারিলেও সাধ্য নহে।যাহা সাধ্য সেই বৃত্তি পুরুষের ইষ্ট না হওয়ায় পুরুষার্থ নহে।সুতরাং অদ্বৈতী অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষকে আত্মস্বরূপ বলিতে পারেন না।

অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষকে যে অদ্বৈতী অনির্বাচ্যও বলিতে পারেন না, তাহা প্রতিপাদন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "অনির্বাচ্যত্বপক্ষোহপ্যযুক্তঃ। অনির্বাচ্যস্যাধ্যস্তত্বেন মোক্ষে তদধ্যাসোপাদানাজ্ঞানানুবৃত্ত্যাপত্তেঃ।"[১৯] *ন্যায়ামৃত*কার এই সন্দর্ভে বলিয়াছেন যে অদ্বৈতী অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষকে অনির্বাচ্যও বলিতে পারেন না। কারণ অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ অনির্বাচ্য হইলে অধ্যস্ত হইবে। কিন্তু মোক্ষ যদি অধ্যস্ত হয়, তাহা হইলে মোক্ষদশায় অধ্যাসের উপাদানকারণ অজ্ঞানের অনুবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে।

এইপ্রকার আপত্তি পরিহারের নিমিত্ত যদি অবিদ্যানিবৃত্তিকে অভাবস্বরূপ বলা হয়, তাহা হইলে ঐরূপ পক্ষ নিরসন করিতে আচার্য ব্যাসতীর্থ বলিয়াছেন, "অধ্যস্তস্যাপ্যভাবত্বেন নিরুপাদানত্বে সঘটে ঘটাভাবাধ্যাসস্য প্রপঞ্চান্তর্গতস্য ঘটধ্বংসস্য ঘটান্যোহন্যাভাবস্য চ জ্ঞানান্নিবৃত্তির্ন স্যাৎ।"[২০] *ন্যায়ামৃত*কারের তাৎপর্য এই যে যদি সিদ্ধান্তী অবিদ্যানিবৃত্তিকে অভাবাত্মক বা ভাববিলক্ষণ বলিয়া নিরুপাদান বলেন, তাহা হইলে ঘটবিশিষ্ট অধিকরণে ঘটাভাবের অধ্যাস হইলে সেই অধ্যস্ত ঘটাভাবকেও নিরুপাদান বলিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত, অভাব নিরুপাদান হইলে জগতের অন্তর্গত ঘটধ্বংস অথবা ঘটের অন্যোন্যাভাব প্রভৃতি অভাবকেও নিরুপাদান বলিতে হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে এই সমস্ত অভাবকে নিরুপাদান বলা হইলেই বা ক্ষতি কী? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য ব্যাসতীর্থ বলিয়াছেন যে অবিদ্যানিবৃত্তি এবং অন্যান্য সকল অভাব নিরুপাদান হইলে

অজ্ঞানোপাদানক হইবে না। অভাবপদার্থসমূহ অজ্ঞানোপাদানক না হইলে চরম ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও ঐ সকল অভাব পদার্থের নিবৃত্তি হইবে না। চরম ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তির দ্বারা অভাবের নিবৃত্তি না হইলে অদ্বৈতহানি অনিবার্য হইবে।

*ন্যায়ামৃত*কার পুনরায় সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষকে যদি অনির্বচনীয় বলা হয়, তাহা হইলে সেইরূপ অবিদ্যানিবৃত্তি বাধ্য হইবে অথবা অবাধ্য হইবে? উহা যদি অবাধ্য হয়, তাহা হইলে অবিদ্যানিবৃত্তিতে অবাধ্যত্ব বা অবাধিতত্বরূপ পারমার্থিক সৎপদার্থের লক্ষণ প্রসক্ত হওয়ায় ঐ প্রকার অবাধ্য অবিদ্যানিবৃত্তিকে পারমার্থিক সৎপদার্থই বলিতে হইবে। ফলতঃ অবিদ্যানিবৃত্তি সদ্বিলক্ষণ না হওয়ায় উহাকে অনির্বাচ্য বলা যাইবে না। অপরপক্ষে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ বাধ্য হইলে অবিদ্যানিবৃত্তিও চরম ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা বাধ্য হইবে। সিদ্ধান্তী স্বয়ং প্রতিপন্ন উপাধিতে ত্রৈকালিকসত্ত্বের নিষেধকেই বাধ্যত্বরূপ মিথ্যাত্ব বলিয়া থাকেন। সুতরাং, অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ যদি বাধ্য হয়, উহা ত্রৈকালিকসৎ বা পারমার্থিকসৎ পদার্থ হইতে পারে না। অতএব চরম ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তিরও নিবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ অনির্বাচ্য হইলে উহার অবাধ্যত্ব বা বাধ্যত্ব কোনও পক্ষই যে অদ্বৈতীর অভিপ্রেত হইবে না, তাহা প্রদর্শন করিতে ন্যায়ামৃতকার বলিয়াছেন, "কিং চ নিবৃত্তেরবাধ্যত্বে কথমবাধ্যরূপসদ্বৈলক্ষণ্যম্? বাধ্যত্বে তু তন্নিবৃত্তিঃ স্যাৎ। জ্ঞানান্নিবৃত্তেরেব বাধ্যত্বাৎ। প্রতিপন্নোপাধে ত্রৈকালিকনিষেধস্যাপি তদ্ব্যাপ্তত্বাৎ।"[২১] ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী যদি বলেন যে নিবৃত্তির নিবৃত্তি যুক্তিযুক্ত না হওয়ায় উহা সম্ভবই নহে, তবে সিদ্ধান্তীর ঐরূপ উত্তর খণ্ডন করিতেই *ন্যায়ামৃতকার* বলিয়াছেন, "নিবৃত্তের্নিবৃত্তিরযুক্তেতি চেন্ন, অত

এবানিষ্টত্বেব তব তদাপাদনাৎ।"[২২] আচার্য ব্যাসতীর্থের অভিপ্রায় এই যে অবিদ্যানিবৃত্তিকে অনির্বাচ্য বলা হইলে সিদ্ধান্তীকে নিবৃত্তির নিবৃত্তিরূপ অযৌক্তিক অনিষ্টপ্রসঙ্গই স্বীকার করিতে হইবে। অবিদ্যানিবৃত্তির অনির্বাচ্যত্বপক্ষ অঙ্গীকার করিলে নিবৃত্তির নিবৃত্তি স্বীকার্য হওয়ায় সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে নিবৃত্তির নিবৃত্তি অযৌক্তিক নহে এবং অবিদ্যানিবৃত্তির নিবৃত্তি স্বীকার করিলেই যে অবিদ্যার উন্মজ্জন স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। কারণ ন্যায়াদিসম্প্রদায়ের মতেও ঘটের উৎপত্তি হইলে ঘটপ্রাগভাবের নাশ হয়। অনন্তর ঘটধ্বংস হইলেও ঘটপ্রাগভাবের পুনরুন্মজ্জন হয় না। অনুরূপভাবে সিদ্ধান্তীও বলিতে পারেন যে অবিদ্যানিবৃত্তির নিবৃত্তি হইলেও অবিদ্যার পুনরুন্মজ্জন হয় না। এইপ্রকার সম্ভাব্য বিকল্প উত্থাপনপূর্বক খণ্ডন করিতে আচার্য ব্যাসতীর্থ বলিয়াছেন, "ন চ নিবৃত্তের্নিবৃত্তিরস্ত অজ্ঞানানুন্মজ্জনং তু প্রাগভাবনিবৃত্তিরূপঘটনাশেহপি প্রাগভাবস্যেব যুক্তমিতি বাচ্যম, অপ্রামাণিকানন্তানিবৃত্ত্যাপাতাৎ, আত্মান্যস্যাভাবাৎ। তন্মাত্রস্য চাহেতুত্বেন নিবৃত্তের্নিবৃত্তিহেত্বভাবাচ্চ।"[২৩] অর্থাৎ নিবৃত্তির নিবৃত্তি স্বীকার করা হইলে অপ্রামাণিক অনন্ত নিবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে। কারণ নিবৃত্তির নিবৃত্তিও অনির্বাচ্য এবং বাধ্য হওয়ায় চরম ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা তাহারও নিবৃত্তি হইবে।এইপ্রকার অপ্রামাণিক অনন্ত নিবৃত্তি সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত হইতেই পারে না। কারণ অদ্বৈতমত অনুসারে চরম ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা মোক্ষ উৎপন্ন হইলে আত্মভিন্ন সকল পদার্থেরই অভাব হইয়া থাকে। যদি অবিদ্যানিবৃত্তির অনন্তর আত্মভিন্ন পদার্থ অঙ্গীকৃত হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতহানি অনিবার্য হইবে। অগত্যা যদি সিদ্ধান্তী নিবৃত্তির নিবৃত্তিকে আত্মমাত্র বলেন, তবে উহা অসাধ্য এবং অহেতুক হওয়ায় নিবৃত্তির নিবৃত্তিকেও অহেতুক বলিতে হইবে। এইরূপে *ন্যায়ামৃত*কার প্রতিপাদন করিয়াছেন যে অবিদ্যানিবৃত্তির অনির্বাচ্যত্বপক্ষ সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত হইতেই পারে না।

অগত্যা সিদ্ধান্তী বা সিদ্ধান্তীর একদেশী বলিতে পারেন যে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ সৎও নহে, অসৎ ও নহে, সদসৎও নহে, এবং সদসদ্বিলক্ষণ অনির্বচনীয় পদার্থও নহে, কিন্তু পূর্বোক্ত চতুর্বিধ পদার্থ হইতে ভিন্ন পঞ্চমপ্রকার পদার্থ। এইরূপ বিকল্প যদি সিদ্ধান্তী অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সেই পক্ষ খণ্ডনের নিমিত্ত *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "পঞ্চমপ্রকারত্বপক্ষোহপ্যযুক্তঃ, চতুর্থপ্রকারত্বস্যেব নিরস্তত্বেন তস্যাষ্টমরসতুল্যত্বাৎ বৌদ্ধৈরপি -"ন সন্নাসন্ন সদসন্ন চাপ্যনুভয়াত্মকম্।

চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং তত্ত্বং মাধ্যমিকা বিদুঃ।।

ইত্যুক্তত্বেন তত্ত্বস্থিতৌ বৌদ্ধমতানুসরণাপাতাচ্চ

বাধ্যত্বাবাধ্যত্বয়ো র্দোষোক্তেশ্চ।।[২৪]

আচার্য ব্যাসতীর্থ এই সন্দর্ভে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে সৎ, অসৎ, সদসৎ এবং সদসদ্বিলক্ষণ, এই চতুবিধ পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পঞ্চমপ্রকার পদার্থ নিতান্তই অলীক। যেমন অষ্টমরসের অস্তিত্ব কেহই স্বীকার করেন না, সেইরূপ সৎ, অসৎ, সদসৎ এবং সদসদ্বিলক্ষণ হইতে ভিন্ন পঞ্চমপ্রকার পদার্থও স্বীকার করা যায় না। এতদ্ব্যতীত মাধ্যমিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় তত্ত্বকে চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত বলিয়া থাকেন। সুতরাং সিদ্ধান্তী যদি অবিদ্যানিবৃত্তিকে সৎ, অসৎ, সদসৎ এবং সদসদ্বিলক্ষণ হইতে ভিন্ন পঞ্চমপ্রকার পদার্থ বলেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্তীর পক্ষে বৌদ্ধমতপ্রবেশ অনিবার্য হইবে।কারণ মাধ্যমিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ই তত্ত্বকে চতুষ্কোটিবিনির্মুক্ত বলিয়া থাকেন।এতদ্ব্যতীত মোক্ষকে সৎ, অসৎ, সদসৎ এবং সদসদ্বিলক্ষণ হইতে পঞ্চমপ্রকার বলা হইলেও সেই পঞ্চমপ্রকার মোক্ষ বিষয়েও পুনরায় একই আপত্তি হইবে যে উক্ত পঞ্চমপ্রকার মোক্ষ অবাধ্য অথবা বাধ্য? উহা অবাধ্য হইলে মোক্ষ পারমার্থিক সৎপদার্থই হইবে। ফলতঃ উহাকে পঞ্চমপ্রকার

পদার্থরূপে গণ্য করিবার কোনও যৌক্তিকতাই থাকিবে না। উহা বাধ্য হইলে মোক্ষেরও নিবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে এবং মোক্ষের বাধ্যত্বপক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল আপত্তিই পুনরায় উত্থাপিত হইবে। মোক্ষের পঞ্চমপ্রকারত্বের বিরুদ্ধে এইরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতেই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "বাধ্যত্ত্বাবাধ্যত্বয়োর্দোষোক্তেশ্চ।"[২৫] অবিদ্যানিবৃত্তির পঞ্চমপ্রকারত্বপক্ষে অন্যবিধ দোষও বিদ্যমান। অবিদ্যানিবৃত্তি পঞ্চমপ্রকার পদার্থ হইলে উহা অবশ্যই দৃশ্য হইবে। কারণ অবিদ্যানিবৃত্তি যদি দৃশিস্বরূপ হইত, তাহা হইলে ঐরূপ অবিদ্যানিবৃত্তি দৃশিস্বরূপ আত্মার সহিত অভিন্ন হওয়ায় উহাকে সৎস্বরূপই বলিতে হইত। সুতরাং যাহা পঞ্চমপ্রকার পদার্থ তাহা অবশ্যই দৃশ্য হইবে। দৃশ্যত্ব সিদ্ধান্তীর মতে মিথ্যাত্বের সাধকহেতু হওয়ায় অবিদ্যানিবৃত্তিকেও মিথ্যা এবং অনির্বাচনীয়ই বলিতে হইবে। যদি অদ্বৈতী অবিদ্যানিবৃত্তি দৃশ্য হওয়া সত্ত্বেও উহাকে মিথ্যা এবং অনির্বচনীয় না বলেন, তাহা হইলে দৃশ্যত্ব হেতুকে ব্যভিচারী বলিতে হইবে। কারণ অবিদ্যানিবৃত্তিতে দৃশ্যত্ব থাকিলেও মিথ্যাত্বরূপ অনির্বাচ্যত্ব থাকিবে না। কিন্তু দৃশ্যত্ব হেতু ব্যভিচারী হইলে অদ্বৈতবেদান্তিগণ দৃশ্যত্বহেতুর দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতে পারিবেন না। সুতরাং অবিদ্যানিবৃত্তিকে পঞ্চমপ্রকার বলা হইলে অদ্বৈতীর পক্ষে সিদ্ধান্তহানি অনিবার্য। অবিদ্যানিবৃত্তি পঞ্চমপ্রকার পদার্থ হইলে উহাকে প্রাতিভাসিক এবং ব্যাবহারিক পদার্থসমূহ হইতে ভিন্নপ্রকারই বলিতে হইবে। কারণ সিদ্ধান্তীর মতে সকল প্রাতিভাসিক এবং ব্যাবহারিক পদার্থ অনির্বচনীয় বা মিথ্যাই হইয়া থাকে। কিন্তু অবিদ্যানিবৃত্তি যদি প্রাতিভাসিক এবং ব্যাবহারিক পদার্থসমূহ হইতে ভিন্ন প্রকার হয়, তাহা হইলে উহাকে পারমার্থিকসৎ পদার্থই বলিতে হইবে; কারণ অদ্বৈতসিদ্ধান্তে পারমার্থিক ব্যাবহারিক এবং প্রাতিভাসিকভেদে সত্তা ত্রিবিধই হইয়া থাকে।ফলতঃ যাহা প্রাতিভাসিকসৎ বা ব্যাবহারিকসৎ নহে, তাহা অবশ্যই পারমার্থিকসৎ পদার্থ হইবে। কিন্তু

অবিদ্যানিবৃত্তি যদি আত্মা হইতে ভিন্ন পারমার্থিকসৎ পদার্থ হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতহানি অনিবার্য। এতদ্ব্যতীত অভাব এবং তাহার প্রতিযোগী তুল্যসত্তাকই হইয়া থাকে,যথা ঘট এবং ঘটধ্বংস উভয়ই অনির্বাচ্য পদার্থরূপেই অদ্বৈতসিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়াছে। অবিদ্যা অদ্বৈতমতে অনির্বাচ্য হওয়ায় উহার নিবৃত্তিও অবশ্যই অনির্বাচ্যই হইবে। সুতরাং অবিদ্যানিবৃত্তিকে পঞ্চমপ্রকার পদার্থরূপে গণ্য করা সম্ভবই নহে। যদি সিদ্ধান্তী বা সিদ্ধান্তীর একদেশী অভাব এবং অভাবের প্রতিযোগীর তুল্যসত্তাকত্বনিয়ম অস্বীকার করিয়া অবিদ্যানিবৃত্তিকে অবিদ্যারূপ প্রতিযোগী হইতে বিলক্ষণপ্রকার বলে, তাহা হইলে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ সদসদ্বিলক্ষণ অবিদ্যা হইতে বিলক্ষণপ্রকার হওয়ায় অবশ্যই সদসদাত্মক হইবে। কিন্তু অবিদ্যানিবৃত্তি যদি সদাত্মক অথবা অসদাত্মক হয়, তাহা হইলে উহা পঞ্চমপ্রকার পদার্থ হইবে না। অবিদ্যানিবৃত্তির পঞ্চমপ্রকারত্বপক্ষ যে এইরূপ বহুদোষে দুষ্ট, তাহা প্রতিপাদন করিতে আচার্য ব্যাসতীর্থ বলিয়াছন, “মিথ্যাত্বমনির্বাচ্যত্বাদিকমিতি মতে দৃশ্যত্বাদেনিবৃত্তৌ ব্যাভিচারাচ্চ। প্রাতিভাসিকব্যাবহারিকান্যস্যাস্য পারমার্থিকত্বেনাদ্বৈতহানেশ্চ। প্রতিযোগিনোহনির্বাচ্যত্বেনাজ্ঞাননাশস্যাপি ঘটনাশবদনির্বাচ্যত্বাবশ্যম্ভাবাচ্চ। প্রতিযোগিবৈলক্ষণ্যেহপি সদসদাত্মকত্বাপত্ত্যা পঞ্চমপ্রকারত্বাসিদ্ধেশ্চ।”[২৬] *ন্যায়ামৃতকার* অবিদ্যানিবৃত্তির পঞ্চমপ্রকারত্বপক্ষের বিরুদ্ধে মূল আপত্তিকে একটি শ্লোকাকারেও উপস্থাপন করিয়ছেন, “এবং চ-

যক্ষানুরূপবলিবৎপ্রতিযোগিবিলক্ষণঃ।

মোহধ্বংসো যদি তদা ভবেৎসদসদাত্মকঃ।।”[২৭]

অর্থাৎ যক্ষকে তাহার অনুরূপ বলি বা উপহার প্রদান করিতে হয়, এই ন্যায় অনুসারে সিদ্ধান্তী যদি অবিদ্যানিবৃত্তিকে অবিদ্যারূপ প্রতিযোগী হইতে বিলক্ষণপ্রকার বলেন, তাহা

হইলে অবিদ্যানিবৃত্তি সদসদাত্মকই হইবে এবং উহার পঞ্চমপ্রকারত্বপক্ষ নিতান্তই অসিদ্ধ হইবে।

অবিদ্যানিবৃত্তিকে অদ্বৈত সৎপদার্থও বলিতে পারেন না, কারণ অভাবরূপ দ্বিতীয় সৎপদার্থও অদ্বৈতী স্বীকার করেন না। অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ অভাবপদার্থকে সৎ বলা হইলে ধ্বংস এবং তাহার প্রতিযোগীর সমসত্তাকত্বনিয়ম বাদিপ্রতিবাদিমতসিদ্ধ হওয়ায় অবিদ্যানিবৃত্তির প্রতিযোগী অবিদ্যাকেও সৎপদার্থই বলিতে হইবে।[২৮] অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল আপত্তি সংগৃহীত করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন,

"প্রাগেব সিদ্ধো মোক্ষশ্চেচ্ছবণাদিশ্রমো বৃথা।

অসিদ্ধৌ নাত্মমাত্রমন্যত্বে সদ্বিতীয়তা।।"[২৯]

*ন্যায়ামৃত*কারের অভিপ্রায় এই যে অখণ্ডাকারা বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বেই যদি মোক্ষ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শ্রবণাদি শ্রম ব্যর্থ হইবে। অপরপক্ষে উহা যদি অখণ্ডাকারা বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বে অসৎ হয়, তাহা হইলে উহা আত্মমাত্র হইতে পারিবে না। উহা আত্মভিন্ন হইলে দ্বৈতাপত্তি অনিবার্য হইবে। এইরূপে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ বিষয়ে সকল সম্ভাব্য বিকল্প খণ্ডনপূর্বক আচার্য ব্যাসতীর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে অদ্বৈতী মোক্ষের স্বরূপই উপপাদন করিতে পারেন না।

****

*ন্যায়মৃতে*র চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'অবিদ্যানিবৃত্তিভঙ্গ' শীর্ষক প্রথম প্রকরণে অদ্বৈতসম্মত মোক্ষস্বরূপ খণ্ডনের অনন্তর 'অবিদ্যানিবর্তকভঙ্গ' শীর্ষক চতুর্থ পরিচ্ছেদের

দ্বিতীয় প্রকরণে প্রদর্শন করিয়াছেন যে অদ্বৈতবেদান্তিগণ অবিদ্যার নিবর্তকও উপপাদন করিতে পারেন না।

অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বপ্রকাশ শুদ্ধচৈতন্যরূপ সাক্ষিচৈতন্যকেই অজ্ঞানের সাধক বলিয়া থাকেন। সাধক কদাপি নাশক হইতে পারে না। এইজন্যই অদ্বৈতবেদান্তিগণ শুদ্ধ চৈতন্যকে অজ্ঞানের নিবর্তক বলেন না। তাঁহারা বেদান্তবাক্যসমূহের শ্রবণ; মনন এবং নিদিধ্যাসনের ফলে ব্রহ্মবিষয়ক যে চরম অখণ্ডাকারা অপরোক্ষবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তাহাকেই অবিদ্যার নিবর্তক বলিয়া থাকেন। অবিদ্যার নিবর্তক বিষয়ে এইপ্রকার অদ্বৈতসিদ্ধান্ত অনুবাদপূর্বক তাহা খণ্ডনের সূচনা করিতে *ন্যায়ামৃতকার* বলিয়াছেন, "যচ্চোচ্যত ব্রহ্মরূপায়াঃ স্বপ্রকাশ চিতোহজ্ঞানসাধকত্বেন তদনিবর্তকত্বেহপি তদ্বিষয়া বেদান্তশ্রবণাদিজন্যাহপরোক্ষবৃত্তির্নিবর্ত্তিকেতি। তন্ন, অসত্যাৎ সত্যসিদ্ধের্নিরস্তত্বেনাসত্যয়া বৃত্ত্যা সত্যায়া নিবৃত্তেসিদ্ধেঃ।" [৩০] *ন্যায়ামৃতকার* সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে স্বপ্রকাশ শুদ্ধচৈতন্য কি অবিদ্যার নিবর্তক? অথবা ব্রহ্মবিষয়ক অখণ্ডাকারা চরম অপরোক্ষবৃত্তিই অবিদ্যার নিবর্তক? ইহাদের মধ্যে প্রথম পক্ষ সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত হইতেই পারে না। কারণ অনাদিকাল হইতে শুদ্ধচৈতন্যেই অবিদ্যা অধ্যস্ত হইয়া থাকে। অবিদ্যাকালেও শুদ্ধচৈতন্য থাকায় শুদ্ধচৈতন্য অবিদ্যার নিবর্তক হইতে পারে না। দ্বিতীয় পক্ষও যুক্তিসহ নহে; কারণ বৃত্তি অনাত্মা বলিয়া অসত্য পদার্থ।কিন্তু সিদ্ধান্তীর মতে অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মস্বরূপ হওয়ায় সত্যপদার্থ। অসত্য পদার্থ কদাপি সত্যনিবৃত্তির সাধক হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত বৃত্তি অনাত্মা হওয়ায় উহা অজ্ঞানেরই কার্য। অজ্ঞানের কার্যরূপ বৃত্তি অজ্ঞানের বিরোধী হইতেই পারে না। 'ন জানামি' এইপ্রকার সাক্ষিপ্রতীতির দ্বারাই সিদ্ধান্তীর মতে অজ্ঞানের সিদ্ধি হইয়া থাকে। "অহমজ্ঞঃ", "মামন্যঞ্চ ন জানামি" এইরূপ

প্রতীতির দ্বারা সিদ্ধান্তীর মতে অজ্ঞানসামান্যের সিদ্ধি হয় এবং "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি", এইপ্রকার প্রতীতির দ্বারা ত্বদুক্ত অর্থের দ্বারা বিশেষিত অজ্ঞানবিশেষের সিদ্ধি হইয়া থাকে। "ন জানামি" প্রতীতির দ্বারাই অজ্ঞানসামান্য এবং অজ্ঞানবিশেষের সিদ্ধি হওয়ায় ইহা প্রতিপন্ন হয় যে অজ্ঞান শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যের দ্বারাই নাশ্য বা জ্ঞানস্বরূপ চৈতন্যই অজ্ঞানের বিরোধী। সুতরাং বৃত্তি স্বয়ং অজ্ঞানের কার্য হওয়ায় অজ্ঞানের বিরোধী নহে, বৃত্তিতে সমারূঢ় চৈতন্যেই অজ্ঞানের বিরোধিতা অনুভূত হইয়া থাকে।সুতরাং চৈতন্যকেই অজ্ঞানের বিরোধী বলিতে হইবে, বৃত্তিকে অজ্ঞানের বিরোধী বলা যায় না, এইপ্রকার যুক্তি উপন্যাস করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন "অজ্ঞানে ন জানামীতিজ্ঞপ্তিরূপচিদ্বিরোধস্যৈবানুভবেনাজ্ঞপ্তিরূপবৃত্তিবিরোধস্যাসম্ভবাচ্চ।"[৩১] চৈতন্যই যে অজ্ঞানের বিরোধী তাহা উপপন্ন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার অন্য যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছেন, "চিতা প্রকাশমানে সুখাদাবজ্ঞানাদর্শনাচ্চ।"[৩২] *ন্যায়ামৃত*কারের তাৎপর্য এই যে চৈতন্যের দ্বারা যে সুখদুঃখাদির প্রকাশ হয়, সেই সুখদুঃখাদিবিষয়ে অজ্ঞান অনুভূতই হয় না। চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী বলিয়াই চিদ্ভাস্য সুখদঃখাদিতে অজ্ঞান দৃষ্ট হয় না। সিদ্ধান্তী বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকেই অজ্ঞানের নিবর্তক বলিলে চৈতন্য সত্যপদার্থ হওয়ায় অসত্য বৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্তক হইতে পারে না, এইপ্রকার আপত্তিও উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু বৃত্তিতে সমারূঢ় বা প্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে অজ্ঞানের নিবর্তক বলা হইলে মাধ্বসম্প্রদায় পুনরায় প্রশ্ন করিবেন যে সিদ্ধান্তীর মতে কি চিন্মাত্রই অজ্ঞানের নিবর্তক অথবা বৃত্তিরূপ প্রতিবিম্বনোপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যই অজ্ঞানের নিবর্তক? এইরূপ পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে প্রথম পক্ষ গ্রহণীয় নহে তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। শুদ্ধ নির্বিশেষচৈতন্য অবাধিত হওয়ায় উহা সর্বদাই বিদ্যমান। ফলতঃ সিদ্ধান্তী যদি নির্বিশেষ চিন্মাত্রকে অজ্ঞানের নিবর্তক বলেন, তাহা হইলে কোনও কালেই অজ্ঞান থাকিতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত, নির্বিশেষ চৈতন্য

নির্ধর্মক হওয়ায় তাহার নিবর্তকত্বধর্মও যুক্তিযুক্ত নহে। অপরপক্ষে বৃত্তিবিশিষ্টচৈতন্যকে অজ্ঞানের নিবর্তক বলা হইলে বৃত্তিবিশিষ্টচৈতন্য মিথ্যা হওয়ায় অসত্য পদার্থকেই অজ্ঞানের নিবর্তক বলিতে হইবে। বৃত্তিবিশিষ্টচৈতন্যের অজ্ঞান নির্বতকত্বপক্ষও যে কোনওরূপেই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত হইতে পারে না, তাহা প্রতিপাদন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার অনন্তর বলিয়াছেন, "বৃত্তের্জাতিবিশেষেণৈব তন্নিবর্তকত্বে ইচ্ছাদিনিবর্ত্যদ্বেষাদিবদজ্ঞানস্য সত্যাপত্ত্যা শুক্ত্যাদিজ্ঞানবদর্থ প্রকাশকত্বেন তন্নিবর্তকত্বে বক্তব্যে চৈতন্যস্যাপি তত্ত্বেন তন্নিবর্তকত্বাবশ্যম্ভাবাচ্চ।"[৩৪] *ন্যায়ামৃত*কার এইস্থলে সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিতেছেন যে বৃত্তিনিষ্ঠ জাতিবিশেষের কারণেই কি বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে? অথবা বৃত্তিবিশিষ্টচৈতন্য অর্থপ্রকাশক বলিয়াই অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে? এইরূপ বিকল্পদ্বয়ের মধ্যে প্রথম বিকল্প সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত হইতেই পারে না। কারণ বৃত্তি কোনও বিশেষ জাতিবিশিষ্ট বলিয়াই যদি বৃত্তিবিশিষ্টচৈতন্য অজ্ঞানের নিবর্তক হয়, তাহা হইলে ইচ্ছানিবর্ত্ত্য দ্বেষ যেরূপ সত্যপদার্থ হইয়া থাকে, সেইপ্রকার বৃত্তিনিবর্ত্ত্য অজ্ঞানও সত্যপদার্থই হইবে। আচার্য ব্যাসতীর্থের অভিপ্রায় এই যে কোনও বিশেষ জাতিবিশিষ্ট হইবার ফলেই যদি একপ্রকার পদার্থ অন্যপ্রকার পদার্থের নিবর্তক হয়, তাহা হইলে নিবর্তক এবং নিবর্ত্যসত্য পদার্থই হইয়া থাকে। যথা ইচ্ছারূপ অন্তঃকরণপরিণামের দ্বারা যদি দ্বেষরূপ অন্তঃকরণপরিণাম নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে নিবর্ত্য দ্বেষও সত্যপদার্থই হইয়া থাকে। সুতরাং বৃত্তি কোনও বিশেষ জাতিবিশিষ্ট বলিয়াই যদি বৃত্তিবিশিষ্টচৈতন্য অজ্ঞানের নিবর্তক হয়, তাহা হইলে অজ্ঞানও দ্বেষের ন্যায় সত্যপদার্থই হইবে। এইপ্রকার অনুপপত্তি পরিহারের নিমিত্ত সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যই অর্থপ্রকাশস্বরূপ বলিয়াই উহা অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে শুক্তিজ্ঞানের দ্বারা শুক্তিকারূপ অর্থ প্রকাশিত হয় বলিয়াই

শুক্তিকাবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় এবং শুক্তিকাবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তির ফলে শুক্তিকাবিষয়ক অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন রজতভ্রমেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে ঘটাকারাবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যরূপ ঘটজ্ঞান অর্থপ্রকাশত্বধর্মপুরস্কারেই ঘটাজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে। এইরূপ বিকল্প অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্তী বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যের অজ্ঞাননিবর্তকত্ব উপপাদনের প্রয়াস করিলে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন যে অধিষ্ঠানচৈতন্যই বস্তুতঃপক্ষে বা তত্ত্বতঃ অর্থপ্রকাশস্বরূপ। শুক্ত্যাকারা বৃত্তির দ্বারা অভিব্যক্ত শুক্ত্যবচ্ছিন্নচৈতন্যকেই সিদ্ধান্তী শুক্ত্যজ্ঞানের নিবর্তক বলেন। সুতরাং অর্থপ্রকাশত্বধর্মপুরস্কারে বৃত্তি বা বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্য অজ্ঞানের নিবর্তক হইলে বস্তুতঃপক্ষে চৈতন্যকেই অজ্ঞানের নিবর্তক বলিতে হইবে। এইপ্রকারে *ন্যায়ামৃত*কার প্রদর্শন করিলেন যে বৃত্তি কোনও জাতিবিশেষের দ্বারা বিশিষ্টরূপে বা অর্থপ্রকাশত্বরূপ ধর্মের দ্বারা বিশিষ্টরূপে অজ্ঞানের নিবর্তক হয় না এবং বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে অজ্ঞানের নিবর্তকরূপে স্বীকার করা হইবে। কোনও ধর্মবিশেষে বিশেষিত না হইলেও যে বৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্তক হয় না তাহা প্রদর্শন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিলেন, "ন চ নির্বিশেষে বৃত্তিশ্চৈতন্যাদধিকপ্রকাশিকা। ত্বন্মতেহয়ং ঘট ইত্যাদিবৃত্তাবপি ঘটস্য প্রকাশেহপি চিতোহপ্রকাশাচ্চ।"[৩৫] অর্থাৎ সিদ্ধান্তী ইহাও বলিতে পারে না যে কোনও ধর্মবিশেষের দ্বারা বিশেষিত না হইয়াও বৃত্তি চৈতন্য অপেক্ষা অধিকপ্রকাশিকা হইতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে সিদ্ধান্তীর মতে ঘটাকারা অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের দ্বারা "অয়ং ঘটঃ" এই আকারে ঘটাবচ্ছিন্নচৈতন্যরূপ ঘটের প্রকাশ হইলেও চৈতন্যের প্রকাশ হয় না এবং চৈতন্যের প্রকাশ হয় না বলিয়াই ঘটপ্রকাশকালে ঘটাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও চিদ্বিষয়িকা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না।এইকারণে ঘটাবচ্ছিন্নচৈতন্যের প্রকাশ হইলেও চৈতন্যস্বরূপ

প্রকাশিত না হওয়ায় মোক্ষ উৎপন্ন হয় না। সুতরাং বৃত্তি চৈতন্য অপেক্ষা অধিকপ্রকাশে সমর্থই নহে।

অনন্তর *ন্যায়ামৃতকার* পুনরায় বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে বৃত্তি কদাপি স্বীয় উপাদানকারণ অজ্ঞানের নিবর্তক হইতেই পারে না। কারণ তন্নিবর্তকত্বধর্ম তৎস্থিত্যসহিষ্ণুস্থিতিকত্বরূপ বিরোধের তন্ত্র বা ব্যাপ্য। *ন্যায়ামৃত*কারের তাৎপর্য এই যে বৃত্তিকে যদি অজ্ঞানের নিবর্তক বলিতে হয়, তাহা হইলে বৃত্তিতে অজ্ঞানের স্থিতির সহিত অসহিষ্ণু স্থিতিকত্ব ধর্ম থাকিতে হইবে। কিন্তু বৃত্তি এবং বৃত্তির উপাদানকারণ অজ্ঞানের মধ্যে এইপ্রকার বিরোধ থাকিতেই পারে না; যেহেতু কার্য এবং কার্যের উপাদানকারণের মধ্যে কদাপি এইপ্রকার বিরোধ দৃষ্ট হয় না। সিদ্ধান্তী যদি বলেন যে অন্ত্যশব্দ তাহার পূর্ববর্তী উপান্ত্যশব্দজন্য হইয়াও পূর্ববর্তী উপান্ত্যশব্দের নিবর্তক হইয়া থাকে, তবে তাহার উত্তরে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন যে উপান্ত্যশব্দজন্য অন্ত্যশব্দ উপান্ত্যশব্দের নিবর্তক হইলেও উপান্ত্যশব্দ পরবর্তী অন্ত্যশব্দের উপাদানকারণ নহে। কার্য স্বীয় উপাদানকারণের নিবর্তক হইয়াছে, ইহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।[৩৬] বৃত্তিরূপ কার্য কদাপি স্বীয় উপাদানকারণের বিনাশ করিতে পারে না, *ন্যায়ামৃত*কারের এইপ্রকার যুক্তির বিরুদ্ধে কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে ক্ষীর হইতে দধি এবং গোময় হইতে বৃশ্চিকাদির উৎপত্তিকালে দধিরূপ কার্য স্বীয় উপাদানকারণ ক্ষীর বা দুগ্ধকে বিনষ্ট করিয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং কার্যের দ্বারা উপাদানকারণের নিবৃত্তি অদৃষ্টপূর্ব নহে। ফলতঃ প্রকৃতস্থলেও বৃত্তি অজ্ঞানকার্য হওয়া সত্ত্বেও অজ্ঞানের নিবর্তক হইতে পারে।

এইরূপ যুক্তি খণ্ডনের নিমিত্ত *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "আতংচনাদিনা নিবৃত্তক্ষীরত্বগোময়ত্বাদ্যবস্থা এব চ তত্তদবয়বা দধিবৃশ্চিকাদ্যুপাদানানীতি ন ক্বাপি

কার্যেণোপাদাননাশঃ।”[৩৭] এই সন্দর্ভে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন যে দধির দ্বারা দুগ্ধের নাশ হয় না অথবা বৃশ্চিকাদির দ্বারা গোময়ের নাশ হয় না। আতঞ্চন বা দধিবীজের দ্বারাই দুগ্ধের নাশ হয় এবং দধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। দধিবৃশ্চিকাদির অবয়বরূপ উপাদান কদাপি দধিবৃশ্চিকাদির দ্বারা বিনষ্ট হয় না। অতএব কোনও কার্যই স্বীয় উপাদানকারণকে বিনষ্ট করিতে পারে না। অনন্তর পূর্বোক্ত যুক্তিসমূহের উপসংহারে আচার্য ব্যাসতীর্থ বলিয়াছেন, “এতেন বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতা চিদেবাবিদ্যানিবর্তিকা, উক্তং হি -

‘তৃণাদের্ভাসিকাপ্যেষা সূর্যদীপ্তিস্তৃণং দহেৎ।

সূর্যকান্তমুপারুহ্য তং ন্যায়ংচিতি যোজয়েৎ।”

ইতি নিরস্তম্। অপরোক্ষবৃত্তৌ সত্যাং চিদপ্রতিবিম্বনেনানিবৃত্তেরদর্শনাচ্চ।”[৩৮] পূর্বোক্ত যুক্তিসমূহের উপসংহার করিতে আচার্য ব্যাসতীর্থ বলিয়াছেন যে বৃত্তি যেরূপ স্বীয় উপাদানকারণ অবিদ্যার নিবর্তিকা হইতে পারে না, সেইরূপ বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকেও সিদ্ধান্তী অবিদ্যার নিবর্তক বলিতে পারেন না। বস্তুতঃপক্ষে অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ প্রমাণবৃত্তি অবিদ্যারই কার্য হওয়ায় অবিদ্যার নিবর্তক হইতে পারে না, *ন্যায়ামৃত*কারের এইপ্রকার যুক্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তী বলিবেন যে তাঁহারা কেবল অন্তঃকরণবৃত্তিকে বা কেবলচৈতন্যকে অবিদ্যারনিবর্তক বলেন না। অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিতচৈতন্যই অবিদ্যার নিবর্তক হইয়া থাকে। শুদ্ধচৈতন্যই অবিদ্যার ভাসক বলিয়া অবিদ্যার নিবর্তক হইতে পারে না। কিন্তু অন্তঃকরণবৃত্তিতে উপারূঢ় হইলে চৈতন্য অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। কোনও পদার্থ একাকী বা স্বরূপতঃ কোনও কার্যবিশেষ সম্পাদনে অসমর্থ হইলেও অন্য পদার্থে সমারূঢ় হইলে সেই একই কার্যজননে সমর্থ হইয়া থাকে, ইহা অদৃষ্টপূর্বও নহে। যথা সূর্যরশ্মি তৃণলতাদির ভাসক; কেবল সূর্যরশ্মি তৃণলতাদিকে দগ্ধ করিতে পারে না।

কিন্তু সেই একই সূর্যকান্তমণিতে সমারূঢ় হইলে উহা তৃণলতাদিকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। অনুরূপভাবেই সিদ্ধান্তী বলিয়া থাকেন যে কেবলচৈতন্য বা শুদ্ধচৈতন্য অজ্ঞানের নাশক না হইলেও অন্তঃকরণবৃত্তিতে উপারূঢ় হইলে সেই একই চৈতন্য অজ্ঞানের নাশক হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তীর এইরূপ মত খণ্ডন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন যে অন্তঃকরণবৃত্তিতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত না হইলে বৃত্তি যদি অজ্ঞানের নিবর্তক না হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্তীকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে অন্তঃকরণবৃত্তি থাকিলেও উহাতে যদি চৈতন্য প্রতিবিম্ব না হয়, তাহা হইলে বৃত্তিতে উপারূঢ় চৈতন্য না থাকায় অজ্ঞানের নাশ হইবে না। কিন্তু অন্তঃকরণের অপরোক্ষবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু চৈতন্য বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত না হওয়ায় অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় নাই, ইহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বরং অপরোক্ষ অন্তঃকরণবৃত্তির উৎপত্তি হইলেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যের অবিদ্যানিবর্তকত্বপক্ষও স্বীকার করা যায় না।

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে জ্ঞানাজ্ঞানের বিষয় সমান না হইলে জ্ঞান অজ্ঞানের নিবর্তক হয় না; যথা ঘটবিষয়ক জ্ঞানই ঘটাজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে যে কোনও অপরোক্ষবৃত্তির দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষের উদয় হইতে পারে না। শুদ্ধচিদ্বিষয়িকা অবিদ্যাই বন্ধের হেতু হওয়ায় একমাত্র শুদ্ধচিদ্বিষয়িকা অখণ্ডাকারাবৃত্তিই অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষের হেতু হইয়া থাকে। সুতরাং, যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধচিদ্বিষয়িকা অখণ্ডাকারা অন্তরকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত অবিদ্যার অন্তময়রূপ মোক্ষও উৎপন্ন হইবে না।

এইরূপ পক্ষ খণ্ডন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "কিং চ নিবর্তকস্য জ্ঞানস্য ন তাবচ্ছুদ্ধাত্মা বিষয়ঃ, তস্যাদৃশ্যত্বাৎ। উক্তং চৈতদ্দৃশ্যত্বভঙ্গে।"[৩৯] আচার্য ব্যাসতীর্থ এইস্থলে বলিয়াছেন শুদ্ধচিদ্বিষয়িকা বৃত্তির দ্বারা অবিদ্যার নাশ হয়, ইহা সিদ্ধান্তী বলিতেই পারেন না। কারণ শুদ্ধচৈতন্য দৃশ্য বা বেদ্য না হওয়ায় উহা চরম অখণ্ডাকারা বৃত্তির বিষয় হইতে পারে না।

অন্তঃকরণবৃত্তি অথবা চৈতন্য হইতে অতিরিক্ত কোনও পদার্থকেই সিদ্ধান্তী অবিদ্যার নিবর্তক বলিতে পারেন না। কারণ চৈতন্য ব্যতীত সকল পদার্থই চৈতন্যে অধ্যস্ত হওয়ায় ঐ পদার্থের জ্ঞানকে আধ্যাসিক বা ভ্রান্তিই বলিতে হইবে। ভ্রান্তিজ্ঞান সত্য মোক্ষের জনক হইতেই পারে না। এইপ্রকার যুক্তি উপন্যাস করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "নাপ্যহন্যঃ, তস্যাধ্যস্তত্বেন তজ্জ্ঞানস্য ভ্রান্তিত্বাপাত্তাৎ।"[৪০]

অনন্তর *ন্যায়ামৃত*কার প্রতিপাদন করিয়াছেন যে অদ্বৈত বেদান্তিগণ যে চরম অপরোক্ষজ্ঞান অবিদ্যার নিবর্তক, সেই চরম জ্ঞানেরও নিবর্তক নিরূপণ করিতে পারেন না। এইরূপ যুক্তি উপস্থাপন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "অপি চান্ত্যজ্ঞানস্য নিবর্তকং স্বয়মেব বা? অন্যদ্বা? নাদ্যঃ প্রাগভাবঃ প্রতিযোগিহেতু রিতিপক্ষে তন্মাত্রস্যাহেতুবৎপ্রতিযোগী ধ্বংসহেতুরিতিপক্ষেহতিপ্রসঙ্গেন তন্মাত্রস্যাহেতুত্বাৎ।"[৪১] এইস্থলে আচার্য ব্যাসতীর্থ সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিতেছেন যে অজ্ঞানের নিবর্তক অন্ত্যজ্ঞান কি স্বয়ং নিজের নিবর্তক হইয়া থাকে? অথবা, উহার অন্য কোনও নিবর্তক বিদ্যমান? চরম বৃত্তি স্বয়ং নিজের নিবর্তক হইতে পারে না। কারণ কোনও পদার্থই নিজের প্রাগভাবের হেতু হয় না। প্রাগভাবই প্রতিযোগীর হেতু হইয়া থাকে। সুতরাং চরমবৃত্তিও স্বীয় প্রাগভাবের প্রতি হেতু বা কারণ হইতে পারে না। প্রতিযোগী কেবল ধ্বংসাভাবেরই হেতু

হইতে পারে। এক্ষণে উক্ত চরম জ্ঞানকে যদি তাহার নিজের ধ্বংসের হেতু বলা হয়, তাহা হইলে উহা ক্ষণিক হইয়া যাইবে; কারণ যে প্রতিযোগী অন্যনিরপেক্ষরূপে নিজের নিবর্তক হইয়া থাকে, তাহা ক্ষণিক হইয়া থাকে, কিন্তু সিদ্ধান্তী অবিদ্যানিবর্তকজ্ঞানকে ক্ষণিক বলেন না। কোনও অক্ষণিক দীর্ঘস্থায়ী পদার্থই যে অন্যনিরপেক্ষরূপে স্বয়ং নিজের নিবর্তক হইতে পারে না, ইহা সর্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইকারণেই দাহ্য কাষ্ঠাদি ভস্মীভূত হইবার ফলে যে অগ্নি নির্বাপিত হইয়াছে, সেই অগ্নিও নিজের নাশক, ইহা স্বীকার করা হয় না। বরং দগ্ধদাহ্য অগ্নিও ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃই নির্বাপিত হইয়াছে, বাদিপ্রতিবাদিগণ এইরূপ মতই স্বীকার করিয়া থাকেন। যে কতকরেণুর দ্বারা জল পরিস্কৃত হয়, সেই কতকরেণু বস্তুতঃপক্ষে জলগত মল পঙ্ক প্রভৃতিরও নাশ করে না, স্বয়ং নিজেকেও বিনষ্ট করে না। কতকরেণু কেবল পঙ্কাদিকে জল হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং লোকব্যবহারে বা দার্শনিক বিচারে অক্ষণিক হইয়াও অন্যনিরপেক্ষরূপে নিজেকে ধ্বংস করিয়া থাকে, এইপ্রকার কোনও পদার্থই স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং অন্ত্যবৃত্তি বা অন্ত্যজ্ঞান স্বয়ং নিজেকে বিনষ্ট করে, ইহা সিদ্ধান্তীও স্বীকার করিতে পারিবেন না।[৪২] চরমবৃত্তি বা চরমজ্ঞান অন্য পদার্থের দ্বারাও যে নিবৃত্ত হইতে পারে না, তাহা প্রতিপাদন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "নান্ত্যঃ, শুদ্ধাত্মমাত্রস্য কিংচিদপি প্রত্যহেতুত্বাৎ তদন্যস্য চ নিবৃত্তত্বাদিতি।"[৪৩] *ন্যায়ামৃত*কার এই সন্দর্ভে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে শুদ্ধ আত্মচৈতন্য কোনও কার্যেরই হেতু হইতে পারে না। সুতরাং শুদ্ধ আত্মচৈতন্যকে চরম বৃত্তির নাশের প্রতি হেতু বলা যায় না। চরম বৃত্তির দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলে অন্য কোনও অবিদ্যাকার্যও অবশিষ্ট থাকে না। অবিদ্যারূপ উপাদানের নাশের ফলে অবিদ্যাকার্যসমূহেরও নাশ হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মভিন্ন কোনও পদার্থই চরম অন্ত্যবৃত্তির নিবর্তক হইতে পারে না। এইরূপে *ন্যায়ামৃত*কার 'অবিদ্যানিবর্তকভঙ্গ' শীর্ষক চতুর্থ

পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় প্রকরণে প্রদর্শন করিয়াছেন যে সিদ্ধান্তী অবিদ্যার নিবর্তক নিরূপণ করিতে পারেন না। এতদ্ব্যতীত *ন্যায়ামৃত*কার ইহাও প্রদর্শন করিলেন যে অবিদ্যার যদি কোনও নিবর্তক প্রদর্শন করাও যায়, তথাপি সিদ্ধান্তী সেই অবিদ্যানিবর্তক চরম অপরোক্ষজ্ঞানের নিবৃত্তিও ব্যাখ্যা করিতে পারেন না।

****

অনন্তর চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'নির্বিশেষসুখস্যপুরুষার্থত্বভঙ্গ শীর্ষক তৃতীয় প্রকরণে *ন্যায়ামৃত*কার প্রতিপাদন করিয়াছেন যে সিদ্ধান্তী নিরতিশয় নির্বিশেষ আত্মস্বরূপসুখকে পুরুষার্থরূপেও গণ্য করিতে পারেন না। নিরতিশয় আত্মস্বরূপসুখের স্ফুরণ বা অভিব্যক্তি যে পুরুষার্থরূপে পরিগণিত হইতে পারে না, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্ত *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "যচ্চোচ্যতে ন বৈশেষিকাদীনামিবাস্মাকং মুক্তৌ দুঃখনিবৃত্তিমাত্রম্, কিংতু নিরতিশয়ানন্দস্ফুরণমপি। উক্তং হি -

'তস্মাদবিদ্যাস্তময়ো নিত্যানন্দপ্রতীতিতঃ।

নিঃশেষদুঃখোচ্ছেদাচ্চ (পুরুষার্থঃ পবো) পুমর্থঃ পরমো মতঃ।।'

ইতি। তত্র ন তাবৎসুখাত্মতা পুরুষার্থঃ, 'সুখী স্যামি'তি বৎ 'সুখং স্যামিতীচ্ছায়া অদর্শনাৎ।"[৪৪] এই প্রকরণের আরম্ভে আচার্য ব্যাসতীর্থ সিদ্ধান্তীর মতের অনুবাদ করিতে বলিয়াছেন যে অদ্বৈত বেদান্তী বৈশেষিকাদি সম্প্রদায়ের ন্যায় কেবল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মোক্ষরূপে স্বীকার করেন নাই। সিদ্ধান্তীর মত মোক্ষে আত্মার নিরতিশয় আনন্দস্বরূপেরও স্ফুরণ হইয়া থাকে। কিন্তু আচার্য ব্যাসতীর্থ আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন যে আত্মার সুখস্বরূপতা জীবের পুরুষার্থরূপে পরিগণিত হইতেই পারে না; কারণ "সুখী

স্যাম" বা "আমি সুখী হইব" এইপ্রকার অভিলাষই জীবের হইয়া থাকে। কিন্তু "সুখং স্যাম্ " বা "আমি সুখ হইব" এইপ্রকার ইচ্ছা কদাপি কোন জীবেরই হয় না। সুতরাং, আত্মা সুখস্বরূপ হইলে তাহা জীবের পুরুষার্থ হইবে না।

*ন্যায়ামৃত*কারের এইরূপ যুক্তির বিরুদ্ধে কেহ বলিতে পারেন যে নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ আত্মা কাহারও অভিলষিত না হইলেও উহা স্বতঃই পুরুষার্থ।

এইরূপ উত্তর খণ্ডনের নিমিত্ত *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "স্বতঃ পুরুষার্থেচেচ্ছায়া অনিয়ম্যত্বাৎ। অন্যথা আত্মনাশাদিরপি বৌদ্ধাদিনিয়মিতেচ্ছয়া পুমর্থঃ স্যাৎ গৌরবাচ্চ।"[৪৫] *ন্যায়ামৃত*কারের তাৎপর্য এই যে কোনও পদার্থই স্বতঃ পুরুষার্থ হইতে পারে না। ইচ্ছাই পুরুষার্থের নিয়ামক হইয়া থাকে। "যেন রূপেন যস্য জ্ঞানবিষয়ত্বং, তেন রূপেণ তস্য পুংসঃ ইচ্ছাদিবিষয়ত্বং, তেন রূপেণ সত্য পুংসঃ পুরুষার্থত্বম্" এইরূপ নিয়ম সর্ববাদিসম্মত হওয়ায় সিদ্ধান্তীকেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ইচ্ছাদিবিষয়তার যাহা অবচ্ছেদকধর্ম, তদ্ধর্মবিশিষ্টরূপেই কোনও পদার্থ পুরুষের পুরুষার্থ হইতে পারে। অন্যথা বৌদ্ধসম্প্রদায়সম্মত আত্মনাশ বা উচ্ছেদকেও পুরুষার্থরূপে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বৌদ্ধসম্প্রদায়সম্মত বিজ্ঞানসন্তানের উচ্ছেদাদিকে দ্বৈতবেদান্তী বা অদ্বৈতবেদান্তী বা কোনও শ্রৌতসম্প্রদায়ই পুরুষার্থরূপে স্বীকার করেন না।

কেহ বলিতে পারেন যে অপরকীয় সুখই পুরুষার্থ; অর্থাৎ যে সুখ পরকীয় নহে, তাহাই পুরুষার্থ। ইহার বিরুদ্ধে মাধ্বসম্প্রদায় বলিবেন যে "আমার অপরকীয় সুখ হউক", এইপ্রকার ইচ্ছা কাহারও উৎপন্ন হয় না। এতদ্ব্যতীত অপরকীয় সুখকে পুরুষার্থ বলা হইলে গৌরবদোষও হইবে। কারণ স্বকীয়ত্বাভাবই পরকীয়ত্ব এবং স্বকীয়ত্বাভাবাভাবই

অপরকীয়ত্ব। অতএব, স্বকীয়ত্ব অপেক্ষা যে অপরকীয়ত্ব গুরু ধর্ম, তাহাতে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। অপরকীয় সুখের পুরুষার্থত্ব খণ্ডনের নিমিত্ত এই প্রকার যুক্তি উপস্থাপন করিতেই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "গৌরবাচ্চ"।[৪৬]

অনন্তর *ন্যায়ামৃত*কার প্রদর্শন করিয়াছেন যে সুখের সাধনে স্বকীয়ত্বের সহিতই পুরুষার্থত্বের অন্বয়সহচারে দৃষ্ট হয়। পরকীয় সুখের সাধন যদি স্বকীয়ত্বধর্মবিশিষ্টরূপে জ্ঞাত হয় তবেই উহা পুরুষার্থরূপে জ্ঞাতার নিকট প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অপরপক্ষে অপরকীয় সুখের সাধনেও স্বকীয়ত্বের ভান না হইলে পুরুষার্থত্বের প্রতীতি হয় না। সুখ এবং সুখের সাধন, উভয়ই সমানরূপে জীবের ইষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং স্বকীয় সুখসাধনেই পুরুষার্থত্বের ভান হওয়ায় স্বীকার করিতে হইবে যে স্বকীয়সুখেই পুরুষার্থত্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। এইস্থলে প্রথমে সুখের সাধনে স্বকীয়ত্বের সহিত পুরুষার্থত্বের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অনন্তর সুখসাধনের সহিত সুখের সাদৃশ্যবশতঃ সুখেও স্বকীয়ত্বের সহিত পুরুষার্থত্বের ব্যাপ্তিসম্বন্ধ প্রতিপাদন করা হইল। দুঃখ এবং দুঃখের সাধনও স্বকীয় হইলেই অপুরুষার্থরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। সুতরাং সুখ এবং সুখসাধনও স্বকীয় হইলেই পুরুষার্থ হইবে। আত্মা সিদ্ধান্তীর মত অনুসারে সুখস্বরূপ হইলেও ঐপ্রকার সুখ স্বকীয় না হওয়ায় উহাতে পুরুষার্থত্বের ভান সম্ভবই নহে। এই প্রকার যুক্তি উপস্থাপন করিতেই *ন্যায়ামৃত*কার বলিলেন, "সুখসাধনে পরকীয়েহপ্যস্বকীয়েহপুরুষার্থত্বস্য চ দর্শনেনেষ্টত্বাবিশেষাৎ সুখেপি তৎকল্পনাচ্চ দুঃখৎসাধনয়োঃ স্বকীয়তয়ৈবাপুনর্থত্বস্য দর্শনেন সুখাদেরপি তথৈব পুমর্থত্বাচ্চ।"[৪৭]

এতদ্ব্যতীত অপরকীয় সুখকে পুরুষার্থ বলা হইলে অন্য বহু অনুপপত্তি উপস্থিত হইবে। যথা সিদ্ধান্তীর মত অনুসারে এক জীবের সহিত অপর জীবের কোনও ভেদ না

থাকায় মুক্তপুরুষের স্বরূপসুখও সংসারী জীবের অপরকীয়ই হইবে। কিন্তু মুক্তপুরুষের স্বরূপসুখে সংসারী জীবের কদাপি পুরুষার্থতার ভান হয় না। কোনও সংসারী জীব উহা অনুভব করেন না যে মুক্ত জীবের স্বরূপসুখ তাঁহার পুরুষার্থ। সিদ্ধান্তীর মতে সুষুপ্তিকালেও আত্মার স্বরূপসুখের উপলব্ধি হইয়া থাকে। অদ্বৈতমত অনুসারে এইরূপ সৌষুপ্ত স্বরূপসুখানুভববশতঃই সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির পরামর্শ হইয়া থাকে "এতাবন্তং কালং সুখমহমস্বাপ্সম্।" কিন্তু সিদ্ধান্তীর মতে আত্মভেদ স্বীকৃত না হওয়ায় সুষুপ্ত চৈত্র যে স্বরূপসুখ অনুভব করিয়া থাকেন, জাগ্রদবস্থ মৈত্রের প্রতিও সেই স্বরূপসুখ অপরকীয়ই হইবে। কিন্তু সুষুপ্ত চৈত্রের স্বরূপসুখকে মৈত্রের পুরুষার্থরূপে গণ্য করা যায় না। এইরূপ যুক্তি উপস্থাপন করিতেই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "ত্বন্মতেহপরকীয়েন মুক্তস্বরূপসুখেন সংসারিণঃ সুপ্তচৈত্রস্বরূপসুখেন জাগ্রতো মৈত্রস্য চ পুরুষার্থপ্রসঙ্গাচ্চ।" [৪৮]

এইসকল অনুপপত্তি পরিহারের নিমিত্ত যে সুখের অপরোক্ষত্বই উহার পুরুষার্থত্ব, তবে ঐ প্রকার মত খণ্ডনের নিমিত্ত *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "নাপি সুখাপরোক্ষ্যং পুরুষার্থঃ, ঈশ্বরাদীনামস্মদাসুখদুঃখাপরোক্ষ্যেণার্থানর্থ প্রসঙ্গাৎ।"[৪৯] অর্থাৎ কোনও সুখের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হইলেই উহা পুরুষার্থ হইতে পারে, ইহাও সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না। কারণ ঈশ্বরের নিকট জগতের সকল পদার্থই অপরোক্ষরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এক্ষণে যে সুখ অপরোক্ষরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাই যদি পুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে জীবের সুখকে ঈশ্বরের পুরুষার্থরূপে গণ্য করিতে হইবে। কিন্তু জীবের সুখকে সিদ্ধান্তী ঈশ্বরের পুরুষার্থ বলিতে পারেন না। অতএব সুখের অপরোক্ষত্বই তাহার পুরুষার্থতার প্রযোজক, সিদ্ধান্তী ইহাও বলিতে পারেন না।

অনন্তর *ন্যায়ামৃত*কার প্রদর্শন করিয়াছেন যে সুখের অপরোক্ষত্বকে যেরূপ তাহার পুরুষার্থতার প্রযোজক বলা যায় না, সেইরূপ উপলব্ধ সুখকেও পুরুষার্থ বলা যায় না। যেপ্রকার যুক্তির দ্বারা *ন্যায়ামৃত*কার অপরোক্ষসুখের পুরুষার্থতা খণ্ডন করিয়াছেন, সেইপ্রকার যুক্তির অতিদেশ করিয়া উপলব্ধ সুখের পুরুষার্থতা খণ্ডন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিলেন, "এতেন উপলব্ধানামেব সুখসাধনানাং পুরুষার্থত্বাদিষ্টত্বাবিশেষাৎ সুখমপ্যুপলব্ধমেব পুরুষার্থো ন তু স্বসম্বদ্ধং গৌরবাৎ। সম্বন্ধস্ত্বনিয়ত্বসাধনপারতন্ত্র্যাদিবদবর্জনীয়সন্নিধিরিতি বিবরণোক্তং প্রত্যুক্তম্। পরকীয়সুখসাধনস্যোপলভ্যমানস্যাপ্যপুরুষার্থত্বাচ্চ।"[৫০] স্বকীয় সুখই পুরষার্থ হইয়া থাকে, আত্মস্বরূপসুখ স্বকীয় বা স্বসম্বদ্ধ না হওয়ায় উহা পুরুষার্থ হইতে পারে না, *ন্যায়ামৃত*কারের এইরূপ যুক্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে সুখ উপলব্ধ হইলেই পুরুষার্থ হইতে পারে। কারণ উপলব্ধ সুখের সাধনেই পুরুষার্থতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপলব্ধ সুখের সাধনসমূহ লাভ করিবার জন্যই জীব প্রযত্ন করিয়া থাকে। সুতরাং, উপলব্ধ সুখের সাধনে যে পুরুষার্থতা বিদ্যমান, তাহা অবশ্যস্বীকার্য। সুখাদির সাধন এবং সুখে ইষ্টত্ব অবিশেষরূপে বিদ্যমান। অতএব, উপলব্ধ সুখসাধন যেরূপ পুরুষার্থ হইয়া থাকে, সেইরূপ উপলব্ধ সুখেই পুরুষার্থতা থাকিবে; স্বকীয় বা স্বসম্বদ্ধ সুখে পুরুষার্থতা স্বীকার করিলে গৌরবদোষ হইবে। বস্তুতঃপক্ষে সুখের পুরুষার্থতা তাহার স্বকীয়ত্ব বা অপরকীয়ত্ববশতঃ হয় না। সুখদুঃখাদিতে স্বকীয়ত্ব বা স্বম্বন্ধত্বের ভান সর্বদাই অনিবার্যরূপে হইয়া থাকে; যেরূপ পুরুষার্থভূত পুরুষপ্রযত্নসাধ্য বস্তুসমূহে অনিত্যত্ব, কারণাধীনত্ব প্রভৃতি ধর্মের ভান অনিবার্যরূপে হইয়া থাকে। এইজন্যই বিবরণাচার্য সম্বন্ধ, অনিত্যত্ব, সাধনপারতন্ত্র্য প্রভৃতি ধর্মকে অবর্জনীয় সন্নিধিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ সুখের ভান হইলে তাহার স্বকীয়ত্ব, কারণাধীনত্ব, অনিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্মের ভানও

অনিবার্যরূপেই হইয়া থাকে। এইজন্য এই সকল ধর্মবশতঃ সুখ পুরুষার্থ হইয় থাকে ইহা না বলিয়া উপলব্ধ সুখই পুরুষার্থ, ইহা স্বীকার করিলেই কল্পনালাঘব হয়। কিন্তু *ন্যায়ামৃত*কার পূর্বোদ্ধৃত "এতেন উপলব্ধানামেব" ইত্যাদি সন্দর্ভে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে পূর্বে উল্লিখিত যে সকল যুক্তির দ্বারা অপরোক্ষ সুখের পুরুষার্থত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, সেই একইপ্রকার যুক্তির দ্বারা উপলব্ধ সুখের পুরুষার্থত্বও খণ্ডিত হইবে। পূর্বোক্ত যুক্তির অতিদেশ করিয়া *ন্যায়ামৃত*কার বলিবেন যে জীবগত সুখ ঈশ্বরের দ্বারা উপলব্ধ হওয়ায় জীবগত সুখকে ঈশ্বরের পুরুষার্থ বলিতে হইবে। কিন্তু জীবগত সুখকে ঈশ্বরের পুরুষার্থ বলা যাইতে পারে না। সুতরাং উপলব্ধ সুখের পুরুষার্থতা স্বীকার করা যায় না। উপলব্ধ সুখের পুরুষার্থতা খণ্ডন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার অন্য যুক্তিরও অবতারণা করিয়াছেন পরকীয় সুখের সাধন উপলব্ধ হইলেও উহা পুরুষার্থরূপে বিবেচিত হয় না। সুতরাং সুখ উপলব্ধ হইলে পুরুষার্থ হইবে, উপলব্ধ না হইলে পুরুষার্থ হইবে না, এইরূপ বিকল্প গ্রহণ করা যায় না। এতদ্ব্যতীত "সুখং যে স্যাৎ" এইরূপ সুখসম্বন্ধবিষয়ক প্রার্থনা উৎপন্ন হইলেও অনিত্যত্বাদি ধর্মবিষয়ে কোন প্রার্থনা উৎপন্ন হয় না। সুতরাং স্বকীয়ত্ব বা স্বসম্বদ্ধত্বরূপধর্মবশতঃ সুখ পুরুষার্থ হয় না, কারণ এই ধর্ম অনিত্যত্বাদি ধর্মের ন্যায় অবর্জনীয়সন্নিধি, ইহা সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না। বস্তুতঃপক্ষে *ন্যায়ামৃত*কারের অভিপ্রায় এই যে সুখগত স্বকীয়ত্ব বা স্বসম্বন্ধত্ব এবং অনিত্যত্ব একপ্রকার ধর্মই নহে এইজন্য স্বকীয়ত্ব ধর্মবশতঃ সুখ পুরুষার্থ হইতে পারে। এই তাৎপর্যেই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়ছেন, "সুখং মে স্যাদিতি সম্বন্ধ ইবানিত্যত্বাদৌ প্রার্থনাভাবাচ্চ।" [৫১]

অনন্তর *ন্যায়ামৃত*কার প্রদর্শন করিয়াছেন যে সিদ্ধান্তী অপরকীয় সুখের সাক্ষাৎকারকেও পুরুষার্থ বলিতে পারেন না। কারণ সুষুপ্তব্যক্তিরও অপরকীয় স্বরূপ সুখের

সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। কিন্তু সৌষুপ্ত জীবের যে অপরকীয় স্বরূপসুখের সাক্ষাৎকার হয়, তাহাকে অদ্বৈতী পুরুষার্থরূপে স্বীকার করেন না। সৌষুপ্ত জীবের যে অপরকীয় স্বরূপসুখের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে তাহাই যদি পুরুষার্থ হইত, তাহা হইলে সিদ্ধান্তীকে স্বীকার করিতে হইত যে জীব প্রতিদিন সুষুপ্তিদশায় মোক্ষরূপ পুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকে এবং সুষুপ্তিভঙ্গ হইলে পুনরায় বদ্ধাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে। কিন্তু জীব প্রতিদিন সুষুপ্তিকালে মোক্ষলাভ করে, ইহা সিদ্ধান্তী কদাপি স্বীকার করিতে পারেন না। মোক্ষাবস্থা হইতে পুনরায় বদ্ধাবস্থায় প্রত্যাবর্তনও সম্ভব নহে। সুতরাং সৌষুপ্ত জীবের অপরকীয় স্বরূপসুখের সাক্ষাৎকার মোক্ষরূপ পুরুষার্থ হইতে পারে না। অতএব, অপরকীয় সুখের সাক্ষাৎকার মোক্ষ নহে। এতদ্ব্যতীত অপরকীয় সুখের সাক্ষাৎকারকে মোক্ষ বলা হইলে ঈশ্বরেরও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ঈশ্বরের যে অপরকীয় স্বরূপসুখের সাক্ষাৎকার হয়, তাহা সিদ্ধান্তীকে স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ ঈশ্বরের পুরুষার্থ স্বীকার অনিবার্য হইবে। প্রশ্ন হইতে পারে যে ঈশ্বরের পুরুষার্থ স্বীকৃত হইলেই বা ক্ষতি কী? ইহার উত্তরে মাধ্বসম্প্রদায় বলিবেন যে ঈশ্বরের অবিদ্যাই না থাকায় অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ ঈশ্বরের পুরুষার্থ হইতে পারে না। এই কারণেই ঈশ্বরের পুরুষার্থপ্রসঙ্গ সিদ্ধান্তীর পক্ষে অনিষ্টপ্রসঙ্গই হইবে। কিন্তু অপরকীয় স্বরূপসুখের সাক্ষাৎকারের পুরুষার্থতা স্বীকৃত হইলে ঈশ্বরের পুরুষার্থরূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গই উপস্থিত হইবে। অতএব, অপরকীয় স্বরূপসুখের সাক্ষাৎকারই পুরুষার্থ, ইহাও সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না। এই প্রকার যুক্তি উপস্থাপন করিতেই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "নাপ্যপরকীয়স্য সুখস্য সাক্ষাৎকারঃ পুরুষার্থঃ, সুষুপ্তস্বরূপসুখসাক্ষাৎকারাদিনা ঈশ্বরাদেঃ পুরুষার্থপ্রসঙ্গাৎ।"[৫২]

*ন্যায়ামৃত*কারের পূর্বোক্ত আপত্তিসমূহ পরিহার করিতে কেহ বলিতে পারেন যে স্বরূপসুখের সাক্ষাৎকার স্বকীয়ত্বধর্মপুরস্কারেই পুরুষার্থ হইয়া থাকে। এইরূপ বিকল্প অবলম্বন করিয়া কেহ যদি স্বরূপসুখসাক্ষাৎকারের উপপাদন করিবার প্রয়াস করেন, তাহা হইলে ঐরূপ বিকল্প খণ্ডনের নিমিত্ত *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "কিং চ অপরকীয়সুখসাক্ষাৎকারো ন তাবৎস্বসম্বদ্ধঃ স্বস্য পুরুষার্থঃ, মুক্তস্য সুখসাক্ষাৎকাররূপতয়া তং প্রত্যপি তস্যাপুরুষার্থত্বাপত্তেঃ।"[৫৩] *ন্যায়ামৃত*কারের অভিপ্রায় এই যে অদ্বৈতমতানুসারে মুক্ত পুরুষ সুখসাক্ষাৎকারস্বরূপ, সুখসম্বদ্ধ নহে। সুতরাং অপরকীয়সুখসাক্ষাৎকার যদি স্বসম্বন্ধরূপে স্বীয় পুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষের সুখসাক্ষাৎকার স্বসংবদ্ধ না হওয়ায় উহা মুক্ত পুরুষের প্রতি পুরুষার্থ হইতে পারিবে না। অনন্তর *ন্যায়ামৃত*কার প্রদর্শন করিয়াছেন যে অপরকীয় সুখসাক্ষাৎকার স্বভিন্ন বা স্বেতর জীবের সহিত অসম্বদ্ধ হইয়াই স্বীয় পুরুষার্থ হইয়া থাকে, ইহাও অদ্বৈতী বলিতে পারেন না। অপরকীয়সুখসাক্ষাৎকার যে স্বেতর বা স্বভিন্নের সহিত অসম্বদ্ধরূপে স্বীয় পুরুষার্থ হইতে পারে না, তাহা প্রতিপাদন করিতে আচার্য ব্যাসতীর্থ বলিয়াছেন, "নাপ্যপরকীয়সুখসাক্ষাৎকারঃ স্বেতরাসম্বদ্ধঃ স্বস্য পুরুষার্থঃ, মুক্তস্বরূপেণ সুখানুভবেন সংসারীতরাসম্বদ্ধেন সংসারিণঃ পুরুষার্থপ্রসঙ্গাৎ।"[৫৪] অর্থাৎ মুক্তপুরুষের সুখসাক্ষাৎকার যেরূপ মুক্তপুরুষের সহিত অসম্বদ্ধ সেইরূপ কোন বিশেষ সংসারী জীব হইতে ভিন্ন বা ইতর সংসারী জীবের সহিতও অসম্বদ্ধ। সুতরাং স্বভিন্ন সংসারী জীবের সহিত অসম্বদ্ধ হওয়ায় উহা বিশেষ সংসারী জীবেরও পুরুষার্থ হইয়া যাইবে। কিন্তু মুক্ত জীবের স্বরূপ সুখসাক্ষাৎকার কোন সংসারী জীবের পুরুষার্থ হয় না।

অপরকীয় সুখানুভবস্বরূপতাকেও যে সিদ্ধান্তী পুরুষার্থ বলিতে পারেন না, তাহা প্রতিপাদনের নিমিত্ত *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "নাপ্যপরকীয়সুখানুভবরূপতা পুরুষার্থঃ, তাদৃশেচ্ছায়াঃ কদাপ্যদর্শনাৎ।"[৫৫] *ন্যায়ামৃত*কারের আশয় এই যে অপরকীয়সুখানুভবস্বরূপতাকেও সিদ্ধান্তী পুরুষার্থ বলিতে পারেন না, কারণ "আমি অপরকীয় সুখানুভবস্বরূপ হইব, এই প্রকার ইচ্ছা কদাপি কাহারও হয় না।

অনন্তর আচার্য ব্যাসতীর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে পূর্বোক্ত যুক্তিসমূহের দ্বারাই প্রত্যক্প্রদৃশ্যমান অনতীত বা বর্তমান সুখই পুরুষার্থ, এইপ্রকার আচার্য আনন্দবোধের মতও খণ্ডিত হইবে। এইরূপ মত নিরসনের নিমিত্ত পূর্বোক্ত যুক্তিসমূহের অতিদেশ করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিলেন, "এতেন প্রত্যক্প্রদৃশ্যমানমনতীতং সুখং পুরুষার্থ ইত্যানন্দবোধোক্তং নিরস্তম্। প্রত্যকশব্দেন স্বরূপপত্বস্য স্বকীয়ত্বস্যাপরকীয়ত্বস্য বা বিবক্ষণীয়ত্বাৎ, তস্য চ দূষিতত্বাৎ।"[৫৬] প্রত্যক্চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশমান সুখই পুরুষার্থ, এইরূপ পক্ষ স্বীকৃত হইলে 'প্রত্যক্' পদের দ্বারা সুখের স্বরূপত্ব, স্বকীয়ত্ব বা অপরকীয়ত্বই বুঝিতে হইবে। কিন্তু মুক্তিকালে যে সুখসাক্ষাৎকার হয়, তাহা স্বরূপসুখ হউক, স্বকীয় সুখ হউক বা অপরকীয় সুখ হউক, কোনও বিকল্পেই যে উক্ত সুখের পুরুষার্থতা নিরূপণ করা যায় না, তাহা *ন্যায়ামৃতে*র এই প্রকরণেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

সুখত্বধর্মবিশিষ্টরূপে সুখসাক্ষাৎকারই পুরুষার্থ, ইহাও সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না, কারণ সিদ্ধান্তীর মতে মোক্ষকালে আত্মার স্বরূপসুখ সুখত্বধর্মবিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় না। অনুরূপ যুক্তি দ্বারা প্রতিপাদন করা যাইতে পারে যে দুঃখাভাবস্বরূপ বা দুঃখাভাবের অপরোক্ষসাক্ষাৎকারও পুরুষার্থ হইতে পারে না। এইসকল বিকল্পও যে গ্রহণযোগ্য নহে, তাহাও *ন্যায়ামৃত*কার কণ্ঠতঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন, "অপি চ সুখত্বেন সুখসাক্ষাৎকার

পুরুষার্থঃ, স চ পরমতে ন মোক্ষেহস্তি। এতেন পরমতে দুঃখাভাবস্য তদপরোক্ষস্য বা পুরুষার্থত্বং নিরস্তম্।"[৫৭]

পরিশেষে *ন্যায়ামৃত*কার স্বীয় মত উপস্থাপনের নিমিত্ত বলিলেন, "তস্মাদহং সুখীতিস্বসম্বন্ধিসুখানুভবঃ স্বস্য পুরুষার্থঃ। স চ পরমতে নেতি ন মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ।"[৫৮] *ন্যায়ামৃত*কার বলিলেন, যে আমি সুখী হইব" এইরূপে স্বসম্বন্ধরূপে সুখের অনুভব পুরুষার্থ। কিন্তু পরমতে মোক্ষকালে স্বসম্বন্ধরূপে সুখের প্রকাশ হয় না, সুতরাং সিদ্ধান্তী যেরূপে মোক্ষস্বরূপ নিরূপন করিয়াছেন, তাহা পুরুষার্থ হইতে পারে না।

****

অনন্তর *ন্যায়ামৃত*কার চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'নির্বিশেষসুখস্যপুরুষার্থত্বভঙ্গ' শীর্ষক চতুর্থ প্রকরণে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে নির্বিশেষ সুখ পুরুষার্থ হইতে পারে না এবং অদ্বৈতবেদান্তী মোক্ষ কাহার পুরুষার্থ তাহাও উপপাদন করিতে পারেন না। এই প্রকরণের প্রারম্ভেই *ন্যায়ামৃত*কার সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিয়াছেন, "কিং চায়ং মোক্ষঃ কস্য পুরুষার্থঃ, কিমহমর্থস্য? কিং বা চিন্মাত্রস্য নাদ্যঃ, ত্বন্মতেহহমর্থস্য মুক্ত্যনন্বয়াৎ। নান্ত্যঃ, অহং মুক্তঃ স্যামিতিচ্ছাবচ্ছিন্নয়াত্রং মুক্তং স্যাদিতীচ্ছায়া অদর্শনাৎ। উক্তং চৈতদহমর্থস্যানাত্মত্বভংগে।"[৫৯] সিদ্ধান্তীর নিকট আচার্য ব্যাসতীর্থের প্রশ্ন এই যে মোক্ষ কাহার পুরুষার্থ? উহা কি অহমর্থের পুরুষার্থ অথবা চিন্মাত্রের পুরুষার্থ? ইহাদের মধ্যে প্রথম বিকল্প অদ্বৈত বেদান্তী স্বীকার করিতেই পারেন না। কারণ অদ্বৈতমতে অহমর্থ অনাত্মা হওয়ায় উহা আধ্যাসিক বা মিথ্যা পদার্থ। অদ্বৈতমতে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নচৈতন্যই অহমর্থ হওয়ায় উহা চৈতন্যরূপ সত্য পদার্থ এবং অন্তঃকরণরূপ অনৃত বা মিথ্যাপদার্থের

মিলিতরূপ। অহমর্থ সিদ্ধান্তীর মতে আধ্যাসিক হওয়ায় উহা অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষে অন্বিত হইতে পারে না। অবিদ্যাই অধ্যাসের উপাদনাকারণ বলিয়া অবিদ্যানিবৃত্তি হইলে অবিদ্যাপ্রযুক্ত অধ্যাস ও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষে অহমর্থ অন্বিতই হইতে পারে না। দ্বিতীয় বিকল্প অঙ্গীকার করিয়া সিদ্ধান্তী মোক্ষকে চিন্মাত্রের পুরুষার্থও বলিতে পারেন না। কারণ "অহং মুক্তঃ স্যাম্" বা "আমি মুক্ত হইব," এইরূপ ইচ্ছার ন্যায় "চিন্মাত্রং মুক্তং স্যাৎ" বা "চিন্মাত্র মুক্ত হউক", এইরূপ ইচ্ছা কদাপি কাহারও উৎপন্ন হয় না। সিদ্ধান্তী বৈশেষিকাদি সম্প্রদায়ের ন্যায় মোক্ষে যে সুখের স্ফুরণ হয়, সেই সুখকে দুঃখাভাবস্বরূপও বলিতে পারেন না। উক্ত সুখ যদি দুঃখাভাবমাত্র হয়, তাহা হইলে উহা পুরুষার্থ হইবে না। কারণ সুখ স্বপ্রকাশ বলিয়া সুখের মোক্ষাবস্থায় স্ফুরণ হইতে পারে; কিন্তু দুঃখাভাব স্বপ্রকাশ না হওয়ায় অস্বপ্রকাশ দুঃখাভাবের মোক্ষদশায় অভিব্যক্তি সম্ভব নহে। দুঃখাভাব যদি প্রকাশিত না হয় তাহা হইলে উহা পুরুষার্থ হইতেই পারে না। এইকারণেই বৈশেষিকাদিসম্প্রদায়সম্মত মোক্ষকে কোন বেদান্তীই পুরুষার্থরূপে স্বীকার করেন না। সুতরাং, সিদ্ধান্তীও মোক্ষকালীন সুখের স্ফুরণকে দুঃখাভাবমাত্র বলিতে পারেন না। যদি সিদ্ধান্তী বলেন যে মোক্ষে দুঃখাভাব এবং সুখের স্ফুরণ উভয়ই হইয়া থাকে অর্থাৎ সিদ্ধান্তী যদি মোক্ষকালীন সুখকে দুঃখাভাবমাত্র না বলিয়া দুঃখাভাবের অতিরিক্ত বলেন, তাহা হইলে মোক্ষে সুখ এবং দুঃখাভাব, এই উভয়ই থাকায় দ্বৈতাপত্তি অনিবার্য হইবে। এইপ্রকার যুক্তি উপন্যাস করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "কিং চ সুখস্যদুঃখাভাবমাত্রত্বে বৈশেষিকমোক্ষবদপুমর্থতা। অতিরেকেসদ্বিতীয়ত্বম্।"[৬০]

মোক্ষাবস্থায় কেবল সুখ বা কেবলপ্রকাশস্বরূপ চৈতন্য বিদ্যমান, ইহাও সিদ্ধান্তী বলিতে পারিবেন না। কারণ মোক্ষকালে সুখ থাকিলেও যদি সুখের প্রকাশ না হয়, তাহা হইলে সেই সুখ পুরুষার্থ হইতে পারিবে না। অপরপক্ষে মোক্ষে কেবল প্রকাশস্বরূপ চৈতন্য থাকিলে উহা সুখস্বরূপ না হওয়ায় পুরুষার্থ হইবে না। সুতরাং মোক্ষকালীন আত্মা সুখমাত্র অথবা প্রকাশমাত্র, এই উভয় বিকল্পের কোনওটি সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত হইতে পারে না। এইরূপ যুক্তি উপস্থাপনের নিমিত্ত আচার্য ব্যাসতীর্থ বলিয়াছেন, "অপি চ আত্মনঃ সুখমাত্রত্বে প্রকাশমাত্রত্বে চ সুখপ্রকাশাভাবেনাপুমর্থত্বম্।"[৬১]

পূর্বোক্ত আপত্তি পরিহার করিতে সিদ্ধান্তী যদি আত্মাকে সুখ এবং প্রকাশ উভয়াত্মক বলেন, তাহা হইলে আত্মা অখণ্ড হইতে পারিবে না। কিন্তু সিদ্ধান্তী আত্মাকে অখণ্ড এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া থাকেন। সিদ্ধান্তীর মতে যে বস্তুতঃপক্ষে আত্মার অখণ্ডত্ব স্বীকৃত হইতে পারে না, তাহা প্রদর্শন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "উভয়াত্মকত্বে চাহখণ্ডত্বহানিঃ।"[৬২]

*ন্যায়ামৃত*কার সিদ্ধান্তীকে পুনরায় প্রশ্ন করিতে পারেন যে সুষুপ্তিকালে যে দুঃখাভাব এবং সুখের স্ফুরণ হয়, সেই দুঃখাভাব এবং সুখ কি দুঃখ হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন? উহা দুঃখ হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন হইলে ভেদের তাত্ত্বিকতা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সিদ্ধান্তী বহু যত্নসহকারে ভেদ খণ্ডন করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে ভেদ তাত্ত্বিক নহে। সুতরাং মোক্ষকালীন দুঃখাভাব এবং সুখের সহিত দুঃখের ভেদ স্বীকৃত হইলে আত্মা সর্বপ্রকার ভেদরহিত হইতে পারিবেন না। ফলে ঐরূপ ভেদস্বীকার করিলে সিদ্ধান্তীর পক্ষে অপসিদ্ধান্তই হইবে। অপরপক্ষে মোক্ষে যে দুঃখাভাব এবং আত্মার স্বরূপসুখের স্ফুরণ হয়, তাহা দুঃখের সহিত অভিন্ন হইলে ঐরূপ দুঃখাভাব এবং স্বরূপসুখ পুরুষার্থ হইতে পারিবে

না; যেহেতু দুঃখ কদাপি পুরুষার্থ হয় না। সিদ্ধান্তীর বিরুদ্ধে এইরূপ উভয়তঃ পাশারজ্জু উপস্থাপন করিতেই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন "কিং চ দুঃখাভাবস্য সুখস্য চ তত্ত্বতো দুঃখাদ্ভেদেহপসিদ্ধান্তঃ, অভেদে ত্বপুমর্থতা।"[৬৩]

এইরূপেই নির্বিশেষসুখস্য পুরুষার্থত্বভঙ্গপ্রকরণে *ন্যায়ামৃত*কার প্রতিপাদন করিয়াছেন যে আত্মার নির্বিশেষ স্বরূপসুখ পুরুষার্থ হইতে পারে না।

****

*ন্যায়ামৃত*কার চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'জীবন্মুক্তিভঙ্গ' নামক পঞ্চম প্রকরণে আচার্য ব্যাসতীর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন যে সিদ্ধান্তী জীবন্মুক্তিও উপপাদন করিত পারেন না। সিদ্ধান্তী বলিয়া থাকেন যে আত্মার সুখস্বরূপতা জীবন্মুক্ত পুরুষের স্বানুভবসিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে জীবন্মুক্তি অবস্থা বস্তুতঃপক্ষে কী প্রকার? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিয়া থাকেন যে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেও যে অবস্থা অবিদ্যাকার্য দেহাদির প্রতিভাস অনুবৃত্ত হইয়া থাকে, সেই অবস্থাকেই জীবন্মুক্তির অবস্থা বলা হয়।

সিদ্ধান্তী জীবন্মুক্তির এইপ্রকার স্বরূপ স্বীকার করিলে মাধ্বসম্প্রদায় আপত্তি করিবেন যে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলে দেহাদি অনুবৃত্ত হইতে পারে না। কারণ উপাদানের নাশের ফলে উপাদেয়ের নাশ অনিবার্য হওয়ায় এবং অবিদ্যা শরীরাদির পরিণামী উপাদান হওয়ায় অবিদ্যার নাশে শরীরাদির বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অবিদ্যার নাশের ফলে যদি শরীরাদির বিনাশ অনিবার্য হয়, তাহা হইলে জীবন্মুক্তি অসম্ভব হইবে।

এইরূপ আপত্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে উপাদানকারণের নাশ হইলেই অনিবার্যরূপে কার্যেরও নাশ হয়, এইপ্রকার নিয়ম সর্বত্র স্বীকার করা যায় না,

কারণ কুম্ভকারের চক্রের সহিত কুম্ভকারের দণ্ডের সংযোগ বিনষ্ট হইলেও কতিপয় ক্ষণ কুম্ভকারের চক্র ঘূর্ণিত হইতে থাকে। অনুরূপভাবে রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা সর্পভ্রমের বিনাশ হইলেও ভ্রমজনিত ভয়কম্পাদির অনুবৃত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং কারণের নাশ হইলেও কার্যের অনুবৃত্তি অদৃষ্টপূর্ব নহে। বস্তুতঃপক্ষে কুম্ভকারের চক্রের ঘূর্ণনের ফলে বেগাখ্য সংস্কার উৎপন্ন হয়। ঐ বেগাখ্য সংস্কারবশতঃই কুম্ভকারের চক্রের সহিত দণ্ডের সংযোগ বিনষ্ট হইলেও কুম্ভকারের চক্র ঘূর্ণিত হইতে থাকে। অনুরূপভাবে জীবন্মুক্তিস্থলেও অবিদ্যার নাশ হইলেও অবিদ্যানাশজন্য সংস্কারবশতঃই দেহাদির প্রতিভাস অনুবৃত্ত হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্তী এইরূপে অবিদ্যানাশজন্য সংস্কারের দ্বারা জীবন্মুক্তি উপপাদনের প্রয়াস করিলে মাধ্বসম্প্রদায় সিদ্ধান্তীর বিরুদ্ধে আপত্তি করিতে পারেন যে কেবল কর্ম এবং জ্ঞানই সংস্কারের জনক হইতে পারে, যে কোনও পদার্থের নাশ হইতে সংস্কারের উৎপত্তি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

ইহার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে কর্ম এবং জ্ঞান ভিন্ন পদার্থও সংস্কারের জনক হইতে পারে, যথা পুষ্পপুটিকা হইতে পুষ্প অপসারিত হইলেও পুটিকায় পুষ্পগন্ধরূপ পুষ্পবাসনা থাকিয়াই যায়। অতএব অন্যান্য বহু পদার্থের নাশ সংস্কারের জনক হইতে পারে। অনুরূপভাবে অবিদ্যানাশ হইতেও সংস্কারের উৎপত্তি হইতে পারে। অবিদ্যানাশজন্য যে সংস্কারের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সিদ্ধান্তী অনুমানপ্রয়োগও করিতে পারেন। অনুমানের আকার এইরূপ - অবিদ্যানাশঃ সংস্কারব্যাপ্তঃ সংস্কারনাশান্যনাশত্বাৎ, জ্ঞাননাশবৎ। উক্ত অনুমানের তাৎপর্য এই যে অবিদ্যানাশ সংস্কারের দ্বারা ব্যাপ্ত। এইরূপ অবিদ্যানাশজন্য সংস্কার ধ্বংসের ন্যায় নিরুপাদান হইয়াও

অবিদ্যার ন্যায় চৈতন্যে আশ্রিত হইয়া থাকে। অবিদ্যানাশজন্য সংস্কার শুদ্ধচৈতন্যে আশ্রিত হওয়ায় উহা অবিদ্যাকে অপেক্ষা করে না। ঐপ্রকার সংস্কারবশতঃই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলেও জীবন্মুক্ত পুরুষের শরীরাদির অনুবৃত্তি সম্ভব হইয়া থাকে। জীবন্মুক্তিভঙ্গপ্রকরণের প্রারম্ভে সিদ্ধান্তীর এইপ্রকার যুক্তি উপস্থাপন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "যচ্চোচ্যতে তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ নষ্টাবিদ্যোহনুবৃত্তদেহাদিপ্রতিভাসশ্চ জীবন্মুক্তঃ। ন চ তত্ত্বজ্ঞানাদবিদ্যানাশে সদ্যঃ শারীরাদি নির্বতেতেতি বাচ্যম্। চক্রভ্রমণবদ্ ভয়কংপাদিবচ্চাবিদ্যাসংস্কারাদপি তদনুবৃত্তেঃ। ন চ ক্রিয়াজ্ঞানয়োরের সংস্কারঃ নিঃসারিতপুষ্পানাং তৎপুটিকায়ং পুষ্পবাসনাদর্শনাৎ। বিমতো নাশঃ সংস্কারব্যাপ্তঃ সংস্কারনাশান্যত্বে সতি নাশত্বাৎ, জ্ঞাননাশবদিত্যনুমানাচ্চ। সংস্কারঃ কর্যোহপি ধ্বংস ইব নিরুপাদানঃ। অবিদ্যেব চ শুদ্ধাত্মাশ্রিত ইতি নাবিদ্যাপেক্ষঃ।"[৬৪] কোনও কোনও সিদ্ধান্তী ইহাও বলিয়া থাকেন যে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেও অবিদ্যালেশের নিবৃত্তি হয় না এবং অবিদ্যালেশ অনুবৃত্ত হয় বলিয়াই জীবন্মুক্তির অনন্তর জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহাদির অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। সিদ্ধান্তী যে এইপ্রকার বিকল্প অবলম্বন করিয়াও জীবন্মুক্তি উপপাদনের প্রয়াস করিতে পারেন, তাহার সূচনা করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "যদ্বা অবিদ্যালেশানুবৃত্ত্যা তদনুবৃত্তিরিতি।"[৬৫]

এইরূপে সিদ্ধান্তী অবিদ্যানাশজন্য সংস্কার বা অবিদ্যালেশের দ্বারা জীবন্মুক্তির অনন্তর দেহাদির অনুবৃত্তি ব্যাখ্যা করিবার প্রযত্ন করিলে প্রথমে সংস্কারপক্ষ খণ্ডনের *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "অত্র ব্রূমঃ - ন তাবৎ সংস্কারপক্ষঃ যুক্তঃ। ভাবকার্যমধ্যস্তং সংস্কারং দেহাদিকং তদ্ধেতুপ্রারব্ধকর্মাদিকং চ প্রত্যুপাদানত্বেনাজ্ঞানানুবৃত্ত্যাপাতাৎ।"[৬৬] *ন্যায়ামৃত*কারের তাৎপর্য এই যে ভাবকার্য তাহার - উপাদান কারণ বিনা অবস্থান করিতেই

পারে না। চৈতন্যাশ্রিত সংস্কার, দেহাদি, দেহাদির হেতু প্রারব্ধ কর্ম, এই সকল পদার্থই ভাবকার্য হওয়ায় ইহাদের কেহই উহাদের উপাদানকারণ অজ্ঞানের অনুবৃত্তি ব্যতিরেকে অনুবৃত্ত হইতেই পারে না। জীবন্মুক্তির অনন্তর যদি সংস্কার, প্রারব্ধ কর্ম, দেহাদি প্রভৃতির অনুবৃত্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উহাদের উপাদানকারণ অবিদ্যাও জীবন্মুক্তির অনন্তর অনুবৃত্ত হয়, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নাশ হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ইহাতে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে রজ্জুজ্ঞানের উদয়ে সর্পভ্রমের নিবৃত্তি হইলেও যে ভয়কম্পাদির অনুবৃত্তি হয়, তাহা অনুভবসিদ্ধ। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ হইলেও অবিদ্যানাশজন্য সংস্কার অনুবৃত্ত হইতে পারে।

সিদ্ধান্তীর এইপ্রকার সম্ভাব্য যুক্তি খণ্ডন করিতেই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "সর্পাদিভ্রমসংস্কারস্তু সত্যো ন ত্বজ্ঞানোপাদানকঃ।"[৬৭] *ন্যায়ামৃত*কারের অভিপ্রায় এই যে সর্পভ্রমজন্য সংস্কার এবং উক্তপ্রকার ভ্রমজন্য ভয়কম্পাদি সত্য পদার্থ। সত্যপদার্থ কদাপি অজ্ঞানোপাদানক হইতে পারে না। এইকারণেই রজ্জু তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও সর্পভ্রমজন্য সংস্কার এবং ভয়কম্পাদির নিবৃত্তি হয় না।

এতদ্ব্যতীত, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যদি সংস্কারের নাশ না হয়, তাহা হইলে সংস্কারের নিবৃত্তি কীরূপে সম্ভব? সংস্কারের নিবৃত্তি না হইলে সংস্কারকার্য দেহাদি অনুবৃত্ত হইতেই থাকিবে।

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেই অধ্যাসজন্য সংস্কারের নিবৃত্তি হয় না তত্ত্বজ্ঞানের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি

অভ্যাসের দ্বারাই সংস্কার নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই প্রকরণের প্রারম্ভে সিদ্ধান্তীর এইরূপ উত্তর উপস্থাপন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছিলেন, "সংস্কারানিবৃত্তিশ্চাহহবৃত্তাত্তত্ত্বসাক্ষাৎকারাশ্চ।"[৬৮]

সিদ্ধান্তীর এইপ্রকার উত্তর যে গ্রহণযোগ্য নহে, তাহা প্রদর্শন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "পূর্বসাক্ষাৎকারনিবৃত্তস্যাধ্যস্তস্য তদনধিকবিশেষেণাহহবৃত্তেনাপ্যুত্তরেণ জ্ঞানেন নিবৃত্ত্যদর্শনাচ্চ।"[৬৯] আচার্য ব্যাসতীর্থের অভিপ্রায় এই যে প্রথমোৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান এবং পরবর্তীকালে পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের ফলে উৎপন্ন জ্ঞানের মধ্যে বিষয়াংশে কোনও পার্থক্য থাকে না। উত্তরকালীন অভ্যাসজন্য জ্ঞান যদি অধিকবিষয়ক হইত, তবেই উত্তরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা কোনও অন্যপদার্থের নিবৃত্তি হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান এবং পরবর্তীকালে অভ্যাসের ফলে উৎপন্ন জ্ঞানের বিষয় অভিন্নই হওয়ায় প্রথমজ্ঞানের দ্বারা যদি সংস্কারের নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে অভ্যাসের দ্বারা উৎপন্ন পরবর্তী তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাও সংস্কারের নিবৃত্তি হইতে পারিবে না।

সংস্কারপক্ষে যে অন্য বহুবিধ অনুপপত্তি বিদ্যমান, তাহা প্রদর্শন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "জীবন্মুক্তস্যাবিদ্যাবরণাভাবেন তদা নিরতিশয়ানন্দস্ফূর্ত্যাপাতাচ্চ। সংস্কারস্তু নাবরণমিতি ত্বয়ৈবোক্তম্। এতেন তত্ত্বে জ্ঞাতেহপি দ্বিচন্দ্রাদিবদ্দোষাদ্ বাধিতানুবৃত্তিরিতি নিরস্তম্, তত্রেবাত্র তত্ত্বজ্ঞানানিবর্ত্ত্যদোষাভাবাৎ।"[৭০] এই সন্দর্ভে আচার্য ব্যাসতীর্থ বলিয়াছেন যে জীবন্মুক্ত পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাবরণ বিনষ্ট হওয়ায় ইহাই স্বীকার্য যে জীবন্মুক্তি ব্যক্তি সর্বদাই নিরতিশয় স্বরূপসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিও যতকাল দেহধারণ করেন, ততকাল তাঁহাকে জরা ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ ভোগ করিতে হয়। সিদ্ধান্তী ইহাও বলিতে পারিবেন না যে

অবিদ্যানাশজন্য সংস্কার থাকে বলিয়াই নিরতিশয় আনন্দস্বরূপের স্ফুরণ হয় না। কারণ সিদ্ধান্তীর মত অনুসারেই সংস্কার চৈতন্যস্বরূপের আবরণ হইতেই পারে না। দ্বিচন্দ্রভ্রমস্থলে চন্দ্র যে এক, সেই বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান থাকিলেও চক্ষুনিষ্ঠ দোষবশতঃ দ্বিচন্দ্রভ্রমের অনুবৃত্তি হয়। কিন্তু প্রকৃতস্থলে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই অবিদ্যারূপ দোষের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্তির অযোগ্য কোনও দোষ জীবন্মুক্তিস্থলে না থাকায় সেই দোষবশতঃ সংস্কার এবং দেহাদির অনুবৃত্তি হইয়া থাকে, ইহাও সিদ্ধান্তী বলিতে পারিবেন না।

পূর্বোক্তপ্রকারে সংস্কারপক্ষ খণ্ডনের অনন্তর অবিদ্যালেশপক্ষ খণ্ডন আরম্ভ করিতে বলিয়াছেন, "লেশপক্ষেঽপি ন তাবল্লেশোঽবয়বঃ, অজ্ঞানস্য নিরবয়বত্বাৎ।"[৭১] অবিদ্যালেশবশতঃই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তির অনন্তর দেহাদির অনুবৃত্তি হইয়া থাকে, এইরূপ বিকল্পে প্রথমেই প্রশ্ন হইয়া থাকে যে অবিদ্যালেশ কীরূপ পদার্থ? এইরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইলে আচার্য ব্যাসতীর্থ বলিয়াছেন যে অবিদ্যালেশকে অবিদ্যার অবয়ব বলা যায় না; কারণ সিদ্ধান্তীর মত অনুসারেই অবিদ্যা নিরবয়ব হওয়ায় অবিদ্যার কোনও অবয়ব থাকিতে পারে না।

সিদ্ধান্তী ইহাও বলিতে পারেন না যে দগ্ধপটের যেরূপ ভস্মাবশেষ থাকে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তির অবিদ্যার যে অবশেষ থাকে, তাহাই অবিদ্যালেশ। কারণ নিরবয়ব পদার্থের ক্ষেত্রে এইরূপ বিনাশপ্রক্রিয়া সম্ভবই না হওয়ায় নিরবয়ব পদার্থের দগ্ধপটের ভস্মাবশেষের ন্যায় কোনও অবশেষ থাকিতে পারে না। সিদ্ধান্তীর দ্বারা প্রযুক্ত ভস্মাবশেষের দৃষ্টান্ত যে প্রকৃতস্থলে প্রযোজ্যই নহে, তাহার উল্লেখ করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিলেন, "এতেন অবিদ্যৈব দগ্ধপটন্যায়েন কংচিৎকালং তিষ্ঠতীতি নিরস্তম্। নিরবয়বে

দগ্ধপটন্যায়াসম্ভবাৎ।"[৭২] এতদ্ব্যতীত, অবিদ্যালেশ যদি তত্ত্বজ্ঞানেরে দ্বারা অনিবর্ত্ত্য হয় এবং তত্ত্বজ্ঞানের অনন্তর অনুবৃত্তি হয়, তাহা হইলে উহাকে সত্যপদার্থই বলিতে হইবে। ফলতঃ অবিদ্যালেশের পারমার্থিকসত্ত্ব সিদ্ধান্তীকে স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিতে আচার্য ব্যাসতীর্থ বলিয়াছেন, "অনুবৃত্তস্য জ্ঞানানিবর্ত্যত্বেন সত্ত্বাপাতাচ্চ।"[৭৩]

'অবিদ্যালেশ' পদের অর্থ অবিদ্যাবয়ব হইতে পারে না, *ন্যায়ামৃত*কারের এইরূপ আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে 'লেশ পদের অর্থ অবয়ব নহে, অবিদ্যার নানা আকারকেই 'অবিদ্যালেশ' বলা হইয়া থাকে। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে।"[৭৪] এইরূপ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে অবিদ্যা নানা আকারে আকারিত হইতে পারে। আকারীর নিবৃত্তি হইলেও আকার অনুবৃত্ত হইতে পারে যথা ব্যক্তির বিনাশ হইলেও ব্যক্তিনিষ্ঠ জাতি থাকিয়া যায়। প্রকৃতস্থলেও জীবন্মুক্তিতে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেও অবিদ্যালেশরূপ অবিদ্যার আকার থাকিয়াই যায় এবং ঐরূপ অবিদ্যালেশবশতঃই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির দেহাদির অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। যে আকারে অবিদ্যা আকারের পরমার্থসত্ত্ববিষয়ক ভ্রম উৎপন্ন করে, জীবন্মুক্তিকালে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার সেই আকারের নিবৃত্তি হইলেও যে আকারে অবিদ্যা দেহাদিপ্রতিভাসের হেতু হয়, সেই আকারের নিবৃত্তি জীবন্মুক্তিকালে হয় না। এইজন্যই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি যদিও অবিদ্যা কোনও আকারকেই পারমার্থিকসৎপদার্থরূপে গণ্য করেন না, তথাপি তাঁহার নিকট দেহাদির প্রতিভাস হয়। বলা বাহুল্য, এইপ্রকার দেহাদির প্রতিভাসকেও জীবন্মুক্ত ব্যক্তি পারমার্থিকসৎরূপে গণ্য করেন না; যেহেতু জীবন্মুক্তিকালেই জীবন্মুক্ত পুরুষের নিকট অবিদ্যার সকল আকারের পারমার্থিকসত্ত্ববিষয়ক ভ্রমেরই নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রশ্ন হইতে পারে যে অবিদ্যার বিরোধী তত্ত্বজ্ঞান থাকা সত্ত্বেও দেহাদিপ্রতিভাস অনুবৃত্ত হয় কেন?

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে প্রারব্ধ কর্ম জ্ঞানের প্রতিবন্ধক এবং ঐরূপ প্রাবব্ধ কর্ম বশতঃই দেহাদির প্রতিভাস জীবন্মুক্তির অনন্তরও অনুবৃত্ত হয়। পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, তত্ত্বজ্ঞানের অনন্তর প্রারব্ধ কর্মই বা কী কারণে অনুবৃত্ত হয়? তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা প্রারব্ধ কর্মের বিনাশ হইয়া সদ্যোমুক্তির উৎপত্তি হয় না কেন? ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন, প্রারব্ধ কর্মের অনুবৃত্তি তাহার হেতু অবিদ্যালেশের অনুবৃত্তিবশতঃ হইয়া থাকে। ব্যক্তির নিবৃত্তিসত্ত্বেও জাতির অনুবৃত্তির ন্যায় আকারীর নিবৃত্তিসত্ত্বেও আকারের অনুবৃত্তি অযুক্ত নহে। সিদ্ধান্তীর এইরূপ মত উপন্যাস করিতে আচার্য ব্যাসতীর্থ বলিয়াছেন, "অথ মতং লেশো নানাহহকার। 'ইন্দ্রো মায়াভি'রিত্যাদিশ্রুত্যা অবিদ্যায়া অনেকাকারত্বেন প্রপংচে পরমার্থসত্ত্বাদিভ্রমহেত্বাকারনিবৃত্তাবপি দেহাদ্যপরোক্ষপ্রতিভাসহেত্বাকারোহনুবর্ততে। বিরোধিনি তত্ত্বজ্ঞানে সত্যপি তদনুবৃত্তিশ্চাহহরব্ধকর্মভিজ্ঞানপ্রতিবন্ধাৎ। কর্মানুবৃত্তিশ্চ তদ্ধেত্বজ্ঞানলেশানুবৃত্তেঃ উক্তং চ - অবিদ্যালেশশব্দেন মোহাকারান্তরোক্তিতঃ।

জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধাচ্চ প্রবলারব্ধকর্মভি।। ইত্যাদি

আকারিনিবৃত্তাবপ্যাকারস্যানুবৃত্তির্ব্যক্তিনিবৃত্তাবপিজাতেরিব যুক্তেতি।"[৭৫]

এইপ্রকারে সিদ্ধান্তী অবিদ্যালেশের দ্বারা জীবন্মুক্তির অনন্তর দেহাদিপ্রতিভাসের অনুবৃত্তি ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস করিলে *ন্যায়ামৃত*কার সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিবেন, এই অবিদ্যালেশরূপ অবিদ্যার আকার কি জাতি অথবা শক্ত্যাদিরূপ অবিদ্যার ধর্মবিশেষ? অথবা উহা সুবর্ণকুণ্ডলাদির ন্যায় অবিদ্যার অবস্থা বিশেষ? অথবা, উহা অজ্ঞানব্যক্ত্যন্তর? এইসকল বিকল্প উপন্যাস করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "তত্রাহহকারো জাতিশক্ত্যাদিরূপো ধর্মো বা? স্বর্ণস্য কুণ্ডলাদিরিবাবস্থাবিশেষো বা? অজ্ঞানব্যক্ত্যন্তরং বা?[৭৬]

পূর্বোক্ত বিকল্পসমূহের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিকল্প খণ্ডন করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "নাদ্যদ্বিতীয়ৌ, তয়োদেহাদিভ্রমোপাদানত্বেহবিদ্যাত্বাপাতাৎ। অনুপাদানত্বে চোপাদানান্তরাভাবেন দেহাদিভ্রমাযোগাৎ। আত্মান্যত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বেন চ তয়োর বিদ্যাতৎকার্যয়োরন্যতরত্বাবশ্যম্ভাবেনাজ্ঞানে নিবৃত্তে স্থিত্যযোগাচ্চ।"[৭৭] *ন্যায়ামৃত*কারের আশয় এই যে পূর্বক্তো বিকল্পসমূহের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিকল্প সিদ্ধান্তীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। কারণ, অবিদ্যালেশ যদি জাতি বা শক্তির ন্যায় অবিদ্যার ধর্ম হয়, তাহা হইলে ঐপ্রকার অবিদ্যালেশ দেহাদিপ্রতিভাসরূপ ভ্রমের উপাদানকারণ হওয়ায় উহার অবিদ্যাত্বই স্বীকার্য হইবে। অপরপক্ষে, সিদ্ধান্তী যদি বলেন যে অবিদ্যালেশ দেহাদিভ্রমের উপাদানকারণই নহে, তাহা হইলে উপাদানান্তরের অভাববশতঃ জীবন্মুক্তির অনন্তর দেহাদিভ্রম অনুবৃত্তই হইতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত দেহাদি আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া উহারা অবশ্যই মিথ্যা হইবে এবং দেহাদি প্রতিভাস জ্ঞাননিবর্ত্য হওয়ায় ঐরূপ প্রতিভাসকে হয় অবিদ্যা বলিতে হইবে অথবা অবিদ্যাকার্য বলিতে হইবে। এক্ষণে দেহাদিপ্রতিভাস অবিদ্যা এবং অবিদ্যাকার্যের মধ্যে অন্যতর হইলে অবিদ্যানিবৃত্তির অনন্তর দেহাদিভ্রমের স্থিতি সম্ভবই নহে। অবিদ্যালেশকে অবিদ্যার অবস্থাবিশেষও বলা যায় না, কারণ যাহা অবস্থাবান সেই অবিদ্যাই যদি জীবন্মুক্তির অনন্তর না থাকে, তাহা হইলে অবস্থাই বা কীরূপে থাকে। সুতরাং অবিদ্যালেশকে জাতি বা শক্তিরূপ অবিদ্যার ধর্ম বলা হইলে উহার অবিদ্যাত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে এবং অবিদ্যালেশকে অবস্থাবিশেষ বলা হইলে অবস্থাবানের অভাবে অবস্থা থাকিতে পারিবে না। ধর্ম এবং অবস্থাপক্ষরূপ প্রথম এবং দ্বিতীয় বিকল্প যে সিদ্ধান্তীর ইষ্ট হইতেই পারে না, তাহা প্রতিপাদনপূর্বক প্রথম এবং দ্বিতীয় বিকল্প খণ্ডনের উপসংহার করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিলেন, "ধর্মে উপাদানত্বস্যাবস্থায়াং অবস্থাবন্তং বিনা স্থিতেরযোগাচ্চ।"[৭৮]

অনন্তর অবিদ্যালেশের অজ্ঞানব্যক্ত্যন্তরত্বরূপ তৃতীয়পক্ষ খণ্ডন করিতে *ন্যায়ামৃতকার* বলিলেন, "ন তৃতীয়ঃ, অজ্ঞানৈক্যপক্ষে তদযোগাৎ। তদ্ভেদপক্ষেঽপি ব্যক্ত্যন্তরং পূর্বাজ্ঞানাদধিকবিষয়ম্? ন বা? নাদ্যঃ, নির্বিশেষে তদযোগাৎ। নান্ত্যঃ, একস্মিন্নপি বিষয়ে যাবন্তি জ্ঞানানি তাবন্ত্যজ্ঞানানীতি মতস্য প্রতিকর্মব্যবস্থাভংগে দূষিতত্বাৎ। চরমসাক্ষাৎকারান্যূনবিষয়সাক্ষাৎকারস্য পূর্বমপি সত্ত্বে পশ্চাদিব জীবন্মুক্তাবপি তদজ্ঞানহেতুকাধ্যাসাযোগাচ্চ।"[৭৯] এই সন্দর্ভে *ন্যায়ামৃতকার* বলিয়াছেন, অজ্ঞানের একত্বপক্ষে অজ্ঞানব্যক্ত্যন্তরের কোন সম্ভাবনাই না থাকায় অজ্ঞানের একত্বপক্ষে অবিদ্যালেশ অজ্ঞান ব্যক্ত্যন্তর হইতে পারে না। যাঁহারা নানাজ্ঞান স্বীকার করেন তাঁহাদের *ন্যায়ামৃতকার* প্রশ্ন করিতেছেন যে অজ্ঞানব্যক্ত্যন্তর কি পূর্ব অজ্ঞান অপেক্ষা অধিকবিষয়ক? অথবা, অধিকবিষয়ক নহে? অজ্ঞানভেদপক্ষের অন্তর্গত প্রথম বিকল্প সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত হইতেই পারে না। কারণ, সিদ্ধান্তীর মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ এবং সকলবিশেষরহিত ব্রহ্মচৈত্যন্যই অজ্ঞানের বিষয়। সুতরাং, পূর্ব অজ্ঞান অপেক্ষা অজ্ঞানব্যক্ত্যন্তর অধিকবিষয়ক হইতেই পারে না, যেহেতু ব্রহ্মে ন্যূনাধিক সম্ভব না হওয়ায় ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানও ন্যূনবিষয়ক বা অধিকবিষয়ক হইতে পারে না। অতএব, অজ্ঞানব্যক্ত্যন্তর পূর্বজ্ঞান অপেক্ষা অধিকবিষয়ক, ইহা সিদ্ধান্তীর পক্ষে অভিপ্রেত হইতেই পারে না। অপরপক্ষে যদি সিদ্ধান্তী অজ্ঞানভেদ পক্ষের অন্তর্গত দ্বিতীয় বিকল্প স্বীকার করিয়া বলেন যে অজ্ঞানব্যক্ত্যন্তর পূর্বাজ্ঞান অপেক্ষা অধিকবিষয়ক নহে, তাহা হইলে একই বিষয়ে যে সংখ্যক জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, সেই সংখ্যক অজ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু একই বিষয়ে প্রথমোৎপন্ন জ্ঞানের দ্বারাই সেই বিষয়ের আবরক অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় পরবর্তী অজ্ঞানব্যক্তন্তরসমূহের কোনও বিষয় থাকিবে না। জীবন্মুক্তির পূর্বে উৎপন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার চরমব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে অন্যূনবিষয়ক হওয়ায় জীবন্মুক্তির পূর্বে উৎপন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারাই ব্রহ্মবিষয়ক

অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানই সকল অধ্যাসের হেতু হওয়ায় ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট হইবার পর জীবন্মুক্ত ব্যক্তির দেহাদিবিষয়ক অধ্যাস অনুবৃত্ত হইতেই পারে না।

অজ্ঞানলেশবিষয়ে সম্ভাব্য সকল বিকল্পই এইরূপে নিরস্ত হওয়ায় সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে জীবন্মুক্তির পূর্বে উৎপন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রারব্ধকর্মের দ্বারা প্রতিবদ্ধ হওয়ায় উহা অজ্ঞানলেশের অনিবর্তক হইয়া থাকে। এইরূপ পক্ষ খণ্ডনের নিমিত্ত *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "ন চ পূর্বজ্ঞানস্য কর্মণা প্রতিবন্ধাদজ্ঞানানির্বতকতেতি যুক্তম্, জ্ঞানস্য স্বপ্রাগভাবনির্বতন ইবাজ্ঞাননিবর্তনেহপি প্রতিন্ধাযোগাৎ। স্থিতে লেশে কর্মানুবৃত্তিস্তদনুবৃত্তৌ চ জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধেন লেশস্থিতিরন্যোন্যাশ্রয়াচ্চ।"[৮০] *ন্যায়ামৃত*কারের এই সন্দর্ভের তাৎপর্য এই যে প্রারব্ধ কর্মের দ্বারা প্রতিবদ্ধ হয় বলিয়াই জীবন্মুক্তির পূর্বে উৎপন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অজ্ঞানের অনিবর্তক হইয়া থাকে, ইহা সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না, কারণ যেরূপ জ্ঞান স্বীয় প্রাগভাবের নিবর্তনে কোনও প্রতিবন্ধের দ্বারা প্রতিবদ্ধ হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তিতেও উহা কোনও প্রতিবন্ধকের দ্বারা প্রতিবদ্ধ হইতে পারে না। এতদ্ব্যতীত, প্রারব্ধ কর্মকে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলা হইলে অন্যোন্যাশ্রয়দোষও অনিবার্য হইবে। কারণ, প্রারব্ধ কর্মের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিলে সিদ্ধান্তীকে বলিতে হইবে, অবিদ্যালেশ থাকিলে প্রারব্ধ কর্ম অনুবৃত্ত হয়। অপরপক্ষে জীবন্মুক্তিকালে বা জীবন্মুক্তির অনন্তর প্রারব্ধ কর্ম থাকে বলিয়াই উহার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রতিবদ্ধ হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান প্রতিবদ্ধ হয় বলিয়াই অবিদ্যালেশ থাকে। সুতরাং প্রারব্ধকর্মকে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলা হইলে পূর্বোক্তপ্রকারে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ দুষ্পরিহর হইবে।

এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয়দোষ পরিহারের নিমিত্ত সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ[৮১] এইপ্রকার শ্বেতাশ্বতর শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হয় যে জীবন্মুক্তির অনন্তর যে অবিদ্যালেশ অনুবৃত্ত হয়, তাহা 'অন্তে' অর্থাৎ ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হইলে চরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা নিবৃত্ত হইয়া থাকে, সুতরাং, অবিদ্যালেশের অনুবৃত্তি প্রমাণান্তরের দ্বারা জ্ঞাত হওয়ায় প্রারব্ধ কর্মের সহিত অবিদ্যালেশের অনুবৃত্তির জ্ঞপ্তিগত অন্যোন্যাশ্রয় সম্ভব নহে।

এইপ্রকারে সিদ্ধান্তী জীবন্মুক্তির অনন্তর প্রারব্ধ কর্ম এবং অবিদ্যালেশের অনুবৃত্তির মধ্যে জ্ঞপ্তিগত অন্যোন্যাশ্রয় দোষ পরিহারের প্রযত্ন করিলে *ন্যায়ামৃতকার* প্রতিপাদন করিয়াছেন যে অবিদ্যালেশের অনুবৃত্তি এবং প্রারব্ধ কর্মের মধ্যে জ্ঞপ্তিগত অন্যোন্যাশ্রয় দোষ যদিও বা এইরূপে পরিহার করা সম্ভব হয়, তথাপি উহাদের মধ্যে স্থিতিগত অন্যোন্যাশ্রয় পরিহার করা সম্ভব নহে। কারণ, অবিদ্যালেশের অনুবৃত্তি হইলে প্রারব্ধ কর্ম থাকিবে এবং প্রারব্ধকর্মের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান প্রতিবদ্ধ হইলে অবিদ্যালেশের অনুবৃত্তি হইবে। সুতরাং সিদ্ধান্তীর পক্ষে স্থিতিগত অন্যোন্যাশ্রয় পরিহার করা অসম্ভব। সিদ্ধান্তীর পূর্বোক্ত যুক্তি এবং তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ আপত্তি উপস্থাপন করিতেই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "ন চ 'ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তি'রিত্যন্ন ভূয় ইতিশ্রবণাৎ লেশানুবৃত্তের্মানান্তরেণাধিগমান্ন জ্ঞপ্তাবন্যোন্যাশ্রয় ইতি বাচ্যম্ তথাপি স্থিতারন্যোন্যাশ্রয়াৎ।"[৮২]

সিদ্ধান্তী *ন্যায়ামৃত*কারের বিরুদ্ধে বলিতে পারেন যে যদি জীবন্মুক্তির অনন্তর অবিদ্যালেশ অনুবৃত্ত না হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে জীবন্মুক্তিকালেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নিঃশেষ বিনাশ হয়। কিন্তু তাহা হইলে পূর্বোক্ত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে অবিদ্যার ভূয়ঃ ভূয়ঃ নিবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ নিবৃত্তি প্রতিপাদিত হইল কেন? জীবন্মুক্তিকালে

যদি অবিদ্যার সশেষ নিবৃত্তি হয় এবং অবিদ্যালেস্বরূপ অবিদ্যার অবশেষ থাকে, তবেই শ্রুতিতে পঠিত 'ভূয়' নিবৃত্তি নিরর্থক হইবে না।

সিদ্ধান্তীর এইরূপ যুক্তির প্রত্যুত্তরেই *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "শ্রুতৌ চ ভূয়ো যোজনাদিত্যন্বয়ঃ।"[৮৩] অর্থাৎ উক্ত শ্বেতাশ্বতরশ্রুতির অন্তর্গত 'ভূয়ঃ' পদের সহিত 'নিবৃত্তিঃ' পদের সহিত 'নিবৃত্তিঃ' পদের অন্বয় হইবে না। পূর্বে যে শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সমগ্র শ্রুতিবাক্য এইরূপ - "তস্যাভিধ্যানাদ যোজনাৎ তত্ত্বভাবাদ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ।" এই শ্রুতির অন্তর্গত 'যোজনা' পদের অর্থ শ্রবণ। অর্থাৎ ভূয়ঃ শ্রবণের দ্বারাই বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়, এইরূপে যোজনাখ্য শ্রবণের সহিত 'ভূয়ঃ' পদের অন্বয় স্বীকৃত হইলে উক্ত শ্রুতির দ্বারা অবিদ্যার ভূয়ঃ নিবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ নিবৃত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে, ইহা সিদ্ধান্তী বলিতে পারিবেন না।

সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে তত্ত্বজ্ঞান কেবল ভোগের দ্বারাই নাশপ্রাপ্ত হইতে পারে। এইজন্যই জীবন্মুক্তির পূর্বে যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা প্রারব্ধের নাশ হইতে পারে না।

সিদ্ধান্তীর এইপ্রকার যুক্তি খণ্ডনের নিমিত্ত *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, "তদা ভোগেন কর্মক্ষীণমিতি চেৎ, ন, ভোগৈকনাশ্যত্বে জ্ঞানানিবর্ত্যত্বেন সত্ত্বাপাতাৎ।"[৮৪]

পরিশেষে এই প্রকরণে অদ্বৈতসম্মত জীবন্মুক্তি খণ্ডনের নিমিত্ত যে সকল যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে, সেই সকল যুক্তি সংগৃহীত করিয়া জীবন্মুক্তিভঙ্গপ্রকরণের উপসংহার করিতে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন, এতেনাজ্ঞানস্যানেকশক্তিত্বেনারব্ধকর্মতৎকার্যেতরাধ্যাসসম্পাদনশক্তিমাত্রস্য বা প্রপংচে

পারমার্থিকসত্যত্বাদিভ্রমহেতুশক্তিমাত্রস্য বা প্রতিবন্ধো লেশানুবৃত্তত্বেন বিবক্ষিত ইতি নিরস্তম্। পূর্বজ্ঞানস্য শক্তিমাত্রপ্রতিবন্ধকত্বে তদনধিকবিষয়স্য চরমস্যাপি সত্ত্বাপত্যা কদাপ্যজ্ঞানহান্যসিদ্ধেঃ।

তস্মাৎপরমতে মোহকার্যত্বাদখিলস্য চ।

জ্ঞানেন মোহনাশাচ্চ জীবন্মুক্তির্ন যুজ্যতে।।"[৮৫]

অর্থাৎ জীবন্মুক্তি উপপাদনের নিমিত্ত সিদ্ধান্তীকে অজ্ঞানের অনেক শক্তি স্বীকারপূর্বক বলিতে হইবে যে জীবন্মুক্তির পূর্বে যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়, সেই সাক্ষাৎকারের দ্বারা প্রারব্ধকর্ম এবং প্রারব্ধকর্মের কার্যভিন্ন অধ্যাস সম্পাদক যে অজ্ঞানশক্তি তাহাই বিনষ্ট হয় অথবা জগতের পারমার্থিক সত্ত্ববিষয়কভ্রমের হেতু যে অজ্ঞানশক্তি, সেই শক্তিমাত্র বিনষ্ট হয় এবং অবিদ্যালেশ অনুবৃত্ত হয়। কিন্তু ইহাতে *ন্যায়ামৃত*কারের আপত্তি এই যে জীবন্মুক্তির অব্যবহিত পূর্বভাবী ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা অজ্ঞানের কোন বিশেষ শক্তিমাত্রেরই যদি নাশ হয়, তাহা হইলে চরম ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পূর্ববর্তী ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অপেক্ষা অধিকবিষয়ের প্রকাশক না হওয়ায় চরম ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারাও অজ্ঞানের নাশ হইবে না। ফলতঃ কদাপি অজ্ঞানের নাশ না হওয়ায় অজ্ঞানের পারমার্থিকসত্ত্বপ্রসঙ্গরূপ অনিষ্টপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। এইসকল যুক্তিকে একটি শ্লোকের আকারে নিবদ্ধ করিয়া *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছেন যে সিদ্ধান্তী মতে সকল জগৎই অজ্ঞানের কার্য হওয়ায় এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞান উৎপত্তির অনন্তর দেহধারণরূপ জীবন্মুক্তি সম্ভবই নহে। সুতরাং অদ্বৈতবেদান্তী জীবন্মুক্তি উপপাদনে ব্যর্থ।

টীকা

(১) ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধীর অন্তর্গত, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পাঃ) বারাণসীঃ চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ২০১৪, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১২৮০

(২) তদেব, পৃঃ ১২৮০

(৩) ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৮/১৫/১

(৪) ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০১৪, পৃঃ ১২৮

(৫) তদেব, পৃঃ ১২৮০-১২৮১

(৬) তদেব, পৃঃ ১২৮১

(৭) রামাচার্য, *ন্যায়ামৃততরঙ্গিনী, ন্যায়ামৃতম্* এর অন্তর্গত, কৃ ৪ পান্ডুরঙ্গি (সম্পাঃ), তৃতীয় সম্পুট, বেংগলরু, দ্বৈতবেদান্তাধয়েনসংশোধনপ্রতিষ্ঠানম্, ১৯৯৬, পৃঃ ৬৭৮, "আত্মাদাত্মস্বরূপাহবিদ্যানিবৃত্তিস্তদতিরিক্তাবেতি পক্ষদ্বয়ম্। দ্বিতীয়েপ্যনির্বাচ্যা বা পঞ্চমপ্রকারা সত্যা বেতি পক্ষত্রয়মিত্যুপসংহরতি।। ইতীতি।।

(৮) ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০১৪, পৃঃ ১২৮১

(৯) তদেব, পৃঃ ১২৮১-১২৮২

(১০) তদেব, পৃঃ ১২৮২

(১১) রামাচার্য, *ন্যায়ামৃততরঙ্গিনী*, ১৯৯৬, পৃঃ ৬৭৯

(১৩) ব্যাসতীর্থ *ন্যায়ামৃত*, ২০১৪, পৃঃ ১২৮৩

(১৪) তদেব, পৃঃ ১২৮৩

(১৫) তদেব, পৃঃ ১২৮৩-১২৮৪

(১৬) তদেব, পৃঃ ১২৮৪

(১৮) তদেব, পৃঃ ১২৮৪-১২৮৫

(১৯) তদেব, পৃঃ ১২৮৫

(২০) তদেব, পৃঃ ১২৮৫

(২১) তদেব, পৃঃ ১২৮৫

(২২) তদেব, পৃঃ ১২৮৫

(২৩) তদেব, পৃঃ ১২৮৫

(২৪) তদেব, পৃঃ ১২৮৫

(২৫) তদেব, পৃঃ ১২৮৫

(২৬) তদেব, পৃঃ ১২৮৬

(২৭) তদেব, পৃঃ ১২৮৬

(২৮) তদেব, পৃঃ ১২৮৬

(২৯) তদেব, পৃঃ ১২৮৬

(৩০) তদেব, অবিদ্যানিবর্তকভঙ্গপ্রকরণ, পৃঃ ১২৮৭

(৩১) তদেব, পৃঃ ১২৮৭

(৩২) তদেব, পৃঃ ১২৮৭-৮৮

(৩৩) পাণ্ডুরঙ্গি আনন্দভট্টারক, ন্যায়ামৃতকন্টকোদ্ধার, *ন্যায়ামৃত*, অন্তর্গত, কৃ ত পান্ডুরঙ্গি (সম্পাঃ), তৃতীয় সম্পুট, বেংগলুরু, দ্বৈতবেদান্তধ্যয়নসংশোধনপ্রতিষ্ঠানম্, ১৯৯৬, পৃঃ ৬৮৭, "ন চ নাসত্যায়া বৃত্তেরজ্ঞাননিবর্তকত্বম্। কিন্তু বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যমেব নিবর্তকম্। তচ্চ সত্যমেবেতি সত্যস্য নিবর্তকত্বমিতি বাচ্যম্। অত্র হি কিং চিন্মাত্রস্য নিবর্তকতা? উত প্রতিবিম্বনবিশিষ্টস্য। নাদ্যঃ তথা সতি তস্য সর্বদা সত্ত্বেনাজ্ঞানং

কদাহপি ন স্যাৎ। নির্বিশেষস্য নিবর্তকত্বাযোগাচ্চ। ন দ্বিতীয়ঃ। বিশিষ্টস্য মিথ্যাত্বেন মূলক্তদূষণাপরিহারাৎ।"

(৩৪) তদেব, পৃঃ ১২৮৮

৩৫। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৮৮

৩৬। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৮৮, "কিং চ তন্নিবর্তকত্বে তৎস্থিত্যসহিষ্ণুস্থিতিকত্বরূপবিরোধস্য তন্ত্রত্বাৎকার্যস্য চোপাদানেনাবিরোধান্ন বৃত্তিঃ স্বোপাদানাজ্ঞাননিবর্তিকা উপান্ত্যজন্যোহন্ত্যঃ শব্দস্তন্নিবর্তকোহপি ন তদুপাদানকঃ।"

৩৭। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৮৮

৩৮। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৮৮ - ১২৮৯

৩৯। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৮৯

৪০। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৮৯

৪১। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৮৯

৪২। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৮৯-১২৯০, "দগ্ধদাহ্যদহনস্যাপীশেচ্ছাদিনৈব নাশাৎ। কতকরজস্তু ন পংকং নাশয়তি, নাপি স্বয়ং স্বেনৈব নশ্যতি, বিশ্লেষমাত্রদর্শনাৎ।"

৪৩। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯০

৪৪। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯১

৪৫। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯১ - ১২৯২

৪৬। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯২

৪৭। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯২

৪৮। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯২

৪৯। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯২

৫০। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯২ - ১২৯৩

৫১। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৩

৫২। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৩

৫৩। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৩

৫৪। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৩

৫৫। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৩ - ১২৯৪

৫৬। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৪

৫৭। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৪

৫৮। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৪

৫৯। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৫

৬০। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৫

৬১। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৫

৬২। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৫ - ১২৯৬

৬৩। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৬

৬৪। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৭

৬৫। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৭

৬৬। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৭ - ১২৯৮

৬৭। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৮

৬৮। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৭

৬৯। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৮

৭০। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৮ - ১২৯৯

৭১। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৯

৭২। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৯

৭৩। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৯

৭৪। বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২/৫/১৯

৭৫। ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০১৪, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৯

৭৬। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১২৯৯ - ১৩০০

৭৭। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১৩০০

৭৮। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১৩০০

৭৯। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১৩০০

৮০। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১৩০০ - ১৩০১

৮১। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ১/১০

৮২। ব্যাসতীর্থ, *ন্যায়ামৃত*, ২০১৪, পৃষ্ঠাঃ ১৩০১

৮৩। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১৩০১

৮৪। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১৩০২

৮৫। তদেব, পৃষ্ঠাঃ ১৩০২

সপ্তম অধ্যায়

অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে মোক্ষবিষয়ে অদ্বৈতমত স্থাপন

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার *অদ্বৈতসিদ্ধি* গ্রন্থে মোক্ষবিষয়ে অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে মাধ্ব আচার্য ব্যাসতীর্থ তাঁহার *ন্যায়ামৃত* গ্রন্থে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সকল আপত্তিই খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতমত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। *ন্যায়ামৃতের* চতুর্থ পরিচ্ছেদে আচার্য ব্যাসতীর্থ মোক্ষবিষয়ে অদ্বৈতমত খণ্ডনের নিমিত্ত যে সকল আপত্তির অবতারণা করিয়াছেন, সেই সকল আপত্তি বর্তমান গবেষণানিবন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে অদ্বৈতসিদ্ধির চতুর্থ পরিচ্ছেদ[১] অবলম্বনে সেই সমস্ত আপত্তি সমাধানের প্রযত্ন করা হইবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ

অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে অবিদ্যানিবৃত্তি নিরূপণ

আচার্য ব্যাসতীর্থ *ন্যায়ামৃতের* চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'অবিদ্যানিবৃত্তিভঙ্গ' শীর্ষক প্রথম প্রকরণে মোক্ষের অবিদ্যানিবৃত্তিস্বরূপতা খণ্ডনের নিমিত্ত যে সমস্ত যুক্তি উপন্যাস করিয়াছিলেন, *অদ্বৈতসিদ্ধির* চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'অবিদ্যানিবৃত্তিনিরূপণ' শীর্ষক প্রথম প্রকরণে সেই সমস্ত আপত্তি পংক্তিশঃ খণ্ডন করিয়াছেন।

ন্যায়ামৃতের প্রথম প্রকরণের প্রারম্ভেই আচার্য ব্যাসতীর্থ আপত্তি করিয়াছিলেন যে মুক্তিকে অবিদ্যানিবৃত্তিস্বরূপ বলা হইলে সেই অবিদ্যানিবৃত্তি কি আত্মাস্বরূপা হইবে? অথবা আত্মভিন্না হইবে? অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ যদি আত্মস্বরূপ হয়, তাহা হইলে উহা অসাধ্য হইবে। অপরপক্ষে মোক্ষকে অদ্বৈতী যদি আত্মভিন্ন বলেন, তাহা হইলে *ন্যায়ামৃতকার* প্রশ্ন

করিয়াছিলেন যে আত্মভিন্না অবিদ্যানিবৃত্তি কি সৎ অথবা মিথ্যা? অদ্বৈত বেদান্তী যদি অবিদ্যানিবৃত্তিকে সৎপদার্থ বলেন, তাহা হইলে অদ্বৈতহানি হইবে। অপরপক্ষে, অবিদ্যানিবৃত্তিকে অদ্বৈতী যদি মিথ্যা বলেন, তাহা হইলে অবিদ্যানিবৃত্তি হয় অবিদ্যা হইবে অথবা অবিদ্যাকার্য হইবে। কিন্তু এই সমস্ত বিকল্পের কোনওটিই অদ্বৈতীর অভিপ্রেত হইতে পারে না।

ন্যায়ামৃতোক্ত এইসকল আপত্তির উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "ননু মুক্তিস্তাবদবিদ্যানিবর্ত্তিন সংভবতি। তথা হি - সা কিমাত্মরূপা? তদ্ভিন্না বা? নাদ্যঃ, অসাধ্যতাপত্তেঃ দ্বিতীয়েহপি কিং সতী? মিথ্যা বা? আদ্যে অদ্বৈতহানিঃ, দ্বিতীয়ে অবিদ্যাতৎকার্যান্যতরত্বাপত্তিরিতি - চেন্ন, চরমবৃত্ত্যুপলক্ষিতস্যাত্মনোহজ্ঞানহানিরূপত্বাৎ। তথা চোপলক্ষণসাধ্যতয়ৈব মুক্তেরপি সাধ্যতা। ন চোপলক্ষণানিবৃত্ত্যা মুক্তেরপি নিবৃত্তিঃ, পাকে নিবৃত্তেহপি পাচকানিবৃত্তিদর্শনাৎ। তদুক্তম্ -

'নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্য জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ।

উপলক্ষণনাশেহপি স্যান্মুক্তিঃ পাচকাদিবৎ।।' ইতি।"[২]

*অদ্বৈতসিদ্ধি*কারের সমাধান এইরূপ। চরম অখণ্ডাকারা অপরোক্ষবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাই অবিদ্যানিবৃত্তিস্বরূপ। বৃত্তিরূপ উপলক্ষণ সাধ্য হওয়ায় মুক্তিও সাধ্য হইবে। *ন্যায়ামৃত*কার ইহাও বলিতে পারেন না যে বৃত্তিরূপ উপলক্ষণের নিবৃত্তি হইলে মুক্তিরও নিবৃত্তি বা বিনাশ হইবে, যথা পাকক্রিয়ারূপ উপলক্ষণের নিবৃত্তি হইলেও পাকক্রিয়ার দ্বারা উপলক্ষিত পাচকের নিবৃত্তি হয় না।

সিদ্ধান্তী এইরূপে পাকক্রিয়া এবং পাচকের দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিলে *ন্যায়ামৃত*কার পুনরায় আপত্তি করিয়াছিলেন যে পাকক্রিয়ার পূর্বেও পাচকের অস্তিত্ব থাকে। অনুরূপভাবে স্বীকার করিতে হইবে যে বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বেও উপলক্ষিত পদার্থ অর্থাৎ চৈতন্য থাকে। এক্ষণে উক্ত উপলক্ষিতচৈতন্যই যদি অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ হয়, তাহা হইলে সিদ্ধান্তীকে স্বীকার করতে হইবে যে পাকক্রিয়ার পূর্বে পাচকের ন্যায় অখণ্ডাকারা বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বেও অর্থাৎ মোহকালে বা বদ্ধাবস্থায় অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ থাকে। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ থাকে, ইহা সিদ্ধান্তী কোনওরূপেই স্বীকার করিতে পারেন না। *ন্যায়ামৃত*কারের এইপ্রকার আপত্তির উল্লেখপূর্বক নিরসনের নিমিত্ত *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "ন চ বৃত্ত্যুপলক্ষিতস্য পশ্চাদিব পূর্বমপি সত্ত্বেন মোহকালেহপি তদ্ধান্যাপত্তিঃ, পূর্বমসিদ্ধস্যোপলক্ষণত্বাযোগাৎ, ন হি পাচকসংবন্ধাৎ পূর্বং পাচকো ভবতি তথা ব্যবহ্রিয়তে।"[৩] *অদ্বৈতসিদ্ধি*কারের তাৎপর্য এই যে অসিদ্ধ পদার্থ উপলক্ষণ হইতে পারে না পাকক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবার পূর্বে বা পাকক্রিয়া সম্পাদনের পূর্বে কোনও ব্যক্তিকে কেহই পাচক বলেন না। অনুরূপভাবে অখণ্ডাকারা বৃত্তি উৎপন্ন হইবার পূর্বে অখণ্ডাকারা বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যই না থাকায় অখণ্ডাকারা বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বে বৃত্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যও থাকিতে পারে না। ফলে মোহকালে অবিদ্যানিবৃত্তির কোনও প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইতে পারে না।

*ন্যায়ামৃত*কার সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে সিদ্ধান্তী যে পাচকের দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন যেই পাচকত্ব কি পাককর্তৃত্ব অথবা পাককর্তৃত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব অথবা পাককর্তৃত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্ব? যদি পাককর্তৃত্বই পাচকত্ব হয়, তাহা হইলে পাকক্রিয়ার নিষ্পত্তির পর পাচকত্ব থাকিতে পারিবে না। পাকক্রিয়া সম্পূর্ণ হইবার পরও যদি 'পাচক'

পদের প্রয়োগ হয় তাহা হইলে উহা কোনও দণ্ডনায়কের অধিকার অপসৃত হইবার পরও ঐ ব্যক্তিতে 'দণ্ডনায়ক' পদের প্রয়োগের ন্যায় ঔপচারিক প্রয়োগই হইবে এবং ভূতপূর্ব অবস্থা অবলম্বনেই ঐপ্রকার প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই বলিতে হইবে। পাককর্তৃত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব এবং পাককর্তৃত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্ব, এই ধর্মদ্বয় পাকক্রিয়ার অনন্তরও থাকে। কিন্তু মুক্তিকালে আত্মা হইতে অতিরিক্ত কোনও যোগ্যত্বাদি ধর্ম থাকিতে পারে না। ঐ সকল যোগ্যত্বাদি ব্যতিরিক্ত চিন্মাত্র বৃত্তির উৎপত্তির পূর্বেও থাকে। ফলতঃ চিন্মাত্রকে সিদ্ধান্তী মোক্ষ বলেন, তাহা হইলে মোক্ষ অসাধ্য হইবে। অপরপক্ষে সিদ্ধান্তী যদি মোক্ষে বৃত্ত্যুপলক্ষিতত্ব ধর্ম স্বীকার করেন, তাহা হইলে মোক্ষে চিন্মাত্রের অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় দ্বৈতাপত্তি অনিবার্য হইবে। এইপ্রকার আপত্তি উত্থাপনপূর্বক খণ্ডন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "যত্তু - পাককর্তৃত্বমেন পাচকত্বম্, তদা অপচতি তৎপ্রয়োগোভূতপূর্বন্যায়েনৌপচারিকঃ। যদি তু পাককর্তৃতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্বং পাককর্তৃত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্বং বা, তদ্দ্বয়মপি পশ্চাদস্তি। ন চৈবং মুক্তাবাত্মাতিরিক্তং যোগ্যত্বাদিকমস্তি, চিন্মাত্রং তু প্রাগপ্যস্তি ইত্যসাধ্যতাপত্তিঃ, পাকোপলক্ষিতত্ববদ বৃত্ত্যুপলক্ষিতস্যাধিকত্বে সদ্বিতীয়তাপত্তিঃ - ইতি, তন্ন, উপলক্ষ্যস্বরূপস্যাসাধ্যত্বেহপি উপলক্ষণগতসাধ্যত্বোপপত্তেঃ, ঘটাকাশে উৎপত্তিবৎ। যদ্বা অবিদ্যানিবৃত্তিস্তদ্বিরোধিবৃত্তিরেব যাবৎ কার্যোৎপত্তিবিরোধিকার্যমেব ধ্বংস ইত্যঙ্গীকারাৎ।"[৪] *ন্যায়ামৃত*কারের পূর্বোক্ত আপত্তিসমূহের উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, পাককর্তৃত্বকে যদি পাচক বলা হয়, তাহা হইলে পাকক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবার পর যিনি পাকক্রিয়া অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, সেই ব্যক্তি 'পাচক' পদের প্রয়োগ অবশ্যই ঔপচারিক প্রয়োগই হইবে এবং স্বীকার করিতে হইবে যে ভূতপূর্ব ধর্মবশবতঃই ঐপ্রকার ঔপচারিক প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপর ধর্মদ্বয় অর্থাৎ পাককর্তৃতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নত্ব এবং পাককর্তৃত্বাত্যন্তাভাবানধিকরণত্ব অবশ্য

পাকক্রিয়ার অনন্তরও থাকে। এক্ষণে বৃত্ত্যুপলক্ষিতত্ব যদি শেষোক্ত ধর্মদ্বয়ের ন্যায় হয়, তাহা হইলে আপত্তি হইয়াছিল যে মোক্ষে যোগ্যত্বাদি ধর্ম থাকিতে পারে না এবং মোক্ষকে যদি চিন্মাত্র বলা হয়, তাহা হইলে মোক্ষ অসাধ্য হইবে। এইরূপ আপত্তির নিরসন করিতেই আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে উপলক্ষ্য অসাধ্য হইলেও উপলক্ষণগত সাধ্যত্ববশতঃই উপলক্ষ্য পদার্থ 'সাধ্য'রূপে অভিহিত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা আকাশের উৎপত্তি না হইলে ঘটের উৎপত্তিবশতঃ ঘটাকাশ উৎপত্তিমানরূপে অনুভূত এবং ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অথবা অবিদ্যাবিরোধী বৃত্তিকেই অবিদ্যানিবৃত্তি বলিতে হইবে এবং অবিদ্যার যাবতীয় কার্যের উৎপত্তি বিরোধী বৃত্তিরূপ কার্যকেই অবিদ্যাধ্বংস বা অবিদ্যানাশ বলিতে হইবে।

উক্ত অথবাকল্পের বিরুদ্ধে পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে সকল অবিদ্যাকার্যের উৎপত্তির বিরোধী কার্যই অবিদ্যাধ্বংস, ইহাও সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না। এইপ্রকার আপত্তি উপন্যাসপূর্বক খণ্ডন করিতেই আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, "ন চ - বৃত্তৌ নষ্টায়াং বিরোধিনঃ কার্যান্তরস্যানুদয়াৎ তদাপি ধ্বংসসত্ত্বেন স ন ধ্বংস ইতি - ব্যাচ্যম্, যাবদ্বিরোধিকার্যোদয়মেব তথাত্বাদ্ যাবদ্বিভাগং তস্য ধ্বংসরূপত্বেহপি বিভাগধ্বংস্যাধিকরণরূপতাবচ্চরমবৃত্তিধ্বংসপর্যন্তং বিরোধিকার্যরূপত্বেহপি ধ্বংসস্য চরমবৃত্তিধ্বংসস্যাধিকরণরূপতৈব।"[৫] আপত্তি হইয়াছিল যে চরমবৃত্তিকে অবিদ্যানিবৃত্তি বলা যায় না; কারণ বৃত্তি নষ্ট হইলেও এবং বৃত্তির ন্যায় অবিদ্যার বিরোধী অন্য কার্যের উদয় না হইলেও অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ ধ্বংস থাকিয়াই যায়। সুতরাং, চরম বৃত্তি অবিদ্যাধ্বংস হইতে পারে না। ইহার উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন যে বিরোধী কার্য যতকাল পর্যন্ত থাকে, ততকাল বিরোধী কার্যকে ধ্বংস বলা হয়। কিন্তু বিরোধী কার্যের নাশ হইলে সেই বিরোধী

কার্য অধিকরণস্বরূপ হইয়া যায় এবং বিরোধী কার্যের নাশ হইলে অধিকরণস্বরূপই ধ্বংসরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। যথা, বিভাগ যতকাল পর্যন্ত থাকে, ততকাল বিভাগই সংযোগধ্বংসরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিভাগের ধ্বংস হইলে অধিকরণস্বরূপই সংযোগধ্বংসরূপে অঙ্গীকৃত হয়। অনুরূপভাবে, চরমবৃত্তি যতকাল থাকে, ততকাল চরমবৃত্তিই অবিদ্যার ধ্বংসরূপে অভিহিত হয়। কিন্তু চরমবৃত্তির নাশ হইলে অধিকরণস্বরূপই অবিদ্যাধ্বংসরূপে সিদ্ধান্তে অঙ্গীকৃত হয়।

*ন্যায়ামৃত*কার সিদ্ধান্তীকে অনন্তর প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে অবিদ্যানিবৃত্তি বৃত্তিজ্ঞানের অধিষ্ঠানমাত্রস্বরূপ, এইরূপ প্রক্রিয়া কি সিদ্ধান্তী কেবল অবিদ্যানিবৃত্তিস্থলেই স্বীকার করেন? অথবা অন্যত্রও সিদ্ধান্তী এইরূপ প্রক্রিয়া স্বীকার করিয়াছেন? এইপ্রকার প্রশ্ন উত্থাপনের অনন্তর *ন্যায়ামৃত*কার প্রতিপাদন করিয়াছিলেন যে উক্ত প্রক্রিয়া অন্যত্রও অনুসৃত হয়, ইহা সিদ্ধান্তী বলিতে পারিবেন না। অন্যত্র ঐ প্রক্রিয়া অনুসৃত হয়, ইহা স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের ঐক্যবিষয়ক অজ্ঞাননিবৃত্তিও বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের জ্ঞাত ঐক্যস্বরূপ। কিন্তু বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের ঐক্যের জ্ঞান হইলেও বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের মধ্যে সোপাধিক ভেদভ্রমের অনুবৃত্তি দৃষ্ট হয়। অতএব সিদ্ধান্তীকে স্বীকার করিতে হইবে যে বিম্ব-প্রতিবিম্বের ঐক্যজ্ঞানকালেও উক্তপ্রকার ভেদভ্রমের উপাদানকারণ অজ্ঞান থাকে। সুতরাং, বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের জ্ঞাত ঐক্য বা ঐক্যজ্ঞানকে ঐপ্রকার ঐক্যবিষয়ক অজ্ঞাননিবৃত্তি বলা যায় না। এই প্রক্রিয়া কেবল অখণ্ডাকারা বৃত্তির দ্বারা অজ্ঞাননিবৃত্তিস্থলেই সীমাবদ্ধ, ইহাও সিদ্ধান্তী বলিতে পারিবেন না; কারণ সিদ্ধান্তী এইপ্রকার কোনও নিয়ামকের উল্লেখ করিতে পারিবেন না, যাহার দ্বারা উক্ত প্রক্রিয়াকে কেবল প্রকৃতস্থলেই সীমিত করা সম্ভব হইবে। *ন্যায়ামৃতে*র এইপ্রকার যুক্তি খণ্ডন করিতে

সিদ্ধান্তী বা সিদ্ধান্তীর একদেশী বলিতে পারেন যে প্রকৃতস্থলে উক্ত প্রক্তিয়াকে অর্থাৎ অবিদ্যানিবৃত্তি জ্ঞানাধিষ্ঠানমাত্রস্বরূপ, এইরূপ প্রক্রিয়াকে সীমিত রাখিবার নিয়ামক বিদ্যমান। "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ"[৬] এইরূপ শ্রুতিই প্রকৃতস্থলে উক্ত প্রক্রিয়াকে সীমিত করিবার পক্ষে নিয়ামক। উক্ত শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়া থাকে যে চরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা সকল বিশ্বের নিবৃত্তি হওয়ায় প্রপঞ্চভ্রমের অধিষ্ঠান আত্মমাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। সুতরাং, অজ্ঞাননিবৃত্তি আত্মস্বরূপমাত্র, এই বিষয়ে "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" শ্রুতিই নিয়ামক এবং এইরূপ নিয়ামক থাকায় উক্ত প্রক্রিয়া প্রকৃতস্থলে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে।

ইহার বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃত*কার বলিয়াছিলেন যে "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" শ্রুতি সাক্ষাৎরূপে অবিদ্যানিবৃত্তির অধিষ্ঠানস্বরূপতা প্রতিপাদন করে না; বস্তুতঃপক্ষে উক্ত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি অখিল প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকে। ফলতঃ উক্ত শ্রুতির দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তি অধিষ্ঠানমাত্রস্বরূপ, এইরূপ প্রক্রিয়া সিদ্ধ হয় না।

এইপ্রকারে *ন্যায়ামৃত*কার উভয় বিকল্পই খণ্ডন করিলে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার সিদ্ধান্তীর প্রকৃত আশয় প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন, "ননু - ইয়ং প্রক্রিয়া কিমন্যত্র? ইহৈব বা? নাদ্যঃ বিম্বপ্রতিবিম্বৈক্যাজ্ঞাননিবৃত্তিরপি জ্ঞাততদৈক্যরূপেতি তদৈক্যধীকালে সোপাধিকতদ্ভেদভ্রমোপাদানাজ্ঞানানুবৃত্ত্যযোগাদ্। নান্ত্যঃ, নিয়ামকাভাবাৎ। ন চেহ নিবৃত্তের্জ্ঞাতাধিষ্ঠানাতিরেকে, বিশ্বমিথ্যাত্বশ্রুতিপর্যালোচনয়া নিবৃত্তেরপি নিবৃত্ত্যাপত্তির্নিয়ামিকা, তস্যা জ্ঞানাদ্বিশ্বনিবৃত্তিপরত্বেন স্বতাৎপর্যবিষয়ানিবর্ত্তীতরমিথ্যাত্বপরত্বাদিতিচেন্ন, ন তাবদাদ্যে দোষঃ, সোপাধিকভ্রমে উপাধিবিরহকালীনস্যৈব তস্য তথাত্বাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ, 'নেতি নেতী'তি শ্রুতেঃ স্বারস্যেনাত্মাতিরিক্তসর্বনিবৃত্তাবেব তাৎপর্যাৎ।"[৭] *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার

প্রতিপাদন করিয়াছেন যে সিদ্ধান্তীর পক্ষে পূর্বোক্ত বিকল্পদ্বয়ের কোনওটি গ্রহণ করিলে কোনও দোষ হয় না। কারণ সিদ্ধান্তী সোপাধিক ভ্রমস্থলে উপাধিবিরহকালীন নিবৃত্তিকেই অধিকরণস্বরূপ বলিয়া থাকেন। ফলতঃ বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের ঐক্যজ্ঞানকালে উপাধির নিবৃত্তি না হওয়ায় বিম্ব এবং প্রতিবিম্বের ভেদভ্রমের অনুবৃত্তিতে কোনও প্রকার সিদ্ধান্তহানি হয় না। দ্বিতীয় বিকল্প স্বীকারেও অদ্বৈতীর পক্ষে কোনও প্রকার অনিষ্টপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয় না। কারণ "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" শ্রুতি সাক্ষাৎরূপে অবিদ্যানিবৃত্তির আত্মরূপ অধিষ্ঠানস্বরূপতা প্রতিপাদন না করিলেও "নেতি নেতি"[৮] এইরূপ শ্রুতি স্বারসিকভাবেই আত্মাতিরিক্ত সকলপদার্থের নিবৃত্তি প্রতিপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং, অবিদ্যানিবৃত্তি হইলে আত্মাতিরিক্ত কোনও পদার্থ না থাকায় অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মা হইতে অতিরিক্ত হইতে পারে না। এই কারণেই সিদ্ধান্তী অবিদ্যানিবৃত্তিকে আত্মস্বরূপই বলিয়া থাকেন। অতএব, প্রকৃতস্থলে নিবৃত্তি যে অধিষ্ঠানস্বরূপই হইবে, সেই বিষয়ে "নেতি নেতি" শ্রুতিই নিয়ামক।

*ন্যায়ামৃত*কার পুনরায় আপত্তি করিয়াছিলেন যে বৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মা অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ হইতে পারে না। কারণ জীবন্মুক্তিকালেও বৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মা থাকায় জীবন্মুক্তিকালেও পরামুক্তি বা বিদেহমুক্তির আপত্তি হইবে। এইপ্রকার আপত্তি নিরাকরণ করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "ন চ বৃত্ত্যুপলক্ষিত আত্মা জীবন্মুক্তাবপ্যস্তীতি তদাপি মোক্ষাপত্তিঃ, মুক্তিমাত্রাপাদনস্যেষ্টত্বাৎ, চরমমুক্তেশ্চরমসাক্ষাৎকারোপলক্ষিতাত্মস্বরূপত্বেন তদাপাদকাভাবাৎ।"[৯] অদ্বৈতসিদ্ধিকারের তাৎপর্য এই যে জীবন্মুক্তিতে মুক্তিমাত্র বা মুক্তিসামান্যের প্রতিপাদনই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত। পরামুক্তি বা বিদেহমুক্তির যাহা প্রযোজক সেই চরমব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ চরমবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মা জীবন্মুক্তিকালে থাকে, ইহা সিদ্ধান্তী কুত্রাপি বলেন নাই;

ফলতঃ জীবন্মুক্তিকালে পরামুক্তির কারণই থাকে না বলিয়া জীবন্মুক্তিকালেই বিদেহমুক্তিপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে, সিদ্ধান্তীর বিরুদ্ধে এইপ্রকার আপত্তি নিতান্তই অনবসরগ্রস্ত।

*ন্যায়ামৃত*কার যদি বলেন যে চরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা যে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ পরামুক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা অসাধ্য হইবে তবে তাহার উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "ন চ চরমসাক্ষাৎকার নিবৃত্তেরাত্মত্বেহসাধ্যত্বাপত্তিঃ, অবিদ্যানিবৃত্তেরসাধ্যত্বেহপ্রবৃত্ত্যাপত্তিবদ্, অত্র তদভাবাৎ।"[১০] অর্থাৎ চরমসাক্ষাৎকারের দ্বারা যে অবিদ্যানিবৃত্তি হয়, তাহা আত্মস্বরূপ হইলে ঐপ্রকার অবিদ্যানিবৃত্তি অসাধ্য হইবে, এইপ্রকার আপত্তির উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিয়া থাকেন যে অবিদ্যানিবৃত্তি অসাধ্য হইলে উহাতে অপ্রবৃত্তির আপত্তি হইত; কারণ যাহা অসাধ্য তাহাতে কোনও জীবেরই প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কিন্তু অবিদ্যানিবৃত্তিত জীবের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হওয়ায় অবিদ্যানিবৃত্তি অসাধ্য হইতে পারে না।

*ন্যায়ামৃত*কার অনন্তর আপত্তি করিয়াছিলেন যে চরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাকে যে সিদ্ধান্তী পরমমুক্তিস্বরূপ বলিয়াছেন তাহা যুক্তিসহ নহে; কারণ জীবন্মুক্তির প্রযোজক এবং পরমমুক্তির প্রযোজক বৃত্তির দ্বারা জীবন্মুক্তিকালে এবং পরমমুক্তিকালে যে আনন্দের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হয়, সেই আনন্দাভিব্যক্তির মধ্যে কোনও পার্থক্য বা বিশেষ থাকে না। এইকারণে চরমক্ষণের দ্বারা বা চরমশ্বাসের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাকে পরামুক্তিরূপে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত। এইপ্রকার আপত্তি উত্থাপনপূর্বক খণ্ডন করিতে *অদ্বৈত*সিদ্ধিকার বলিয়াছেন, "ন চ - জীবন্মুক্তিপ্রযোজকবৃত্ত্যপেক্ষয়া পরমমুক্তিপ্রযোজকবৃত্তৌ আনন্দাভিব্যক্তিগতবিশেষাভাবে চরমক্ষণেন চরমশ্বাসেন বা উপলক্ষিত আত্মা মুক্তিরিতি কিং ন স্যাদিতি - বাচ্যম্,

প্রারব্ধকর্মপ্রযুক্তবিক্ষেপাবিক্ষেপাভ্যামভিব্যক্তিবিশেষস্যাঙ্গীকারাৎ।”[১১] অর্থাৎ জীবন্মুক্তিকালে যে আনন্দাভিব্যক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা প্রারব্ধকর্মজনিত হইয়া থাকে। অপরপক্ষে চরম ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা যে আনন্দের অভিব্যক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা প্রারব্ধকর্মজন্য বিক্ষেপের দ্বারা মন্দীভূত না হওয়ায় অতিনির্মল এবং নিরতিশয় হইয়া থাকে। এইরূপ নিরতিশয় আনন্দাভিব্যক্তি চরমশ্বাসকালে উৎপন্ন হইলেও চরমশ্বাস ঐরূপ নিরতিশয় আনন্দাভিব্যক্তির প্রযোজক হয় না; চরমব্রহ্মসাক্ষাৎকারই ঐরূপ নিরতিশয় আনন্দাভিব্যক্তির সাক্ষাৎ প্রযোজক হইয়া থাকে। এইকারণেই সিদ্ধান্তী চরম বৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মাকেই পরমমুক্তিস্বরূপ বলিয়া থাকেন।

*ন্যায়ামৃত*কার অনন্তর আপত্তি করিয়াছেন যে যাহা পুরুষার্থ তাহা যদি বেদান্তশ্রবণাদিসাধ্য না হয়, তাহা হইলে বেদান্তশ্রবণাদিতে কাহারও প্রবৃত্তি উপপন্ন হইবে না। কিন্তু সিদ্ধান্তী যেরূপ যুক্তি মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন, সেইরূপ মুক্তি বেদান্তশ্রবণাদিসাধ্য হইতে পারে না। কারণ মুক্তিকালে অনুস্যূত সুখজ্ঞপ্তি বা নিরতিশয় আনন্দাভিব্যক্তিরূপ আত্মা পুরুষার্থ হইলেও অসাধ্য। অপরপক্ষে বৃত্তি সাধ্য হইলেও স্বতঃ পুরুষার্থ হইতে পারে না। অতএব সিদ্ধান্তীকে বলিতে হইবে যে আত্মব্যতিরিক্ত বৃত্তিসাধ্য অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ আনন্দের অভিব্যক্তিই পুরুষার্থ। কিন্তু অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মাতিরিক্ত হইলে আত্মাই অবিদ্যানিবৃত্তি, ইহাও বলা যাইবে না। *ন্যায়ামৃত*কারের এইপ্রকার আপত্তি উপস্থাপনপূর্বক নিরাকরণ করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, “এতেন - বেদান্তশ্রবণদিসাধ্যঃ পুমর্থো বাচ্যঃ, ন চ স ত্বন্মতে বক্তুং শক্যঃ, মুক্ত্যনুস্যূতসুখজ্ঞপ্তিরূপস্যাত্মনঃ পুরুষার্থত্বেনাহপ্যসাধ্যত্বাৎ, বৃত্তেঃ সাধ্যত্বেহপি স্বতোহপুমর্থত্বাৎ। তস্মাদাত্মব্যতিরিক্ত এব বৃত্তিসাধ্য আবরণনিবৃত্তিরূপঃ আনন্দপ্রকাশঃ পুমর্থো বাচ্যঃ। তথা চ কথমাত্মৈব

নিবৃত্তিরিতি - অপাস্তম্, প্রাপ্তপ্রাপ্তিরূপতয়া ফলস্যানন্দপ্রকাশস্য স্বরূপতোঽসাধ্যত্বেঽপি তত্তিরোধায়কাজ্ঞাননিবর্তকবৃত্তেঃ সাধ্যত্বমাত্রেণ সাধ্যত্বোপপত্তেঃ, কণ্ঠগতকামীকরাদৌ তথা দর্শনাৎ। তস্মাদজ্ঞানিরাত্মস্বরূপং তদাকারা বৃত্তির্বেতি সিদ্ধম্।"[১২] এই সন্দর্ভে সিদ্ধান্তীর প্রকৃত আশয় উদ্ঘাটন করিতে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে আনন্দের অভিব্যক্তিরূপ ফল প্রাপ্তেরই প্রাপ্তিস্বরূপ, ইহা অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি নহে। এইজন্য এইরূপ ফল স্বরূপতঃ অসাধ্য হইলেও নিরতিশয় আনন্দাভিব্যক্তির আবরক অজ্ঞানের নিবর্তক বৃত্তি সাধ্য হইয়া থাকে। বৃত্তির সাধ্যত্ববশতঃই নিরতিশয় আনন্দাভিব্যক্তিরূপ পুরুষার্থে সাধ্যত্বের ঔপচারিক প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা কণ্ঠহারাদি পদার্থে বিস্মরণবশতঃ অপ্রাপ্তি এবং স্মরণবশতঃ প্রাপ্তিব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব, অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মস্বরূপ অথবা অখণ্ডাকারা বৃত্তিস্বরূপ ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল।

পরিশেষে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার অবিদ্যানিবৃত্তির যে পঞ্চমপ্রকারত্ব *ন্যায়ামৃতে* উল্লিখিত এবং খণ্ডিত হইয়াছে, সেই পঞ্চমপ্রকারত্ব যে অদ্বৈতীর প্রকৃত সিদ্ধান্তই নহে, তাহা প্রতিপাদন করিতে বলিয়াছেন, "যে তু পঞ্চমপ্রকারাদিপক্ষঃ তে তু মন্দবুদ্ধিব্যুৎপাদনার্থা ইতি ন তৎসমর্থনমর্থযামঃ।"[১৩] *অদ্বৈতসিদ্ধি*কারের আশয় এই যে অবিদ্যার যে পঞ্চমপ্রকারাদিপক্ষ *ন্যায়ামৃতে* খণ্ডিত হইয়াছে, সেই পক্ষ *ইষ্টসিদ্ধি*কার প্রমুখ কোনও কোনও অদ্বৈতাচার্য মন্দবুদ্ধিব্যক্তিগণের অববোধের নিমিত্ত উপস্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে উহা অদ্বৈতীর প্রকৃত সিদ্ধান্তই না হওয়ায় তিনি ঐরূপ পক্ষ সমর্থনই করেন না। এইকারণেই তিনি ঐরূপ পক্ষের আলোচনা করেন নাই।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে অবিদ্যার নিবর্তক নিরূপণ

অদ্বৈতসিদ্ধির চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'অবিদ্যানিবর্তকনিরূপণম্' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রকরণে অবিদ্যার নিবর্তকবিষয়ে *ন্যায়ামৃত*কার যে সকল আপত্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, সেই সকল আপত্তির নিরসন করা হইয়াছে। *ন্যায়ামৃতে*র চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'অবিদ্যানিবৃত্তিভংগঃ' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রকরণের প্রারম্ভেই আচার্য ব্যাসতীর্থ সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে স্বপ্রকাশ চৈতন্যই কি সিদ্ধান্তীর মতে অবিদ্যার নিবর্তক? অথবা বেদান্তশ্রবণাদিজন্য ব্রহ্মাকারা অপরোক্ষবৃত্তিই অবিদ্যার নিবর্তক? এইরূপ বিকল্প দ্বয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষ সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত হইতেই পারে না। কারণ সিদ্ধান্তীর মত অনুসারেই অনাদিকাল হইতে অবিদ্যা শুদ্ধচৈতন্যে অধ্যস্ত হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং, অবিদ্যাকালেও শুদ্ধচৈতন্য থাকে। এই কারণেই শুদ্ধচৈতন্য অবিদ্যার নিবর্তক হইতেই পারে না। দ্বিতীয় বিকল্পও অদ্বৈতী অঙ্গীকার করিতে পারেন না। কারণ বৃত্তি অসত্য পদার্থ হওয়ায় এবং অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মস্বরূপ সত্য পদার্থ হওয়ায় বৃত্তি অবিদ্যানিবৃত্তির সাধক হইতে পারে না; যেহেতু অসত্য পদার্থ কদাপি সত্য পদার্থের সাধক হয় না। এতদ্ব্যতীত, বৃত্তি অনাত্মা হওয়ায় উহা অজ্ঞানের কার্য। কার্য কদাপি স্বীয় উপাদানকারণের বিরোধী হয় না। সিদ্ধান্তীর মতে জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক। "সামন্যঞ্চ ন জানামি" "ত্বদুক্তমর্থং ন জানামি" প্রভৃতি অনুভবের দ্বারাই অজ্ঞানের সিদ্ধি হওয়ায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে জ্ঞানের সহিতই অজ্ঞানের বিরোধ বিদ্যমান। অজ্ঞপ্তিরূপ বৃত্তির সহিত অজ্ঞানের বিরোধ সম্ভব নহে। চৈতন্যের সহিতই অজ্ঞানের অজ্ঞানের বিরোধ অনুভবসিদ্ধ বলিয়াই চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশ রাগদ্বেষাদিতে অজ্ঞান অনুভূতই হয় না। *ন্যায়ামৃত*কারের এই সমস্ত আপত্তির সমাধান করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার 'অবিদ্যানিবর্তক নিরূপণম্' শীর্ষক চতুর্থ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় প্রকরণের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, "অবিদ্যানিবর্তকং চ যদ্যপি ন স্বপ্রকাশব্রহ্মস্বরূপজ্ঞানমাত্রম্ , তস্যা তৎসাধকত্বাৎ, তথাপি শ্রবণাদিসাধ্যাপরোক্ষবৃত্তিসমারূঢ়ং তদেব।"[১৪]

*অদ্বৈতসিদ্ধি*কারের অভিপ্রায় এই যে সিদ্ধান্তীর মতে স্বপ্রকাশব্রহ্মস্বরূপমাত্র অবিদ্যার নিবর্তক নহে, যেহেতু স্বপ্রকাশ ব্রহ্মচৈতন্যই অজ্ঞানের সাধক, কিন্তু শ্রবণাদির দ্বারা সাধ্য অখণ্ডাকারা অপরোক্ষবৃত্তিতে সমারূঢ় ব্রহ্মচৈতন্যই অবিদ্যার নিবর্তক। সুতরাং, অদ্বৈতী কেবল শুদ্ধচৈতন্যকে অজ্ঞানের নিবর্তক বলেন না এবং কেবল জড় অন্তঃকরণবৃত্তিকেও অবিদ্যার নিবর্তক বলেন না। এইরূপ সিদ্ধান্তের দ্বারা *ন্যায়ামৃত*কারের যে সকল আপত্তি নিরাকৃত হইয়া থাকে, আচার্য মধুসূদন সরস্বতী সেই সমস্ত আপত্তির অনুবাদ করিতে বলিয়াছেন, "অত এবৈতদপাস্তম্ কিং স্বপ্রকাশচিদবিদ্যানিবর্তিকা? তদাকারা অপরোক্ষবৃত্তির্বা? নাদ্যঃ, তস্যা ইদানীমপি সত্ত্বাৎ। ন দ্বিতীয়ঃ, অসত্যাৎসত্যসিদ্ধেরযোগাদ্ অজ্ঞানে ন জানামীতি জ্ঞপ্তিরূপচিদ্বিরোধস্যানুভবেনাজ্ঞপ্তিররূপবিরোধস্যাসংভবাৎ, চিতা প্রকাশমান সুখাদাবজ্ঞানাদর্শনাচ্চ।"[১৫] *অদ্বৈতসিদ্ধির* এই অংশে *ন্যায়ামৃত*কারের যে সকল আপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত আপত্তিই বর্তমান অনুচ্ছেদের প্রারম্ভেই ব্যাখ্যাত হওয়ায় এইস্থলে উহাদের পুনরুক্তি করা হইল না।

*ন্যায়ামৃত*কার সিদ্ধান্তীর বিরুদ্ধে অনন্তর আপত্তি করিয়াছিলেন যে রাগ যেরূপ রাগত্বজাতিবিশিষ্ট বলিয়া দ্বেষনিবর্তক হয়, সেইরূপ বৃত্তিও জাতিবিশেষবিশিষ্ট বলিয়াই অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে, ইহাও সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে রাগাদিনিবর্ত্ত্যদ্বেষ যেরূপ সত্যপদার্থ, সেইরূপ অজ্ঞানেরও সত্যত্বাপত্তি হইবে। এইপ্রকার আপত্তি খণ্ডন করিতে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, "কিং চ ইচ্ছানিবর্ত্যদ্বেষবজ্জাতিনিবন্ধনবৃত্তিনিবর্ত্যস্যাজ্ঞানস্যাবিশেষেণ সত্ত্বাপত্তিঃ ইতি বৃত্ত্যুপারূঢ়চিতো বা চিৎপ্রতিবিম্বধারিণ্যা বৃত্তের্বা নিবর্তকত্বাৎ।"[১৬] *অদ্বৈতসিদ্ধির* এইরূপ সন্দর্ভের তাৎপর্য এই যে জাতিবিশেষবিশিষ্ট বৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্তক হয়, এইপ্রকার

সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেতই নহে। বৃত্তিতে উপারূঢ়চৈতন্য অথবা চৈতন্যের প্রতিবিম্বধারিণী বৃত্তিই অজ্ঞানের নিবর্তক। সুতরাং কেবল বৃত্তি জাতিবিশেষনিবন্ধন অজ্ঞানের নিবৃত্তি করিয়া থাকে, ইহা সিদ্ধান্তী কুত্রাপি স্বীকার করেন নাই।

*ন্যায়ামৃত*কার সিদ্ধান্তীর বিরুদ্ধে ইহাও আপত্তি করিয়াছিলেন যে অসত্য বৃত্তি সত্য আত্মস্বরূপ অবিদ্যানিবৃত্তির উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। এইপ্রকার আপত্তির নিরসন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "ন চাসত্যায়াঃ সত্যোৎপাদকত্ববিরোধঃ, অভাবস্য ভাবজনকত্ববদস্য সংভবাৎ, প্রাতিভাসিকস্য ব্যবহারিকসুখজনকত্বাদর্শনাচ্চ।"[১৭] *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার এই সন্দর্ভে বলিয়াছেন যে অসত্য বৃত্তিতে উপারূঢ় চৈতন্যের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তিস্বীকারে কোনও অনুপপত্তি নাই। এইবিষয়ে অনুপপত্তির অভাব প্রদর্শনের নিমিত্ত *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার প্রথমে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রিয় পদার্থের নাশ বা প্রিয়জনের বিয়োগরূপ অভাব পদার্থ হইতে যে দুঃখরূপ ভাবপদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা উভয়বাদিসম্মত। বৃত্তিতে উপারূঢ় চৈতন্যের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি উপপাদনের নিমিত্ত *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিলে মাধ্বসম্প্রদায় পুনরায় আপত্তি করিতে পারেন যে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি অনুভবসিদ্ধ হইলেও অভাবও ভাবের ন্যায় সৎ পদার্থ। সুতরাং, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তিস্থলেও অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হয় না। এইরূপ সম্ভাব্য আপত্তির নিরসনের জন্যই *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। শুক্তিতে রজতভ্রমস্থলে অসত্য রজতের ভ্রমজ্ঞান হইতে সত্য সুখের উৎপত্তি বা রজ্জুতে সর্পভ্রমস্থলে অসত্য সর্পের ভ্রমজ্ঞান হইতে সত্য ভয়কম্পাদির উৎপত্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভ্রমীয় রজত বা ভ্রমীয় সর্পকে মাধ্বসম্প্রদায়ও সৎপদার্থ বলেন না। কারণ তাঁহারা ভ্রমস্থলে

সদুপরাগবশতঃ অসতেরই প্রতিভাস স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং, মাধ্বসম্প্রদায়কেও স্বীকার করিতে হইবে যে অসৎ রজত বা অসৎ সর্প হইতে সত্য সুখ বা সত্য ভয়কম্পাদির উৎপত্তি সম্ভব।

*ন্যায়ামৃত*কার পুনরায় আপত্তি করিয়াছিলেন যে বৃত্তিকে অজ্ঞানের নিবর্তক বলা হইলে "ন জানামি" এইরূপ অনুভবসিদ্ধ অজ্ঞান যে জ্ঞাননাশ্যরূপেই অনুভূত হয়, সেই অনুভবের সহিত বিরোধ হইবে। সিদ্ধান্তীর মতে যে এইপ্রকার আপত্তির অবকাশই নাই, তাহা প্রদর্শন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "নাপি ন জানামীতি জ্ঞপ্তিরূপ চিদ্বিরোধিত্বানুভববিরোধঃ, চিদসংসৃষ্টবৃত্তের্বিরোধিত্বস্যানঙ্গীকারাৎ।"[১৮] অর্থাৎ সিদ্ধান্তী চৈতন্যের সহিত অসংসৃষ্ট বৃত্তিকে কুত্রাপি অজ্ঞানের নিবর্তক বলেন নাই। ফলতঃ জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক, বা অজ্ঞান জ্ঞাননিবর্ত্য, এইপ্রকার অনুভবের সহিত অদ্বৈতসিদ্ধান্তের কোনও বিরোধ নাই।

ইচ্ছাদিনিবর্ত্য দ্বেষের ন্যায় জ্ঞাননিবর্ত্য অজ্ঞান ও জ্ঞানের ন্যায় সত্যপদার্থ হউক, এইপ্রকার আপত্তি নির্মূল করিতেই *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "যত্তূক্তং দ্বেষবৎ সত্যত্বমিতি তন্ন, অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারত্বনিবন্ধন নিবর্তকত্বস্য শুক্ত্যাদিজ্ঞানবদত্রাপি সংভবেন তন্নিবর্ত্যরূপ্যবৎ সত্যত্বানাপত্তেঃ।"[১৯] *অদ্বৈতসিদ্ধি*কারের আশয় এই যে শুক্তিজ্ঞানরূপ অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকার যেরূপ ভ্রমীয় রজতের নিবৃত্তির কারণ হয়, সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারই অবিদ্যার নিবর্তক হইয়া থাকে। অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা নিবর্ত্য ভ্রমীয় রজতকে যেরূপ মাধ্বসম্প্রদায়ও সৎপদার্থ বলেন না, সেইরূপ অধিষ্ঠানতত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা নিবর্ত্য অজ্ঞানেরও সত্যত্বপত্তি হয় না। এইস্থলে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী প্রদর্শন করিলেন যে বৃত্তিতে উপারূঢ় চৈতন্যের দ্বারা

অজ্ঞানের নিবৃত্তি ইচ্ছাদির দ্বারা দ্বেষের নিবৃত্তির অনুরূপ নহে কিন্তু উহা শুক্তিতত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা ভ্রমীয় রজতের নিবৃত্তির অনুরূপ।

*ন্যায়ামৃত*কার অনন্তর আপত্তি করিয়াছিলেন যে ঘটাকারাবৃত্তিও অখণ্ডাকারাবৃত্তির ন্যায় ঘটাবচ্ছিন্নচৈতন্যকে প্রকাশিত করে বলিয়া উভয়ই চিদ্বিষয়ক। এইরূপ আপত্তি যে যুক্তিসহ নহে, তাহা প্রতিপাদন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "যত্তূক্তং - চরমবৃত্তের্ঘটাদিবৃত্ত্যা চিদ্বিষয়ত্বে অবিশেষঃ - ইতি, তন্ন, অবচ্ছিন্নানবচ্ছিন্ন বিষয়তয়াবিশেষাৎ।"[২০] অর্থাৎ, চরমবৃত্তি এবং ঘটাদিবৃত্তি উভয়ই চৈতন্যবিষয়ক হইলেও ঘটাদিবৃত্তি ঘটরূপ বিষয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের প্রকাশক। অপরপক্ষে চরমবৃত্তি অনবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরই প্রকাশক হওয়ায় উভয়ের মধ্যে বিশেষ বিদ্যমান। এই কারণেই ঘটাকারা বৃত্তি ঘটাজ্ঞানের নিবর্তক হইলেও ব্রহ্মবিষয়ক মূলাজ্ঞানের নিবৃত্তি করিতে সমর্থ নহে।

*ন্যায়ামৃত*কার অতঃপর আপত্তি করিয়াছিলেন যে অখণ্ডাকারা চরমবৃত্তি স্বনিবর্তক হইতে পারে না। কারণ কোনও পদার্থ স্বনিবর্তক হইলে উহা স্বীয় স্থিতিরই বিরোধী হইবে। কোনও পদার্থ স্বীয় উপাদানকারণকে নিবৃত্ত করে, ইহাও দৃষ্টপূর্ব নহে। অতএব, অজ্ঞানের কার্য বৃত্তি অজ্ঞানের নাশক হইতেই পারে না। এইরূপ আপত্তি উপস্থাপনপূর্বক খণ্ডন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "যত্তু - স্বনিবর্তকত্বে স্থিতিবিরোধঃ স্বোপাদাননিবর্তকত্বং ত্বদৃষ্টচরম্ - ইতি, তন্ন, অন্যত্রাদৃষ্টস্যাপি প্রমাণবলাদেব কল্পনাৎ। তথা হি - 'মায়ং তু প্রকৃতিং বিদ্যা'দিত্যবগতমায়োপাদানকত্বস্যাপ্যাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারস্য 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' 'সোহবিদ্যাগ্রন্থিংবিকিরতীহ সোম্যে'ত্যাদিনা তন্নিবর্তকস্য চ প্রসিদ্ধত্বাৎ। বৃত্তিপ্রতিবিম্বতচিতো নিবর্তকত্বে তু নোক্তবচসঃ শঙ্কাপি। তদুক্তম্ -

‘তৃণাদের্ভাসিকাপ্যেষা সূর্বদীপ্তিস্তৃণং দহেৎ।

সূর্যকান্তমুপারুহ্য তন্ন্যায়ং চিতি যোজয়েৎ’।।

ইতি নিরস্তম্।”[২১] *ন্যায়ামৃত*কারের পূর্বোক্ত আপত্তির উত্তরে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন যে যাহা অদৃষ্টপূর্ব, তাহাও প্রমাণের বলে সিদ্ধ হইতে পারে। “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ,”[২২] এইরূপ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হয় যে মায়াই সকল কার্যপদার্থের উপাদানকারণ; সুতরাং, মায়া বা অবিদ্যাই আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ চরম অপরোক্ষবৃত্তিরও উপাদানকারণ। “তরতি শোকমাত্মবিৎ,”[২৩] এইরূপ ছান্দোগ্যশ্রুতি এবং “সোহবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতি”[২৪] এইরূপ মণ্ডকশ্রুতির দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে যে চরমবৃত্তিরূপ আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং, চরম বৃত্তি যে স্বীয় উপাদানকারণ অজ্ঞানের নিবর্তক, তাহা প্রমাণবলে সিদ্ধ। এইরূপ উত্তর অবশ্য অদ্বৈতীর প্রকৃত উত্তর নহে। চরম অখণ্ডাকারা বৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্তক, এইরূপ সিদ্ধান্ত অভ্যুপগম করিয়া *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার এইপ্রকার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে অদ্বৈতমত অনুসারে চরম অখণ্ডাকারা বৃত্তি অজ্ঞানের নিবর্তকই নহে, চরম বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই অজ্ঞানের নিবর্তক। অখণ্ডাকারা বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য অজ্ঞানের নিবর্তক হওয়ায় সিদ্ধান্তীর বিরুদ্ধে ‘স্বোপাদাননিবর্তকত্ব অদৃষ্টচর’ এইপ্রকার আপত্তি উত্থাপিতই হইতে পারে না; কারণ অজ্ঞান স্বীয় নিবর্তক বৃত্তি প্রতিবিম্বিতচৈতন্যের নিবর্তকই নহে। সূর্যরশ্মি তৃণাদির ভাসক বা সাধক হইলে সূর্যকান্তমণিতে উপারূঢ় হইলে যেরূপ সূর্যরশ্মি তৃণাদিকে দাহ করিয়া থাকে, সেইরূপ চৈতন্য অজ্ঞানের সাধক হইলেও চরম অখণ্ডাকারা অন্তঃকরণবৃত্তিতে সমারূঢ় হইলে চৈতন্যই অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে।

*ন্যায়ামৃত*কার পুনরায় আপত্তি করিয়াছিলেন যে চরম অপরোক্ষ অখণ্ডাকারা বৃত্তির উদয় হইলেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। বৃত্তির চৈতন্য প্রতিবিম্বনের বিলম্ববশতঃ অজ্ঞাননিবৃত্তি বিলম্বিত হয় না। এই কারণে কেবলবৃত্তিকেই অজ্ঞানের নিবর্তিকা বলিতে হইবে, বৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্যকে নহে। *ন্যায়ামৃত*কারের এইরূপ আপত্তির সমাধান করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "ন চ - অপরোক্ষবৃত্তৌ সত্যাং চিৎপ্রতিবিম্বনিবন্ধনিবৃত্তিবিলম্বাদর্যানাৎ ন বিশিষ্টে নিবর্তকতেতি বাচ্যম্, শুদ্ধজড়স্য শুদ্ধচিতশ্চ জড়তয়া তদ্ভাসকতয়া চাজ্ঞানানিবর্তকতয়া নিবর্তকতায়া আবশ্যকত্বাৎ।"[২৫] উক্ত আপত্তির উত্তর প্রদানের নিমিত্ত *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার সিদ্ধান্তীর প্রকৃত সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। শুদ্ধা জড় বৃত্তি জড় হওয়ায় উহা অজ্ঞানের নিবর্তক হইতে পারে না। শুদ্ধচৈতন্য অজ্ঞানের ভাসক হওয়ায় উহাও অজ্ঞানের নিবর্তক হইতে পারে না। অতএব বৃত্তিবিশিষ্টচৈতন্যেরই অজ্ঞাননিবর্তকত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

অনন্তর *ন্যায়ামৃত*কার আপত্তি করিয়াছিলেন যে অজ্ঞানের নিবর্তক জ্ঞানও শুদ্ধচিদ্বিষয়ক হইতে পারে না। কারণ শুদ্ধচৈতন্য দৃশ্যই না হওয়ায় উহা কোনও জ্ঞানেরই বিষয় হইতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে শুদ্ধ চিদ্বিষয়ক জ্ঞান সিদ্ধান্তীর মত অনুসারে নিতান্তই অসম্ভব। এইরূপ অনুপপত্তি পরিহারের নিমিত্ত সিদ্ধান্তী যদি বিশিষ্টচৈতন্যকেই চরম অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয় বলেন, তাহা হইলে বিশিষ্টচৈতন্য অধ্যস্ত হওয়ায় বিশিষ্টচৈতন্যবিষয়কজ্ঞান বাধিতার্থবিষয়ক হওয়ায় সিদ্ধান্তীর মত অনুসারেই উহা অপ্রমাই হইবে সিদ্ধান্তীর মতে প্রমাজ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক হওয়ায় বাধিতার্থবিষয়কজ্ঞানরূপ অপ্রমা কদাপি অজ্ঞানের নিবর্তক হইতে পারে না। সুতরাং অজ্ঞানের নিবর্তক জ্ঞান শুদ্ধ চিদ্বিষয়ক বা বিশিষ্টচিদ্বিষয়ক, এইরূপ বিকল্পদ্বয়ের কোনওটিই সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত হইতে

পারে না। এইরূপ আপত্তি উত্থাপনপূর্বক খণ্ডন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "যত্তু - নিবর্তকং জ্ঞানমপি ন শুদ্ধবিষয়কম্ তস্যাদৃশ্যত্বাৎ, নাপি বিশিষ্টবিষয়কম্, তস্যাধ্যস্তত্বেন ভ্রমত্বাপত্তেঃ - ইতি, তন্ন উপহিতস্য বিষয়ত্বেহপি উপাধেরবিষয়ত্বেনাভ্রমত্বাৎ।"[২৬] *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার এই সন্দর্ভে সিদ্ধান্তীর গূঢ় আশয় উদ্ঘাটন করিতে বলিয়াছেন যে শুদ্ধচৈতন্যকে সিদ্ধান্তী চরম অপরোক্ষ অখণ্ডাকারা বৃত্তির বিষয় বলেন না। দ্বৈতমিথ্যাত্বোপলক্ষিতচৈতন্যই চরম অপরোক্ষবৃত্তির বিষয় হইয়া থাকে এবং দ্বৈতমিথ্যাত্বোপলক্ষিতব্রহ্মসাক্ষাৎকারই অজ্ঞানের নিবর্তক হইয়া থাকে। ঐরূপ উপলক্ষণের দ্বারা উপলক্ষিতচৈতন্য বাধিত না হওয়ায় উক্ত অপরোক্ষজ্ঞানও বাধিতার্থবিষয়ক হয় না। ফলতঃ চরম অপরোক্ষ জ্ঞান অপ্রমা না হওয়ায় উহা অজ্ঞানের নিবর্তক হইতে পারে।

*ন্যায়ামৃত*কার অতঃপর সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে উক্তপ্রকার চরমজ্ঞানের নিবর্তক কে হইবে? উক্ত চরম জ্ঞান কি স্বয়ং উহার নিবর্তক হইয়া থাকে? অথবা, অন্য কোনও জ্ঞান ঐরূপ চরমজ্ঞানের নিবর্তক হয়? সিদ্ধান্তী যদি চরমজ্ঞানকে স্বনিবর্তক বলেন, তাহা হইলে উক্ত জ্ঞানকে ক্ষণিকই বলিতে হইবে। কারণ অন্যনিরপেক্ষরূপে যাহা স্বীয় ধ্বংসের হেতু হয়, তাহা ক্ষণিকই হইয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে কোন অক্ষণিক বা দীর্ঘস্থায়ী পদার্থ অন্যনিরপেক্ষরূপে স্বীয় ধ্বংসাভাবের জনক হয়, ইহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যে বহ্নি ইন্ধন দগ্ধ হইবার পর নির্বাপিত হয়, তাহাকেও স্বীয় ধ্বংসের হেতু কেহই বলেন না। এইরূপ দগ্ধদাহ্যবহ্নির ক্ষেত্রে অন্যান্য সম্প্রদায়ও ঈশ্বরেচ্ছাকে বহ্নিনাশের কারণ বলেন। কতকরেণুও জলগত পঙ্ককে বা নিজেকে, এই উভয়ের কোনওটিকেই বিনষ্ট করে না। উহা কেবল জল হইতে পঙ্কের বিশ্লেষমাত্রের হেতু হইয়া থাকে। সুতরাং চমর জ্ঞান স্বয়ং স্বীয় ধ্বংসের হেতু হইতে পারে না। অন্য কোনও জ্ঞানকেও সিদ্ধান্তী চরম অপরোক্ষ

জ্ঞানের নিবর্তক বলিতে পারেন না। কারণ শুদ্ধ আত্মচৈতন্য অহেতু হওয়ায় উহা চরমজ্ঞানের নিবৃত্তির হেতু হইতে পারে না। চরমজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে শুদ্ধ আত্মা ব্যতিরেকে অন্য কোনও জ্ঞানই অবশিষ্ট থাকে না, অন্য সকল জ্ঞানই অবিদ্যানিবৃত্তিকালে নিবৃত্ত হইয়া যায়। সুতরাং চরমজ্ঞানের কোনও নিবর্তক সিদ্ধান্তী প্রতিপাদন করিতে পারেন না। *ন্যায়ামৃত*কারের এইপ্রকার আপত্তি উত্থাপনপূর্বক খণ্ডন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "যত্তু - অন্ত্যস্যজ্ঞানস্য কিং নিবর্তকম্? স্বয়ম্? অন্যদ্বা? নাদ্যঃ অন্যনিরপেক্ষপ্রতিযোগিনো ধ্বংসজনকত্বে ক্ষণিকত্বাপত্তেঃ, দগ্ধদারুদহনস্যাপি ঈশ্বরেচ্ছাদিনৈব নাশ্যাৎ। কতকরজস্তু ন পঙ্কং নাশয়তি, নাপি স্বম্, বিশ্লেষমাত্রদর্শনাৎ। নান্ত্যঃ, শুদ্ধাত্মনঃ কিংচিদপি প্রত্যহেতুত্বাৎ, তদন্যস্য চ নিবর্ত্যত্বাদ্ - ইতি, তন্ন, তন্তুনাশস্য পটনাশপ্রযোজকত্বদর্শনেন স্বোপাদানাবিদ্যানাশস্যৈব তন্নাশকত্বাৎ।"[২৭] আচার্য মধুসূদন সরস্বতী এই সন্দর্ভে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে সিদ্ধান্তী চরমজ্ঞানের কোনও নিবর্তক প্রদর্শন করিতে পারেন না, এইরূপ আপত্তির কোনও অবকাশ নাই। কারণ পটের উপাদানকারণ তন্তুর নাশ হইলে যে পটের নাশ হয়, তাহা সর্ববাদিসম্মত এবং সকল সম্প্রদায়ই তন্তুনাশকেই পটনাশের প্রযোজক বলিয়া থাকেন। সুতরাং উপাদানকারণের নাশে কার্যের নাশ সর্ববাদিসম্মত। প্রকৃতস্থলেও অবিদ্যারূপ উপাদানকারণের নাশবশতঃই অবিদ্যাকার্যন্ত্যবৃত্তির নাশ হইয়া থাকে।

*ন্যায়ামৃত*কার ইহাও প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে শুদ্ধচৈতন্য কি চরম বৃত্তির নাশক অথবা চরমবৃত্তি স্বয়ং নিজের নাশক হইয়া থাকে? শুদ্ধচৈতন্য কোনও কার্যের প্রতি হেতু হইতে পারে না। বৃত্তি স্বয়ং যদি নিজের ধ্বংসের কারণ হয়, তাহা হইলে বৃত্তির ক্ষণিকত্বের আপত্তি হইবে; যেহেতু কোনও প্রতিযোগী যদি অন্যনিরপেক্ষরূপে ধ্বংসের হেতু হয়, তাহা

হইলে উহা ক্ষণিকই হইয়া থাকে। *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার *ন্যায়ামৃত*কারের এইরূপ প্রশ্নেরও সমাধান করিয়াছেন, "ন চ - অবিদ্যানাশে তদুপলক্ষিতাত্মা বা? বৃত্তির্বা? পূর্বত্র শুদ্ধস্যাহেতুত্বম্, দ্বিতীয়ে প্রতিযোগিমাত্রস্যৈব নাশকতাপর্যবসানমিতি - বাচ্যম্, উভয়থাপ্যদোষাদ্, বৃত্তিমাদায়ৈব ব্রহ্মণ উপহিতত্বেন শুদ্ধত্বাভাবাৎ। প্রতিযোগিনঃ প্রতিযোগিত্বেন নাশকতায়ামিতরানপেক্ষত্বে হি ক্ষনীকত্বম্, রূপান্তরাবচ্ছেদেন যৎ কারণং তস্যাপেক্ষণে ন তদিতি উপাদাননাশত্বাবচ্ছিন্নস্য স্বস্যৈব ক্ষণিকত্বানাপাদকং নাশকত্বং স্যাৎ। দ্বিতীয়কারণনিরপেক্ষপ্রতিযোগিনঃ প্রতিযোগিত্বোপাদানত্বরূপদ্বয়াবচ্ছিন্নস্য নাশকত্বোপপত্তেঃ। বস্তুতস্তুঅবিদ্যানিবৃত্তেবৃত্তিরূপতয়া ন নিবর্তকখণ্ডনাবকাশঃ, বৃত্তিনিবৃত্তেরাত্মরূপতয়া ন তজ্জনকখণ্ডনাবকাশোহপীতি সর্বমবদাতম্।"[২৮]

*অদ্বৈতসিদ্ধি*কারের চরম সমাধান এইরূপ। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী এইস্থলে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে চৈতন্যকে বৃত্তির নাশক বলিলেও সিদ্ধান্তীর পক্ষে কোন দোষ নাই। চরমবৃত্তি স্বয়ং নিজের নাশক, এই বিকল্প স্বীকার করিলেও সিদ্ধান্তীর কোনও প্রকার অনুপপত্তি হয় না। চৈতন্যকে যদি চরমবৃত্তির নাশক বলা হয়, তাহা হইলে কোনও দোষ হয় না; কারণ বৃত্তির নাশক চৈতন্য বৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত হওয়ায় উহা শুদ্ধচৈতন্যই নহে। অপরপক্ষে, অন্ত্যবৃত্তি স্বয়ং নিজের নাশক, ইহা স্বীকার করিলেও সিদ্ধান্তীর পক্ষে কোনও দোষ হয় না। কারণ, কোনও প্রতিযোগী যদি প্রতিযোগিত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নরূপে স্বীয় ধ্বংসের কারণ হয়, তাহা হইলে উহার ক্ষণিকত্বাপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু অদ্বৈতী কুত্রাপি ইহা বলেন নাই যে বৃত্তি প্রতিযোগিত্বধর্মাবচ্ছেদের স্বীয় ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে। বরং সিদ্ধান্তী ইহাই বলেন যে দ্বৈতনাশকত্বধর্মপুরস্কারেই চরম বৃত্তি স্বীয় নাশক হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত, চরম বৃত্তি দ্বৈতনাশকত্বধর্মাবিচ্ছিন্নরূপে কেবল স্বীয় ধ্বংসেরই হেতু হয় না। চরম বৃত্তি কদাপি চরমবৃত্তিত্বরূপ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্মবিশিষ্টরূপে স্বধ্বংসের হেতু

হয় না। অথবা সিদ্ধান্তী ইহাও বলিতে পারেন যে বৃত্তি স্বোপাদানভূতাজ্ঞাননাশত্ব এবং বৃত্তিত্ব, এই উভয় ধর্মাবচ্ছিন্নরূপে বৃত্তি স্বনাশক হইয়া থাকে। সুতরাং চরমবৃত্তির স্বনাশকত্ব স্বীকারে উহার ক্ষণিকত্বপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয় না। বস্তুতঃপক্ষে সিদ্ধান্তী অবিদ্যানিবৃত্তিকে চরমবৃত্তিরূপই বলিয়া থাকেন। চরমবৃত্তি দ্বৈতপ্রপঞ্চের নিবর্তক হওয়ায় ঐ বৃত্তির অনন্তর ব্রহ্মভিন্ন অন্য কোনও পদার্থ থাকে না। ঐ বৃত্তিই অবিদ্যার নাশ করিয়া অবিদ্যানিবৃত্তিস্বরূপ হইয়া থাকে। অবিদ্যারূপ উপাদানের নাশে উক্ত বৃত্তিরও নাশ হইয়া থাকে। উক্ত চরমবৃত্তি নাশের অনন্তর ব্রহ্মভিন্ন কোনও পদার্থই অবশিষ্ট থাকে না বলিয়া ব্রহ্মই চরমবৃত্তির নিবৃত্তিস্বরূপ। এইরূপে অবিদ্যানিবর্তকনিরূপণপ্রকরণে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার কেবল অবিদ্যানিবর্তকবিষয়ে *ন্যায়ামৃত*কার যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সকল আপত্তিরই নিরাকরণ করেন নাই, অবিদ্যার নিবর্তক এবং অবিদ্যানিবৃত্তিবিষয়ে বহু গূঢ় রহস্যেরও উন্মোচন করিয়াছেন।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে আনন্দরূপমোক্ষের পুরুষার্থত্বনিরূপণ

অদ্বৈতসিদ্ধির চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'মুক্তেরানন্দরূপত্বেন পুরুষার্থত্বম্' শীর্ষক তৃতীয় প্রকরণে আনন্দস্বরূপ মোক্ষের পুরুষার্থত্ববিষয়ে *ন্যায়ামৃত*কার যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন সেই সমস্ত আপত্তির সমাধান করিয়াছেন।

*ন্যায়ামৃত*কার অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে আপত্তির প্রারম্ভেই অদ্বৈতমতের অনুবাদ করিয়াছিলেন। অদ্বৈত বেদান্তী বৈশেষিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ন্যায় মোক্ষকে দুঃখনিবৃত্তিস্বরূপমাত্র বলেন না; অদ্বৈতমতে মোক্ষ নিরতিশয় আনন্দস্ফুরণস্বরূপ। এইরূপ অদ্বৈতসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃত*কার আপত্তি করিয়াছিলেন যে মুক্তি সুখস্বরূপ হইলে

উহাকে পুরুষার্থ বলা যাইবে না। কারণ মোক্ষার্থী ব্যক্তির 'সুখী স্যাম্' বা আমি সুখস্বরূপ হইব, এইপ্রকার অভিলাষ কুত্রাপি কাহারও হয় না। ইচ্ছাই পুরুষার্থের নিয়ামিকা হইয়া থাকে। যেরূপে কোনও পদার্থ পুরুষের ধী বা জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই রূপেই সেই পদার্থ পুরুষের ইচ্ছার বিষয় হয় এবং সেই রূপেই ঐ পদার্থ পুরুষার্থ হইয়া থাকে। ইহা স্বীকার না করিলে বৌদ্ধসম্প্রদায়সম্মত আত্মনাশাদিকেও পুরুষার্থ বলিতে হইবে। এইকারণে অপরকীয় সুখকেও পুরুষার্থ বলা যাইবে না। কারণ অপরকীয় সুখ পুরুষের ইচ্ছার বিষয় হয় না। এতদ্ব্যতীত অপরকীয়সুখ পুরুষার্থ হইলে গৌরবদোষ হইবে। কারণ স্বকীয়ত্বের অভাবই পরকীয়ত্ব এবং স্বকীয়ত্বাভাবাভাবই অপরকীয়ত্ব। ফলতঃ, স্বকীয়ত্ব অপেক্ষা অপরকীয়ত্ব যে গুরু ধর্ম তাহাতে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। অন্বয়সহচারদর্শন এবং ব্যতিরেকসহচারদর্শনের দ্বারা স্বকীয়ত্বধর্মবিশিষ্টরূপেই সুখের ইচ্ছা পুরুষার্থতার প্রযোজক হয়। সুখসাধনের ক্ষেত্রেও ইহাই দৃষ্ট হয় যে পরকীয় সুখের সাধন যদি স্বকীয়রূপে প্রতীয়মান হয়, তবেই উহা পুরুষার্থরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। অপরপক্ষে অপরকীয় সুখের সাধন যদি স্বকীয়রূপে প্রতীয়মান না হয়, তাহা হইলে পুরুষার্থরূপে সেই সাধনের ভান হয় না। সুখ এবং সুখসাধন এই উভয়েই সমানরূপেই ইষ্টত্বের ভান হয়; এইকারণে সুখের সাধন স্বকীয়ত্ব ধর্মবিশিষ্টরূপেই পুরুষার্থরূপে প্রতীয়মান হওয়ায় সুখও স্বকীয়ত্ব ধর্মবিশিষ্টরূপেই পুরুষার্থ হইবে। দুঃখ এবং দুঃখের সাধনে স্বকীয়ত্বধর্মবশতঃই অপুরুষার্থতার অনুভব হইয়া থাকে। অনুরূপভাবে সুখ এবং সুখের সাধনেও স্বকীয়ত্বধর্মবশতঃই পুরুষার্থতার প্রতীতি হয়, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। *ন্যায়ামৃতোক্ত* এইসকল আপত্তির অনুবাদপূর্বক খণ্ডন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "ননু ত্বন্মতে মুক্তৌ ন দুঃখোচ্ছেদমাত্রম্, কিন্তু নিরতিশয়ানন্দস্ফুরণমপি। তদুক্তম্ -

‘তস্মাদবিদ্যাস্তময়ো নিত্যানন্দপ্রতীতিতঃ।

নিঃশেষদুঃখোচ্ছেদচ্চ পুরুষার্থঃ পরো মতঃ।”

তত্র ন সুখাত্মনা তাবৎপুরুষার্থঃ, সুখীস্যামিতিবৎ সুখং স্যামিতীচ্ছায়া অদর্শনাৎ, পুমর্থতায়া ইচ্ছানিয়ম্যত্বাৎ। অন্যথা বৌদ্ধমতসিদ্ধাত্মনাশাদিরপি পুমর্থঃ স্যাৎ। অত এব নাপরকীয়ং সুখং পুমর্থঃ, তথেচ্ছাবিরহাৎ, গৌরবাচ্চ। সুখসাধনে পরকীয়েহপি স্বকীয়ে পুমর্থত্বস্যাপরকীয়েহপ্যস্বকীয়ে অপুমর্থত্বস্য চ দর্শনেন ইষ্টত্বাবিশেষাৎ, সুখেহপি তৎকল্পনাচ্চ দুঃখতৎসাধনয়োঃ স্বকীয়তয়ৈবাপুমর্থত্বস্য দর্শনেন সুখাদেরপি তথৈব পুরুষার্থত্বাচ্চেতি - চেন্ন, সুখাদৌ হি পুমর্থতা নাপরকীয়ত্বপ্রযুক্তা, নাপি স্বকীয়ত্বপ্রযুক্তা, গৌরবাৎ, কিন্তু সাক্ষাৎক্রিয়মাণতয়া, সংবন্ধস্য চানিত্যত্বসাধনপারতন্ত্র্যাদেরিবাবর্জনীয়সন্নিধিকত্বাৎ।”[২৯] *অদ্বৈতসিদ্ধি*কারের উত্তর এই যে সুখাদিতে পুরুষার্থতা অপরকীয়ত্ব বা স্বকীয়ত্ব ধর্মবশতঃ হয় না। সাক্ষাৎক্রিয়মাণত্বরূপেই সুখ পুরুষার্থ হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিলেই লাঘব হয়। কারণ সুখ বা সুখের সাধনে স্বকীয়ত্বরূপ ধর্মের ভান অনিবার্যরূপেই হইয়া থাকে। যথা পুরুষার্থভূত এবং পুরুষের কৃতিসাধ্য বিষয়ে অনিত্যত্ব এবং কারণাধীনত্বের প্রতীতি অনিবার্যরূপেই হইয়া থাকে।

ইহাতে *ন্যায়ামৃত*কার পুনরায় আপত্তি করিয়াছিলেন যে সুখের অপরোক্ষ্য পুরুষার্থ হইতে পারে না; কারণ সুখের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, তাহাই যদি পুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সকল পদার্থের সাক্ষাৎকার হওয়ায় জীবের সুখও ঈশ্বরের পুরুষার্থ হইবে। এইপ্রকার আপত্তির সমাধান করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, “ন চ ঈশ্বরস্যাপ্য স্মদাদিসুখং পুমর্থঃ স্যাদিতি - বাচম্, হেয়তয়া অজ্ঞাতত্বে সতীত্যস্যাপি তত্র প্রযোজকত্বাদীশ্বরাদিনা চাত্মাদিসুখস্য হেয়ত্বেনৈব জ্ঞানাৎ স্বরূপসুখে চেষ্টাপত্তেঃ।”[৩০]

*অদ্বৈতসিদ্ধি*কারের সমাধান এইরূপ। জীবের বিষয়জন্য সুখ ঈশ্বরের পক্ষে হেয় হওয়ায় ঈশ্বরের জীবের সুখবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান থাকিলেও জীবের সুখ ঈশ্বরের নিকট পুরুষার্থরূপে প্রতীয়মান হয় না। কারণ কোনও সুখের পুরুষার্থত্বের প্রযোজক কেবল সাক্ষাৎক্রিয়মাণত্ব নহে, কিন্তু হেয়ত্বেন অজ্ঞাতত্বে সতি সাক্ষাৎক্রিয়মাণত্বই সুখগত পুরুষার্থতার প্রযোজক। অর্থাৎ কোনও সুখের অপরোক্ষ প্রতিভাস হইলেই তাহা পুরুষার্থরূপে প্রতীয়মান হয় না, উহা যদি হেয়রূপে জ্ঞাত না হইয়া অপরোক্ষসাক্ষাৎকারের বিষয় হয়, তবেই উহা পুরুষার্থ হইয়া থাকে। জীবের সুখে ঈশ্বরের হেয়ত্ববুদ্ধি থাকায় ঐপ্রকার সুখ ঈশ্বরের নিকট পুরুষার্থরূপে প্রতীয়মান হয় না। যদি মাধ্বসম্প্রদায় আপত্তি করেন যে জীবের স্বরূপসুখে ঈশ্বরের পুরুষার্থের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে, তবে ঐরূপ আপত্তি সিদ্ধান্তীর পক্ষে ইষ্টাপত্তিই হইবে।

মাধ্বসম্প্রদায় যদি পুরুষার্থের এইরূপ লক্ষণকে গৌরবগ্রস্ত বলেন, তাহা হইলে সেইরূপ আপত্তির উত্তরস্বরূপ আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, "ন চ গৌরবম্, স্বসংবন্ধিত্বেন পুমর্থতাবাদিনোহপি নিলীমসুখে পুরুষার্থতানিবৃত্ত্যর্থং তথাবশ্যং বর্ণনীয়ত্বাৎ।"[৩১] *অদ্বৈতসিদ্ধি*কারের উত্তর এই যে যাঁহারা স্বকীয় সুখকে পুরুষার্থ বলেন, তাঁহারাও অজ্ঞাত সুখকে পুরুষার্থরূপে স্বীকার করিতে পারেন না। এইজন্য অজ্ঞাতসুখে পুরুষার্থত্বের লক্ষণের অতিপ্রসক্তি নিবারণ করিবার জন্য পুরুষার্থের স্বকীয়ত্ববাদিগণকেও পুরুষার্থের লক্ষণে সাক্ষাৎক্রিয়মাণত্ব নিবেশ করিতে হইবে।

*ন্যায়ামৃত*কার অনন্তর আপত্তি করিয়াছিলেন যে সুখসাক্ষাৎকারও স্বকীয়রূপে পুরুষার্থ হইতে পারে না, কারণ মুক্ত জীব সুখসাক্ষাৎকারস্বরূপ হওয়ায় সুখসাক্ষাৎকারসম্বন্ধী নহেন। এইকারণেই মুক্তপুরুষের সুখসাক্ষাৎকার মুক্ত পুরুষের

পুরুষার্থ হইবে না। সুখসাক্ষাৎকার স্বেতরাসংবন্ধিত্বরূপে অর্থাৎ অন্যের সহিত অসংবদ্ধরূপেও স্বীয় পুরুষার্থ হইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে মুক্ত জীবের স্বরূপসুখও সংসারী জীবের পক্ষে স্বেতরাসম্বদ্ধ বা অন্যের সহিত অসম্বদ্ধ হওয়ায় সংসারী জীবের পুরুষার্থ হইয়া যাইবে। এই সমস্ত আপত্তির উল্লেখপূর্বক খণ্ডন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন "যত্তু সাক্ষাৎকারেহপি স্বকীয়তয়া পুরুষার্থতাপক্ষে মুক্তস্য সুখসাক্ষাৎকাররূপতয়া তং প্রত্যপি তস্যাপুরুষার্থতাপত্তিঃ, স্বেতরাসংবন্ধিত্বেন স্বস্য পুরুষার্থত্বে মুক্তস্বরূপেণ সুখেন সংসারীতরাসংবন্ধেন সংসারিণঃ পুরুষার্থপ্রসঙ্গ ইতি, তন্ন, সাক্ষাৎক্রিয়মাণত্বেনৈব হি পুমর্থতা মুক্তসুখসাক্ষাৎকারস্য তং প্রতি পুমর্থত্বেহপি ন সংসারিণস্তথা, তং প্রত্যভাসমানত্বাদ, ভানে বাহসংসারিত্বেনেষ্টাপত্তিঃ।"[৩২] *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার সিদ্ধান্তীর গূঢ় আশয় প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে সাক্ষাৎক্রিয়মাণত্বরূপেই সুখের পুরুষার্থতা সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত। মুক্তপুরুষের সুখসাক্ষাৎকার সংসারী পুরুষের নিকট প্রতীয়মানই না হওয়ায় ঐরূপ সুখসাক্ষাৎকার সংসাক্ষাৎকার সংসারীপুরুষের পুরুষার্থই হইতে পারে না। অপরপক্ষে, স্বরূপসুখ যদি সংসারী পুরুষের নিকট প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে সংসারী পুরুষ সংসারীই থাকিবেন না; তিনি অসংসারী বা মুক্তই হইয়া যাইবেন। ফলতঃ সংসারী পুরুষের নিকট স্বরূপসুখের প্রতিভাস হইলে সংসারী পুরুষের মুক্তি হওয়ায় উহাও সিদ্ধান্তীর পক্ষে ইষ্টপত্তিই হইবে।

*ন্যায়ামৃত*কার পুনরায় আপত্তি করিয়াছিলেন যে স্বরূপসুখসাক্ষাৎকারও সুখত্ববিশিষ্টরূপেই পুরুষার্থ হইয়া থাকে। জীবের নিকট যাহা সুখরূপে প্রতীয়মান হয় বা যে সুখ প্রত্যক্প্রকাশমান, যাহা প্রত্যগাত্মার নিকট সুখরূপে প্রকাশমান হয়, তাহাই পুরুষার্থ।

*ন্যায়ামৃত*কারের এইরূপ আপত্তির উত্তরেই *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "যত্তু - প্রত্যক্প্রকাশমানত্বেন সুখং পুমর্থঃ - ইতি, তদপ্যেতেন ব্যাখ্যাতম্ প্রত্যক্প্রকাশমানত্বেন সাক্ষাৎক্রিয়মাণতায়া এবোক্তেঃ। যত্তু - সুখত্বেন প্রকাশমানং সুখং পুমর্থঃ, ন চ তৎপরমতে মোক্ষেহস্তি - ইতি, তন্ন, সাক্ষাৎক্রিয়মাণত্বেনৈবাতিপ্রসঙ্গনিরাসে অধিকোক্তেগৌরবকরত্বাৎ।"[৩৩] *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার এইস্থলে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে 'প্রত্যক্ প্রকাশমান সুখই পুরুষার্থ', এইপ্রকার মতের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে সাক্ষাৎক্রিয়মাণ সুখই পুরুষার্থ। সিদ্ধান্তীর মতেও সাক্ষাৎক্রিয়মাণত্বই সুখের পুরুষার্থতা হওয়ায় প্রত্যক্প্রকাশমান সুখই পুরুষার্থ, এই মত সিদ্ধান্তীর মতেই পর্যবসিত হইবে। *ন্যায়ামৃত*কার পুনরায় আপত্তি করিয়াছিলেন যে সুখত্ববিশিষ্টরূপে প্রকাশমান সুখই পুরুষার্থ, কিন্তু সিদ্ধান্তীর মতে ইহা সম্ভব না হওয়ায় মুক্ত পুরুষের সুখসাক্ষাৎকার পুরুষার্থ হইতে পারে না। ইহার উত্তরেই *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন সাক্ষাৎক্রিয়মাণত্বরূপে সুখের পুরুষার্থতা স্বীকারে কোনওপ্রকার অতিপ্রসক্তিই হয় না। এইজন্য সুখত্বাবিশিষ্টরূপে সুখসাক্ষাৎকারই পুরুষার্থ, এইপ্রকার অধিকোক্তি গৌরবদোষেই দুষ্ট হইবে। সুতরাং সাক্ষাৎক্রিয়ামাণতাই সুখের পুরুষার্থতা, সিদ্ধান্তীর এইরূপ মতে কোনও অনুপপত্তি নাই।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে চিন্মাত্রের মোক্ষভাগিত্ব উপপাদন

*নায়ামৃত*কার চতুর্থ পরিচ্ছেদের চতুর্থ প্রকরণে আচার্য ব্যাসতীর্থ নির্বিশেষ স্বরূপসুখের পুরুষার্থত্ব খণ্ডনের নিমিত্ত যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন *অদ্বৈতসিদ্ধির* চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'চিন্মাত্রস্য মোক্ষভাগিত্বোপপত্তিঃ' শীর্ষক চতুর্থ প্রকরণে সেই সমস্ত আপত্তিই সমাহিত হইয়াছে। গবেষণানিবন্ধের বর্তমান অধ্যায়ের এই অনুচ্ছেদে

অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে নির্বিশেষ স্বরূপসুখের পুরুষার্থতাস্বীকারের বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃত*কারের দ্বারা উত্থাপিত আপত্তিসমূহেরই নিরসন করা হইবে।

*ন্যায়ামৃত*কার সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে মোক্ষ কাহার পুরুষার্থ? অহমর্থের? অথবা চিন্মাত্রের? প্রথম বিকল্প সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত হইতেই পারে না; কারণ, সিদ্ধান্তীর মতে অহমর্থ বিশিষ্ট এবং সত্য এবং অনৃত পদার্থের মিলিতরূপ হওয়ায় উক্ত মুক্তিতে অন্বিতই হইতে পারে না। অপরপক্ষে, দ্বিতীয় বিকল্প অঙ্গীকারপূর্বক সিদ্ধান্তী যদি চিন্মাত্রেরই মুক্তি স্বীকার করেন, তাহা হইলে মুমুক্ষু ব্যক্তির ইচ্ছার স্বরূপ হইত "চিন্মাত্রং মুক্তং স্যাতৎ" অর্থাৎ "চিন্মাত্র মুক্ত হউক"। কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে মোক্ষার্থী পুরুষের কদাপি এইপ্রকার ইচ্ছা হয় না। "অহং মুক্তঃ স্যাম্" বা "আমি মুক্ত হইব", মোক্ষার্থী পুরুষের এইরূপ ইচ্ছাই হইয়া থাকে। এইপ্রকার আপত্তি অনুবাদপূর্বক খণ্ডন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন "ননু - কস্যায়ং মোক্ষঃ পুমর্থঃ? কিমহমর্থস্য? আহোস্বিচ্চিন্মাত্রস্য? নাদ্যঃ, ত্বন্মতেহহমর্থস্য মুক্ত্যনন্বয়াৎ। নান্ত্যঃ, 'অহং মুক্তঃ স্যামি'তিবচ্চিন্মাত্রং মুক্তং স্যাদিতীচ্ছায়া অননুভবাদিতি - চেন্ন, অহমর্থগতং চিদংশং মুক্তিকালান্বয়িনং প্রতি পুমর্থস্য মোক্ষে সংভব ইত্যুক্তপ্রায়ত্বাৎ।"[৩৪] *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার এইস্থলে অদ্বৈতরহস্য উদ্ঘাটনের নিমিত্ত বলিয়াছেন যে অহমর্থ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এবং অন্তঃকরণরূপ অনাত্মার মিলিতরূপ। অহমর্থের ঘটক ঐরূপ চৈতন্যাংশ মোক্ষকালেও অন্বিত হইয়া থাকে এবং মোক্ষ ঐরূপ চৈতন্যস্বরূপ মোক্ষার্থী জীবাত্মারই পুরুষার্থ। যে চৈতন্যস্বরূপ মোক্ষে অন্বিত হয়, সেই চৈতন্যস্বরূপ অহমর্থেরও ঘটক হওয়ায় "আমি মুক্ত হইব", মুমুক্ষ পুরুষের এইপ্রকার ইচ্ছাও সিদ্ধান্তীর মতে অনুপপন্ন নহে। সিদ্ধান্তীর মতে চৈতন্যস্বরূপ জীবাত্মাই মোক্ষার্থী পুরুষ।

*ন্যায়ামৃত*কার পুনরায় আপত্তি করিয়াছিলেন যে স্বরূপসুখ যদি দুঃখাভাবমাত্র হয়, তাহা হইলে বৈশষিকাদিসম্প্রদায়সম্মত মোক্ষের ন্যায় উহা পুরুষার্থ হইবে না। অপরপক্ষে যদি সুখসাক্ষাৎকার দুঃখাভাব হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হয়, তাহা হইলে মোক্ষে দ্বৈতাপত্তি হইবে। এইরূপ আপত্তির নিরসনের নিমিত্ত আচার্য মধূসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, "ন চ - সুখস্য দুঃখাভাবমাত্রত্বে বৈশেষিকমোক্ষবদপুমর্থতা অতিরেকেহপ্যাত্মানতিরেকাৎ।"[৩৫] আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায় এই যে মোক্ষস্বরূপ সুখ দুঃখাভাব হইতে অতিরিক্ত, এইজন্যই মোক্ষস্বরূপ সুখে বৈশেষিকাদিসম্প্রদায়সম্মত মোক্ষের ন্যায় অপুরুষার্থতার আপত্তি হয় না। কিন্তু মোক্ষস্বরূপ সুখ আত্মা হইতে অতিরিক্ত না হওয়ায় মোক্ষে আত্মাতিরিক্ত কোনও দ্বিতীয় পদার্থও না থাকায় দ্বৈতাপত্তিও হয় না।

*ন্যায়ামৃত*কার পুনরায় আপত্তি করিয়াছিলেন যে আত্মা যদি সুখমাত্র হয়, তাহা হইলে সেই সুখের প্রকাশই না হওয়ায় আত্মাস্বরূপসুখ পুরুষার্থই হইবে না। অপরপক্ষে আত্মা যদি কেবল প্রকাশাত্মাক হয়, তাহা হইলে উহা সুখস্বরূপ না হওয়ায় পুরুষার্থ হইবে না। সিদ্ধান্তী যদি আত্মাকে সুখ এবং প্রকাশ উভয়াত্মক বলেন, তাহা হইলে আত্মার অখণ্ডার্থত্বের হানি হইবে। এইরূপ আপত্তি খণ্ডনের নিমিত্ত *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "ন চ - আত্মনঃ সুখমাত্রত্বে সুখপ্রকাশাভাবেনাপুমর্থত্বম্, উভয়াত্মকত্বে চাখণ্ডার্থত্বহানিরিতি - ব্যাচ্যম্, সুখপ্রকাশয়োরেকাত্মরূপতয়া উভয়ত্বস্যৈবাভাবাৎ।"[৩৬] *অদ্বৈতসিদ্ধি*কারের অভিপ্রায় এই যে সিদ্ধান্তীর মতে সুখ এবং প্রকাশের মধ্যে কোনও তাত্ত্বিক বা অনৌপাধিক ভেদ নাই। এই কারণেই সুখ এবং প্রকাশে কোনও দ্বিত্ব বা উভয়ত্ব সিদ্ধান্তী স্বীকার করেন না এবং এইজন্যই আত্মা সুখস্বরূপ এবং প্রকাশস্বরূপ হইলেও তাহার অখণ্ডার্থত্বের কোনও হানি হয় না।

মাধ্বসম্প্রদায় আপত্তি করিতে পারেন যে সুখ এবং প্রকাশের মধ্যে যদি কোনও ভেদ না থাকে, তাহা হইলে "ঘটঃ কলশঃ" এইরূপ প্রয়োগের ন্যায় "সুখং প্রকাশঃ" এইপ্রকার প্রয়োগ হওয়া উচিত। "সুখপ্রকাশ আত্মা" এইরূপ দুইটি পর্যায়শব্দের সহপ্রয়োগ হওয়া উচিত নহে। এইরূপ সম্ভাব্য আপত্তির নিরসনকল্পে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "ন চার্থভেদাভাবে সুখপ্রকাশ ইতি সহপ্রয়োগাযোগঃ, অবিদ্যাককল্পিতদুঃখজড়াত্মাকত্বরূপব্যাবর্ত্ত্যভেদেন তদুপপত্তেঃ।"[৩৭]

*অদ্বৈতসিদ্ধি*কার প্রদর্শন করিয়াছেন যে সুখ এবং প্রকাশ একাত্মরূপ হইলেও "সুখপ্রকাশ আত্মা" এইরূপ প্রয়োগে কোনও অসঙ্গতি নাই। ঐরূপ প্রয়োগে 'সুখ' পদের দ্বারা আত্মাচৈতন্যে অবিদ্যাকল্পিত দুঃখরূপতা এবং 'প্রকাশ' পদের দ্বারা আত্মাচৈতন্যে অবিদ্যাকল্পিত জড়রূপতার ব্যাবৃত্তি করা হয়। ব্যবর্ত্ত্যপদার্থদ্বয়ের মধ্যে ভেদ থাকায় উহাদের ব্যাবৃত্তির নিমিত্ত 'সুখ' এবং 'প্রকাশ' এই উভয় পদের সহপ্রয়োগ সার্থকই হইয়া থাকে।

*ন্যায়ামৃত*কার ইহাও আপত্তি করিয়াছিলেন যে সিদ্ধান্তী যদি সুখ বা দুঃখাভাবকে দুঃখ হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন বলেন তাহা হইলে সিদ্ধান্তীর পক্ষে অপসিদ্ধান্ত হইবে। কারণ সিদ্ধান্তী ভেদের তাত্ত্বিকত্ব খণ্ডন করিয়াছেন। অপরপক্ষ স্বরূপসুখ যদি দুঃখের সহিত অভিন্ন হয়, তাহা হইলে উহা পুরুষার্থ হইবে না; কারণ দুঃখকে কেহই পুরুষার্থরূপে স্বীকার করেন না। এইরূপ আপত্তির নিরসনার্থে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "যত্তু - দুঃখাভাবস্য সুখস্য চ তত্ত্বতো দুঃখাদ্ভেদে অপসিদ্ধান্তঃ, অভেদে ত্বপুমর্থতা - ইতি, তন্ন, দুঃখস্য কল্পিতত্বেন তদ্ভেদস্য তৎসমানযোগক্ষেমতয়া তাত্ত্বিকত্বাভাবেনাপসিদ্ধান্তভাবাৎ।"[৩৮] আচার্য মধুসূদন সরস্বতী অভিপ্রায় এই যে অদ্বৈতমতে দুঃখ কল্পিত পদার্থ হওয়ায় দুঃখের

সহিত স্বরূপসুখের ভেদও কল্পিত। ঐরূপ অবিদ্যাপরিকল্পিত ভেদস্বীকারে ভেদের তাত্ত্বিকত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় সিদ্ধান্তীর পক্ষে কোনও অপসিদ্ধান্ত হয় না।

সিদ্ধান্তীর বিরুদ্ধে *ন্যায়ামৃত*কার এই প্রকরণের শেষে আপত্তি করিয়াছিলেন যে সিদ্ধান্তীর মতে মোক্ষে স্বরূপসুখের স্ফুরণ হইলেও দুঃখাভাবের স্ফুরণ না হওয়ায় দুঃখাভাব পুরুষার্থ হইতে পারিবে না। এই প্রকরণের শেষে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার *ন্যায়ামৃত*কারের এইরূপ আপত্তিরও নিরসন করিয়াছেন, "যত্তু - স্বপ্রকাশস্য সুখস্য স্বতঃ স্ফুরণেঽপি দুঃক্ষাভাবস্যাস্ফুরণাদপুমর্থতা - ইতি, তন্ন, দুঃখাভাবস্যাত্মানতিরেকেণাত্মাভিন্নে সুখে স্ফুরতি তস্যাপি স্ফুরণাৎ, তত্ত্বেনাস্ফুরণস্যাপ্রযোজকতয়া উক্তত্বাৎ। তস্মাৎস্বপ্রকাশচিদভিন্নং সুখং পুমর্থঃ।"[৩৯] সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন যে দুঃখাভাব সুখস্বরূপ আত্মার সহিত অভিন্ন। এইকারণেই আত্মাভিন্ন স্বরূপসুখের স্ফুরণ হইলে দুঃখাভাবেরও সুখরূপে স্ফুরণ হইয়া যায়। এইকারণে দুঃখাভাবে পুরুষার্থতাস্বীকারেও কোনও অনুপপত্তি হয় না। দুঃখাভাবের দুঃখাভাবত্বধর্মবিশিষ্টরূপে প্রতীতি দুঃখাভাবে পুরুষার্থতার প্রযোজক না হওয়ায় দুঃখাভাবকে মোক্ষে দুঃক্ষাভাবত্ববিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে হইবে, ইহা আবশ্যক নহে। মোক্ষে সুখরূপেই দুঃখাভাবের স্ফুরণ হইয়া থাকে। অতএব, স্বপ্রকাশচিদভিন্ন সুখই পুরুষার্থ, এইপ্রকার অদ্বৈতসিদ্ধান্তে কোনও অনুপপত্তি নাই।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

অদ্বৈতসিদ্ধি অনুসারে জীবন্মুক্তি নিরূপণ

ন্যায়ামৃতের চতুর্থ পরিচ্ছেদের 'জীবন্মুক্তিভঙ্গ' শীর্ষক পঞ্চম প্রকরণে অদ্বৈতসম্মত জীবন্মুক্তির বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন *অদ্বৈতসিদ্ধি*র চতুর্থ

পরিচ্ছেদের 'জীবন্মুক্ত্যুপপত্তিঃ' শীর্ষক পঞ্চম প্রকরণে সেই সমস্ত আপত্তিই সমাহিত হইয়াছে। বর্তমান অনুচ্ছেদে *অদ্বৈতসিদ্ধির* উক্ত প্রকরণ অনুসারে সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত জীবন্মুক্তির বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিসমূহের সমাধানের প্রযত্ন করা হইবে।

অদ্বৈতসিদ্ধিকার 'জীবন্মুক্ত্যুপপত্তিঃ' শীর্ষক প্রকরণের প্রারম্ভেই অদ্বৈতসম্মত জীবন্মুক্তির স্বরূপ এবং জীবন্মুক্তিস্বীকারের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন। তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তি হইলেও দেহাদির প্রতিভাস অনুবৃত্ত হইয়া থাকে । এই অবস্থাই সিদ্ধান্তে জীবন্মুক্তিরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থা জীবন্মুক্ত পুরুষের স্বীয় অনুভবের দ্বারাই সিদ্ধ হয়।

এইপ্রকার জীবন্মুক্তি স্বীকারের বিরুদ্ধে আপত্তি হইয়া থাকে যে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে অবিদ্যাকার্য দেহাদিরও বিনাশ হইবে। ফলে তত্ত্বজ্ঞান হইলেই সদ্য শরীরপাত হওয়ায় জীবন্মুক্তি নিতান্তই অসম্ভব। এইরূপ আপত্তি উপস্থিত হইলে জীবন্মুক্তি যে সম্ভব তাহা প্রদর্শন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিয়াছেন, "ন চ তত্ত্বজ্ঞানাঅবিদ্যানাশে সদ্যঃশরীরপাতাপত্তিঃ, নিবৃত্তসর্পভ্রমস্যাপি সংস্কারাদ্ ভয়কম্পানুবৃত্তিবৎ, দণ্ডসংযোগনাশেহপি চক্রভ্রমণবচ্চ সংস্কারানুবৃত্তেরবিদ্যানিবৃত্তাবপি তৎকার্যানুবৃত্তিসংভবাৎ।"[৪০] আচার্য মধুসূদন সরস্বতী এই সন্দর্ভে বলিয়াছেন যে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যানাশ হইলেও সদ্য শরীরপাতের আপত্তি হয় না। রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা রজ্জুতে সর্পভ্রমের নিবৃত্তি হইলেও উক্ত সর্পভ্রমজনিত ভয়কম্পাদির যে অনুবৃত্তি হয়, ইহা সর্বজনানুভবসিদ্ধ। কুম্ভকারের চক্রের সহিত কুম্ভকারের দণ্ডের সংযোগ বিনষ্ট হইলেও বেগসংস্কারবশতঃ চক্র ঘূর্ণিত হয়, ইহাও সর্ববাদিসম্মত। অনুরূপভাবেই

তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্ত হইলেও অবিদ্যা সংস্কারের অনুবৃত্তিবশতঃ অবিদ্যাকার্য দেহাদি অনুবৃত্ত হইয়া থাকে।

যদি এইপ্রকার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি হয় যে কেবল ক্রিয়া এবং জ্ঞানেরই সংস্কার হয়, অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হইতে পারে না, তাহা হইলে ঐরূপ আপত্তি নির্মূল করিতে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, "ন চ - ক্রিয়াজ্ঞানয়োরেব সংস্কার, নান্যস্যেতি - বাচ্যম্, নিঃসারিতপুষ্পায়াং সম্পুটিকায়াং পুষ্পবাসনাদর্শনাৎ, বিমতো নাশঃ সংস্কারব্যাপ্ত, সংস্কারনাশান্যত্বে সতি নাশত্বাৎ, জ্ঞাননাশবৎ ইত্যনুমানাচ্চ, সংস্কারঃ কার্যোহপি ধ্বংস ইব নিরুপাদানকঃ, অবিদ্যেব চ শুদ্ধাত্মাশ্রিত ইতি নাবিদ্যাসাপেক্ষঃ।"[৪১] এই সন্দর্ভে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার প্রতিপাদন করিয়াছেন যে সংস্কার কেবল ক্রিয়া এবং জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন যে পুষ্পসম্পুটিকা হইতে পুষ্প অপসারিত হইলেও পুষ্প সম্পুটিকায় পুষ্পসৌরভ থাকিয়া যায়। এইপ্রকার দৃষ্টান্তের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে বহুপ্রকার পদার্থের নাশ হইতেই সংস্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অবিদ্যার নাশ হইতেও যে সংস্কারের উৎপত্তি হয় তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার অনুমান প্রয়োগও করিয়াছেন -

অবিদ্যানাশঃ সংস্কারব্যাপ্তঃ
সংস্কারনাশান্যনাশত্বাৎ
জ্ঞাননাশবৎ।

উক্ত অনুমানের তাৎপর্য এইরূপ। অবিদ্যার নাশ সংস্কারের দ্বারা ব্যাপ্ত। অর্থাৎ অবিদ্যার নাশ হইতে সংস্কারের জন্ম হইয়া থাকে। কারণ অবিদ্যানাশ সংস্কারনাশ হইতে ভিন্ন পদার্থের নাশত্ব ধর্ম বিশিষ্ট যথা জ্ঞাননাশ। এইপ্রকার অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় যে

অবিদ্যার নাশ হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সংস্কার কার্য হইলেও ধ্বংসাভাবরূপ কার্যের ন্যায় নিরুপাদানক অর্থাৎ উপাদানরহিত এবং অবিদ্যার ন্যায় শুদ্ধ আত্মচৈতন্যে আশ্রিত হওয়ায় অবিদ্যাসাপেক্ষ নহে।

এইরূপে সিদ্ধান্তী অবিদ্যানাশজন্য সংস্কারের দ্বারা জীবন্মুক্তির অনন্তর দেহাদির অনুবৃত্তি উপপাদন করিলে *ন্যায়ামৃতকার* আপত্তি করিয়াছেন যে ভাবকর্ম স্বীয় উপাদানকারণ বিনা থাকিতে পারে না। অতএব সিদ্ধান্তী যদি বলেন যে জীবন্মুক্তির অনন্তর সংস্কারদেহাদির অনুবৃত্তি হয়, তাহা হইলে উহাদের হেতু প্রারব্ধকর্মের স্থিতির নিমিত্ত সকল অধ্যস্তকার্যের উপাদানকারণ অবিদ্যাও জীবন্মুক্তির অনন্তর অনুবৃত্ত হইয়া থাকে, ইহাও সিদ্ধান্তীকে স্বীকার করিতে হইবে। এইপ্রকার আপত্তির উত্তর প্রদানের জন্য *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিয়াছেন, "ন চ - ভাবকার্যস্যাধ্যস্তস্য সংস্কারদেহাদিতদ্ধেতুপ্রারব্ধকর্মাদেঃ স্থিত্যর্থঃ তদুপাদানাজ্ঞানানুবৃত্ত্যাপাত ইতি - বাচ্যম্, বিনশ্যদবস্থস্য সমবায়িকারণং বিনা স্থিতিদর্শনাৎ।"[৪২] আচার্য মধুসূদন সরস্বতী এইস্থলে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে ন্যায়দিসম্প্রদায়ও স্বীকার করেন যে তন্তুরূপ সমবায়িকারণের নাশ হইলেও বিনশ্যদবস্থ পটাদি কার্য তন্তুরূপ উপাদানকারণ বিনাই একক্ষণ থাকিতে পারে। সুতরাং, অবিদ্যারূপ উপাদানকারণের নাশ হইলেও দেহাদি অবিদ্যাকার্য উপাদানকারণ বিনা অনুবৃত্ত হইতে পারে।

এইরূপে ন্যায়াদিসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অভ্যুপগম করিয়া *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* জীবন্মুক্তির অনন্তর দেহাদির অনুবৃত্তি উপপাদনের প্রয়াস করিলে *ন্যায়ামৃতকার* পুনরায় আপত্তি করিয়াছেন যে ন্যায়াদিসম্প্রদায় বিনশ্যদবস্থ পটাদি কার্যের স্বীয় সমবায়িকারণ বিনা এক ক্ষণ স্থিতি স্বীকার করেন; কারণ তন্তুধ্বংস পটধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে এবং কার্য ও

কারণের সমসময়তা স্বীকার করা যায় না। কারণ অন্ততঃ একক্ষণ পূর্বে উপস্থিত হইয়া পরক্ষণে কার্যকে উৎপন্ন করিয়া থাকে। কারণ কার্যের পূর্ববৃত্তি না হইলে উহাদের মধ্যে কার্যকারণভাবই উপপন্ন হইবে না। এইকারণেই ন্যায়াদিসম্প্রদায় বলেন যে তন্তুধ্বংসরূপ পটধ্বংসের কারণ একক্ষণ পূর্বে উপস্থিত হইয়া পরক্ষণে পটধ্বংসরূপ কার্যকে উৎপন্ন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতস্থলে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলেও জীবন্মুক্ত পুরুষের শরীর দীর্ঘকাল অনুবৃত্ত হইয়া থাকে। *ন্যায়ামৃতের* এইপ্রকার আপত্তি সমাধানের নিমিত্ত *অদ্বৈতসিদ্ধিকার* বলিয়াছেনব, "ন চ - ক্ষণমাত্রস্থিতাবপি কন্নং বহুক্ষণস্থিতিরিতি - বাচ্যম্, সত্যুপপাদকে ক্ষণগণকল্পনায়া অপ্রযোজকত্বাৎ। তত্র ক্ষণমাত্রং স্থিতিঃ, সমসময়স্যাজনকত্বাৎ অত্র তু প্রতিবন্ধকাভাবসহকৃতহেতোস্তবিৎকালমভাবাৎ।"[৪৩] *অদ্বৈতসিদ্ধিকারের* তাৎপর্য এই যে তন্তুপটরূপ দৃষ্টান্তস্থলে পটরূপ কার্যের তন্তুরূপ কারণ বিনা এক ক্ষণের অধিক সময় অবস্থানের কোনও হেতু নাই। বিনশ্যদবস্থ পটাদি কার্যের তন্তুরূপ সমবায়িকারণ বিনা ক্ষণমাত্র অবস্থিতি স্বীকার করা হয়, কারণ সমসাময়িক পদার্থের মধ্যে কার্যকারণভাবের অনুপপত্তিই ঐরূপ ক্ষণমাত্র অবস্থিতির কল্পক। কিন্তু প্রকৃতস্থলে প্রারব্ধকর্মরূপ প্রতিবন্ধকের অভাবসহকৃতঅজ্ঞানধ্বংসরূপ কারণ না থাকায় শরীরধ্বংসরূপ কার্য বহুকাল পর উৎপন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃপক্ষে প্রারব্ধকর্মরূপ প্রতিবন্ধক যতকাল অবস্থান করে ততকালই শরীরধ্বংসরূপ কার্যের উৎপত্তি হয় না।

ন্যায়ামৃতকার অতঃপর আপত্তি করিয়াছেন যে জীবন্মুক্তির পূর্বে যে তত্ত্বসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়, সেই তত্ত্বসাক্ষাৎকারের সহিত বিদেহমুক্তির পূর্বে যে চরম তত্ত্বসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় সেই চরম তত্ত্বসাক্ষাৎকারের স্বরূপতঃ বা বিষয়তঃ কোনও প্রভেদ থাকে না। এইকারণেই প্রশ্ন হইবে যে জীবন্মুক্তির পূর্বে উৎপন্ন তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা যদি দেহাদি

অধ্যস্ত পদার্থের নিবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে পরামুক্তির কারণ চরমতত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারাই বা দেহাদির নিবৃত্তি কীরূপে হইবে? এইপ্রকার আশঙ্কার নিরসন করিতেই *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন "অতএব - পূর্বজ্ঞানানিবৃত্তস্যাধ্যস্তস্য তদনধিকবিষয়েন কথং নিবৃত্তিরিতি - নিরস্তম্, প্রতিবন্ধকাভাবসহকারাসহকারাভ্যাং বিশেষাৎ। জীবন্মুক্তিদশায়ামানন্দস্ফূর্ত্যাপাদনমিষ্টমেব, তত্ত্বে জ্ঞাতে দ্বিচন্দ্রাদিবদ্দোষাদ্বাধিতানুবৃত্তিসংভবাচ্চ।"[৪৪] এই সন্দর্ভে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী প্রতিপাদন করিয়াছেন যে জীবন্মুক্তির পূর্বে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান এবং বিদেহমুক্তির পূর্বে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে প্রতিবন্ধকাভাবসহকৃতত্ব এবং প্রতিবন্ধকাভাবাসহকৃতত্ব অংশেই বিশেষ বিদ্যামান। জীবন্মুক্তির পূর্বে যে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা প্রারব্ধ কর্মরূপ প্রতিবন্ধকের অভাবসহকৃত নহে। এইজন্যই জীবন্মুক্তির পূর্বে উৎপন্ন তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা দেহাদির নিবৃত্তি হয় না। প্রারব্ধ কর্ম ভোগের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে যে চরমতত্ত্বসসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়, তাহা প্রারব্ধ কর্মরূপ প্রতিবন্ধকের অভাবসহকৃত হওয়ায় ঐপ্রকার চরমসাক্ষাৎকারের দ্বারা দেহাদির নিবৃত্তি হইয়া থাকে। জীবন্মুক্তিরদশায় আনন্দস্বরূপের স্ফুরণ সিদ্ধান্তীর ইষ্টই। দ্বিচন্দ্রভ্রমস্থলে চন্দ্রের একত্বরূপ তত্ত্ব জ্ঞাত হইলেও দোষবশতঃই চন্দ্রের দ্বিত্বরূপ বাধিত ধর্মের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। অনুরূপভাবেই জীবন্মুক্ত পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান থাকিলেও দেহাদি বাধিত পদার্থের অনুবৃত্তি হইয়া থাকে।

*ন্যায়ামৃত*কার পুনরায় আশঙ্কা করিয়াছেন যে দ্বিচন্দ্রভ্রমস্থলে জ্ঞানের দ্বারা অনিবর্ত্য দৃষ্টিদোষ থাকে বলিয়াই চন্দ্রের দ্বিত্বরূপ বাধিত পদার্থের অনুবৃত্তি কিন্তু প্রকৃতস্থলে জ্ঞানের দ্বারা অনিবর্ত্য কোনও দোষ থাকে না, যে দোষবশতঃ তত্ত্ব জ্ঞাত হইলেও দেহাদি বাধিত পদার্থের অনুবৃত্তি হইতে পারে। এইরূপ শঙ্কা নিরসনার্থে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী

বলিয়াছেন, "ন চ তত্রেবাত্র জ্ঞানানিবর্ত্যদোষাভাবেন বৈষম্যম্, যাবৎপ্রতিবন্ধকসত্ত্বং জ্ঞানা নিবর্ত্যস্য দোষস্যাত্রাপি সংভবাৎ, সর্বজ্ঞানানিবর্ত্যস্য তস্য কুত্রাপ্যসংপ্রতিপত্তঃ। তদুক্তং ন হি জাত্যৈব কশ্চিদ্ দোষোহস্তী'তি।"[৪৫] আচার্য মধুসূদন সরস্বতী এইস্থলে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে প্রকৃতস্থলেও যতকাল পর্যন্ত প্রারব্ধকর্মরূপ প্রতিবন্ধক থাকে, ততকাল পর্যন্ত জীবন্মুক্তির পূর্বে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অনিবর্ত্য কোনও না কোনও দোষ অবশ্যই থাকে।

সিদ্ধান্তী ইহাও বলিতে পারেন যে জীবন্মুক্তির অনন্তর অবিদ্যালেশ অনুবৃত্ত হয় বলিয়াই দেহাদির অনুবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ অবিদ্যালেশপক্ষের খণ্ডনের নিমিত্ত *ন্যায়ামৃত*কার আপত্তি করিয়াছিলেন যে 'অবিদ্যালেশ' পদের অর্থ অবিদ্যার অবয়ব হইতে পারে না; কারণ সিদ্ধান্তীর মত অনুসারেই অবিদ্যা নিরবয়ব পদার্থ বলিয়া তাহার কোনও অবয়ব থাকিতে পারে না। দগ্ধ পটের যেরূপ ভস্মাবশেষ থাকে, সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যাও নাশপ্রাপ্ত হইলে অবিদ্যারও ভস্মাবশেষ থাকে, ইহাও সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন না। কারণ অবিদ্যার ন্যায় নিরবয়ব পদার্থস্থলে এইপ্রকার প্রক্রিয়া প্রযোজ্যই হইতে পারে না। এইরূপ আপত্তির উত্তর প্রদান করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন। "যদ্বা - অবিদ্যালেশানুবৃত্ত্যা দেহাদ্যনুবৃত্তিঃ। ননুলেশো নাবয়বঃ, অজ্ঞানস্য নিরবয়বত্বাদ্ অত এবাবিদ্যা দগ্ধপটন্যায়েন তাবত্তিষ্ঠতীত্যপি নিরস্তম্ নিরবয়বে এতন্ন্যায়াসংভবাদিতি - চেন্ন, আকারস্যৈব লেশশব্দার্থত্বাৎ, 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়ত; ইত্যাদিশ্রুত্যা অবিদ্যায়া অনেকাকারত্বাবগমাৎ। আকারিনিবৃত্তাবপ্যাকারস্যানুবৃত্তির্ব্যক্তিনিবৃত্তাবপি জাতেরিব।"[৪৬] *ন্যায়ামৃত*কারের পূর্বোক্ত আপত্তির উত্তরে 'লেশ' পদের অর্থ নিরূপন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, এইস্থলে 'লেশ' শব্দের অর্থ আকার। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ

পুরুরূপ ঈয়তে”[৪৭] এইরূপ বৃহাদারণ্যক শ্রুতির দ্বারা সিদ্ধ হয় যে অবিদ্যার অনেক আকার হইতে পারে। ঐ শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে ইন্দ্র মায়া বা অবিদ্যার দ্বারাই পুরুর আকার ধারণ করিয়াছিলেন। আকারীর নিবৃত্তি হইলেও আকারের অনুবৃত্তি সম্ভব, যথা ব্যক্তির নিবৃত্তি হইলেও জাতির অনুবৃত্তি হইয়া থাকে।

এইরূপে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার ‘অবিদ্যালেশ’ পদের অর্থ ব্যাখ্যা করিলে *ন্যায়ামৃত*কার সিদ্ধান্তীকে প্রশ্ন করিয়াছেন যে এই আকার কী? ইহা কি জাতি? অথবা ইহা শক্ত্যাদিরূপ ধর্ম? অথবা সুবর্ণকুণ্ডলের ন্যায় আকার কোনও অবস্থাবিশেষ? এইসকল বিকল্পের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিকল্প অদ্বৈতীর অভিপ্রেত হইতেই পারে না। কারণ অবিদ্যার ঐরূপ আকার যদি জাতি অথবা শক্ত্যাদিধর্ম হয় তাহা হইলে উহাকে যদি দেহাদি ভ্রমের উপাদান বলা হয়, তবে ঐপ্রকার উপাদানরূপ আকার অবিদ্যাতেই পর্যবসিত হইবে। অবিদ্যালেশরূপ আকারকে সিদ্ধান্তী যদি দেহাদির অনুপাদান বলেন, তাহা হইলে উপাদানান্তরের অভাববশতঃ দেহাদিভ্রমের উৎপত্তিই ব্যাখ্যা করা যাইবে না। এতদ্ব্যতীত ঐরূপ আকার আত্মভিন্ন এবং জ্ঞাননিবর্ত্য হওয়ায় উহা অবশ্যই অবিদ্যা এবং অবিদ্যাকার্যের অন্যতর হইবে। ফলতঃ জীবন্মুক্তির পূর্বে উৎপন্ন তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়ায় অবিদ্যালেশরূপ আকারের স্থিতি অসম্ভব হইবে। অবিদ্যালেশরূপ আকারকে সুবর্ণকুণ্ডলের ন্যায় অবিদ্যার অবস্থাবিশেষও বলা যাইতে পারে না। কারণ জীবন্মুক্তির অনন্তর অবিদ্যারূপ অবস্থাবান্ না থাকায়, অবিদ্যা অবস্থাবিশেষও তৎকালে থাকিতে পারে না। এইসমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদানপূর্বক অদ্বৈতীর প্রকৃত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, “ননু - কোহয়মাকারো নাম জাতির্বা? শক্ত্যাদিরূপো ধর্মো বা? সুবর্ণকুণ্ডলাদিবদবস্থাবিশেষো বা? নাদ্যৌ, তয়োর্দেহাদিভ্রমোপাদানত্বে

অবিদ্যাত্বাপাতাৎ, অনুপাদানত্বে চ উপাদানান্তরাভাবেন দেহাদিভ্রমোৎপত্ত্যযোগাৎ আত্মান্যত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বেন চাবিদ্যাতৎকার্যান্তরত্বাবশ্যংভাবেনাজ্ঞানে নিবৃত্তে স্থিত্যযোগাচ্চ অত এব ন তৃতীয় অবস্থাবন্তং বিনা অবস্থায়াঃ স্থিত্যযোগাদিতি - চেন্ন, অনেকশক্তিমদবিদ্যায়াঃ প্রপঞ্চে পারমার্থিকত্বাদিভ্রমহেতুশক্তেঃ প্রপঞ্চে অর্থক্রিয়াসমর্থত্বসম্পাদকশক্তেশ্চ প্রারব্ধকর্মসমকালীনতত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ নিবৃত্তাবপি অপরোক্ষপ্রতিভাসযোগ্যার্থাভাসজনিকায়াঃ শক্তেরনুবৃত্তেঃ তদ্বতীঅবিদ্যাপি তিষ্ঠত্যেবেতি নোক্তদোষাবকাশঃ।”[৪৮] সিদ্ধান্তীর প্রকৃত আশয় এই যে অবিদ্যা নানাশক্তিযুক্তা। জীবন্মুক্তিকালে যে প্রারব্ধসমকালীনতত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়, তাহার দ্বারা অবিদ্যার প্রপঞ্চে পারমার্থিকত্বাদিভ্রমের জনকশক্তির এবং প্রপঞ্চে অর্থক্রিয়াসমর্থত্বসম্পাদকশক্তির নিবৃত্তি হইয়া থাকে, এইকারণেই জীবন্মুক্তির অনন্তর জীবন্মুক্ত পুরুষের জগতে এবং জগতের অন্তর্ভুক্ত কার্যসমূহে পারমার্থিকসত্ত্বের ভ্রম হয় না। জীবন্মুক্তির হেতু প্রারব্ধসমকালীন তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা প্রপঞ্চে অর্থক্রিয়াসম্পাদকশক্তিরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এইকারণেই প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চের অন্তর্ভূত কার্যসমূহ বদ্ধজীবের প্রতি যে সকল কার্যের জনক হয়, জীবন্মুক্ত পুরুষের প্রতি সেই সকল কার্যের জনক হইতে পারে না। কিন্তু প্রারব্ধসমকালীন তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা অপরোক্ষপ্রতিভাসের যোগ্য অর্থের প্রতীতিজনকশক্তির নিবৃত্তি হয় না। এইজন্যই জীবন্মুক্তির অনন্তর দেহাদির অপরোক্ষপ্রতিভাস সম্ভব হইয়া থাকে। জীবন্মুক্তির অনন্তর ঐরূপ শক্তিমতী অবিদ্যাও থাকায় শক্তিমান্ না থাকায় শক্তি কীরূপে থাকিবে, এইপ্রকার আপত্তিরও কোনও অবকাশ নাই।

*ন্যায়ামৃত*কার পুনরায় প্রশ্ন করিয়াছেন যে জীবন্মুক্তির অনন্তর অবিদ্যা থাকায় জীবন্মুক্ত পুরুষকে 'মুক্ত' এইরূপে উল্লেখ বা ব্যপদেশ করা হয় কেন? *ন্যায়ামৃত*কারের এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদানের নিমিত্ত *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "ন চাবিদ্যায়াং কথং মুক্ত ইতি ব্যপদেশঃ? শক্তিনাশমাত্রাৎ। অত এব সময়ে সর্বশক্তিমদজ্ঞাননাশঃ তজ্জাতীয়েনাপ্রতিরুদ্ধেন প্রত্যয়েন। তথা চ শ্রুতিঃ - 'তস্যাভিধ্যানাদ্যোজনাত্তত্ত্বভাবাদ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তি'রিতি।"[৪৯] জীবন্মুক্তির অনন্তর অবিদ্যাসত্ত্বেও অবিদ্যার কোনও কোনও শক্তির নাশবশতঃ জীবন্মুক্ত পুরুষে 'মুক্ত' ব্যবহার হইয়া থাকে। অতঃপর যথাযোগ্য সময়ে প্রারব্ধের নাশ হইলে প্রারব্ধসমকালীন প্রতিবন্ধকের দ্বারা প্রতিবদ্ধ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের সজাতীয় অপ্রতিবদ্ধ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের দ্বারা সমস্ত শক্তিযুক্ত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। শ্রুতির দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইয়া থাকে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে পঠিত হইয়াছে "তস্যাভিধ্যানাদ্যোতনোত্তত্ত্বভাবাদ্ ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ।"[৫০] অর্থাৎ ব্রহ্মের মনন - নিদিধ্যাসনসহকৃত যোজনাখ্য শ্রবণের দ্বারা উৎপন্ন তত্ত্বসাক্ষাৎকার প্রথমে সশেষ অজ্ঞানের নিবৃত্তি করে। অনন্তর দ্বিতীয় নিরবরোধ সাক্ষাৎকার নিঃশেষ অজ্ঞানের উন্মূলন করিয়া থাকে।

*ন্যায়ামৃত*কার অনন্তর উক্ত শ্বেতাশ্বতরশ্রুতির অন্তর্গত 'ভূয়' পদের অন্বয় কাহার সহিত হইবে, এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। শ্রুতির অন্তর্গত 'তত্ত্বাভাবাদ্ নিবৃত্তিঃ' পদদ্বয়ের দ্বারা সূচিত হয় যে তত্ত্বসাক্ষাৎকার কারণ এবং বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি কার্য। কারণ এবং কার্যের একবার বা সকৃৎ নিষ্পত্তিই হইয়া থাকে; বারংবার নিষ্পত্তি হয় না। এইজন্য 'ভূয়ঃ' 'যোজন'সংজ্ঞক শ্রবণের সহিত অন্বিত হইবে, নিবৃত্তিপদার্থের সহিত 'ভূয়ঃ' পদের অন্বয় হইবে না। নিবৃত্তির সহিত শ্রুত্যন্তর্গত 'ভূয়ঃ' পদের অন্বয় না হইলে প্রথমে সশেষ

অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, অনন্তর লেশাবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, এইরূপ অর্থ উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য হইবে না। এইরূপ আপত্তির উত্তরে উক্ত শ্বেতাশ্বতরশ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য নিরূপণ করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "ন চ - ভূয় ইত্যস্য যোজনাদিত্যনেনান্বয়াৎ ন লেশানুবৃত্তাবস্যাঃ শ্রুতের্মানতেতি - বাচ্যম্, বিশেষণান্বয়াপেক্ষয়া বিশেষ্যান্বয়স্যাভ্যর্হিতত্বাৎ তত্ত্বভাবাদিত্যনেন ব্যবধানাদ্ অন্ত ইতি পদবৈয়র্থ্যাচ্চ বিপরীতযোজনস্যাসঙ্গতেঃ।"[৫১] *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন যোজনাখ্য শ্রবন সাধন এবং নিবৃত্তি সাধ্য, হওয়ায় নিবৃত্তিই অঙ্গী বা প্রধান পদার্থ। 'যোজনা' পদের দ্বারা উপস্থাপিত শ্রবণ অঙ্গ বা গুণভূত পদার্থ। শ্রুত্যন্তর্গত 'ভূয়ঃ' পদের গৌণীভূত শ্রবণের সহিত অন্বয় অপেক্ষা নিবৃত্তিরূপ প্রধান পদার্থের সহিত অন্বয়ই অভ্যর্হিত বা উচিততর। সকল গৌণপদার্থই প্রধানপদার্থের সহিতই অন্বিত হইয়া থাকে; মহর্ষি জৈমিনি "গুণানাং চ পরার্থত্বাদসম্বন্ধঃ সমত্বাৎ স্যাৎ"[৫২] এইরূপ মীমাংসাসূত্রে ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে গৌণীভূত পদার্থসমূহ প্রধানের অঙ্গ হওয়ায় সমান হইয়া থাকে। এইজন্যই গৌণীভূত পদার্থসমূহের পরস্পরান্বয় হয় না। প্রধানভূত পদার্থসমূহের সহিতই গৌণীভূত পদার্থসমূহের অন্বয় হইয়া থাকে। 'ভূয়ঃ' পদ এবং 'যোজনাদ্' পদের মধ্যে 'তত্ত্বভাবাদ্' পদের ব্যবধান বিদ্যামান; এইকারণেও 'যোজনাদ্, পদের সহিত 'ভূয়ঃ' পদের অন্বয় সম্ভব নহে। এতদ্ব্যতীত 'ভূয়ঃ' পদের সহিত 'যোজনাদ্' পদের অন্বয় হইলে 'অন্তে' পদ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ 'যোজনাদ্' পদের সহিত 'ভূয়ঃ' পদের অন্বয় হইলে শ্রুতির অর্থ হইবে ভূয়ঃ শ্রবণের দ্বারা বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রুতির এইরূপ অর্থ হইলে 'অন্তে' পদের কোনও সার্থকতা থাকিবে না। কিন্তু 'নিবৃত্তিঃ' পদের সহিত 'ভূয়ঃ' পদের অন্বয় হইলে প্রশ্ন হইবে 'কদা' বা কোন্ কালে বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়? এইরূপ আকাঙ্খার নিবৃত্তি করিতেই শ্রুতি 'অন্তে' পদ

প্রয়োগ করিয়াছেন। 'অন্তে' অর্থাৎ ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হইলে সকলশক্তিসমন্বিত বিশ্বমায়ার নিবৃত্তি হয়।

*ন্যায়ামৃত*কার অনন্তর আপত্তি করিয়াছিলেন যে সিদ্ধান্তীর মত স্বীকৃত হইলে বলিতে হইবে যে লেশাবিদ্যা থাকিলে প্রারব্ধ কর্মের অনুবৃত্তি হয় এবং প্রারব্ধ কর্ম থাকে বলিয়াই প্রারব্ধ কর্মের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ তত্ত্বসাক্ষাৎকার প্রতিবদ্ধ হওয়ায় লেশাবিদ্যা জীবন্মুক্তির অনন্তর অনুবৃত্ত হয়। সুতরাং লেশাবিদ্যা এবং প্রারব্ধকর্মের অন্যোন্যাশ্রয়তা সিদ্ধান্তীর মতে অনিবার্য। এইরূপ অন্যোন্যাশ্রয়দোষ নিবারণ করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "ন চ লেশস্থিতৌ কর্মানুবৃত্তিঃ তদনুবৃত্তৌ চ জ্ঞানপ্রতিবন্ধেন লেশস্থিতিরিত্যন্যোন্যাশ্রয় ইতি - বাচ্যম্, ন তাবৎ জ্ঞপ্তৌ "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তি'রিত্যাদিশ্রুতেরেব লেশানুবৃত্তেরবগতত্বাৎ, নাপি স্থিতৌ এককালীনত্বেন দোষাভাবাৎ।"[৫৩] আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর তাৎপর্য এই যে এইস্থলে জ্ঞপ্তিগত, স্থিতিগত বা উৎপত্তিগত অন্যোন্যাশ্রয়দোষের কোনও সম্ভাবনা নাই। লেশাবিদ্যা এবং প্রারব্ধকর্মের জ্ঞান পরস্পরাধীন হইলে উহাদের মধ্যে জ্ঞপ্তিগত অন্যোন্যাশ্রয়দোষের প্রসক্তি হইত। কিন্তু "ভূয়শ্চান্তে বিশ্বমায়ানিবৃত্তিঃ" শ্রুতির দ্বারাই লেশাবিদ্যার জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রারব্ধকর্মের দ্বারা লেশাবিদ্যার জ্ঞান হয় না। সুতরাং এইস্থলে জ্ঞপ্তিগত অন্যোন্যাশ্রয়দোষের কোনও সম্ভাবনা নাই। লেশাবিদ্যা এবং প্রারব্ধকর্ম সমকালীন বলিয়া এই উভয়ের মধ্যে একটির উৎপত্তি হইলে তবেই অন্যটির উৎপত্তি হইবে, বা একটি থাকিলে অপরটি থাকিবে, এইপ্রকার উৎপত্তিগত বা স্থিতিগত অন্যোন্যাশ্রয়দোষেরও কোনও সম্ভাবনা নাই।

পরিশেষে অবিদ্যালেশের বিকল্প ব্যাখ্যা উপস্থাপন করিতে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার বলিয়াছেন, "যদ্বা - অজ্ঞানস্য সুক্ষ্মবস্থা লেশঃ। যথা 'তস্মাৎ ফলে প্রকৃত্তস্য যাগাদেঃ শক্তিমাত্রকম্। উৎপত্তাবপি পশ্চাদেরপূর্বং ন ততঃ পৃথক্।।" ইতি বাত্তিকেন যাগে

গতেহপি যাগসুক্ষ্মাবস্থারূপমপূর্বং যাগে সাধনতানির্বাহকমঙ্গীক্রিয়তে, তথা অজ্ঞানে গতেহপি তৎসূক্ষ্মাবস্থারূপো লেশোদেহাদিপ্রতীত্যনুকূলঃ স্বীক্রিয়তে, স্বর্গজনকতাগ্রাহমশ্রুতেরিবাত্রাপি জীবন্মুক্তিশ্রুতেস্তাদৃগর্থস্বীকারাৎ। তস্মাদবিদ্যালেশানুবৃত্ত্যা জীবন্মুক্তিরূপপন্নতরা।।"[৫৪] অর্থাৎ অজ্ঞানের সূক্ষ্মাবস্থাই অবিদ্যালেশ। মীমাংসকসম্প্রদায় যেরূপ বলিয়া থাকেন যে পশু, বৃষ্টি প্রভৃতি ফললাভের নিমিত্ত যে সকল যাগের অনুষ্ঠান করা হয়, সেইসকল যাগের নাশ হইলে হইলে তাহার সূক্ষ্মাবস্থাই অপূর্ব। এইপ্রকার অপূর্বরূপ অবান্তর বা মধ্যবর্তী ব্যাপার যাগজন্য হইয়া যাগজন্য ফলের জনক হইয়া থাকে। অনুরূপভবে জীবন্মুক্তির কারণ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নাশ হইলে অবিদ্যার সূক্ষ্মাবস্থাই অবিদ্যালেশ এবং এইরূপ অবিদ্যালেশই জীবন্মুক্তির অনন্তর দেহাদিপ্রতিভাসের নির্বাহক হইয়া থাকে। স্বর্গাদিফলজনকতাবোধকশ্রুতির ন্যায় জীবন্মুক্তিবোধকশ্রুতিই এই বিষয়ে প্রমাণ। সুতরাং জীবন্মুক্তির পূর্বে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি স্বীকৃত হইলেও অবিদ্যার সূক্ষ্মাবস্থারূপ অবিদ্যালেশের দ্বারাই জীবন্মুক্তির উপপত্তি সম্ভব । এইরূপে *ন্যায়ামৃত*কারের সকল আপত্তি খণ্ডন করিয়া *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার জীবন্মুক্তি উপপাদন করিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক যে এই প্রকরণে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার একাধিক প্রকারে জীবন্মুক্তি উপপাদনপূর্বক প্রতিপাদন করিয়াছেন যে উক্ত প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে যে কোনও একটি অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধান্তী জীবন্মুক্তি উপপাদন করিতে পারেন।

টীকাঃ

১) মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, *ন্যায়ামৃতাদ্বৈতসিদ্ধীর* অন্তর্গত, স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পা.), বারাণসীঃ চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ২০১৪, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১২৮০-১৩২১

২) মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০১৪, পৃঃ ১২৮০-১২৮১

৩) তদেব, পৃঃ ১২৮১

৪) তদেব, পৃঃ ১২৮১-১২৮২

৫) তদেব, পৃঃ ১২৮২

৬) *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্*, ১/১০

৭) মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০১৪, পৃঃ ১২৮৩

৮) *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*, ৩/৯/২৬

৯) মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০১৪, পৃঃ ১২৮৩-১২৮৪

১০) তদেব, পৃঃ ১২৮৪

১১) তদেব, পৃঃ ১২৮৪

১২) তদেব, পৃঃ ১২৮৪-১২৮৫

১৩) তদেব, পৃঃ ১২৮৫-১২৮৬

১৪) তদেব, পৃঃ ১২৮৭

১৫) তদেব, পৃঃ ১২৮৭

১৬) তদেব, পৃঃ ১২৮৭

১৭) তদেব, পৃঃ ১২৮৭

১৮) তদেব, পৃঃ ১২৮৭

১৯) তদেব, পৃঃ ১২৮৭-১২৮৮

২০) তদেব, পৃঃ ১২৮৮

২১) তদেব, পৃঃ ১২৮৮-১২৮৯

২২) *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্*, ৪/১০

২৩) *ছান্দোগ্য উপনিষদ্*, ৭/১/৩

২৪) *মুণ্ডক উপনিষদ্*, ২/১/১০

২৫) মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০১৪, পৃঃ ১২৮৯

২৬) তদেব, পৃঃ ১২৮৯

২৭) তদেব, পৃঃ ১২৮৯-১২৯০

২৮) তদেব, পৃঃ ১২৯০

২৯) তদেব, পৃঃ ১২৯১-১২৯২

৩০) তদেব, পৃঃ ১২৯২

৩১) তদেব, পৃঃ ১২৯২-১২৯৩

৩২) তদেব, পৃঃ ১২৯৩

৩৩) তদেব, পৃঃ ১২৯৩-১২৯৪

৩৪) তদেব, পৃঃ ১২৯৫

৩৫) তদেব, পৃঃ ১২৯৫

৩৬) তদেব, পৃঃ ১২৯৫

৩৭) তদেব, পৃঃ ১২৯৫-১২৯৬

৩৮) তদেব, পৃঃ ১২৯৬

৩৯) তদেব, পৃঃ ১২৯৬

৪০) তদেব, পৃঃ ১২৯৭

৪১) তদেব, পৃঃ ১২৯৭-১২৯৮

৪২) তদেব, পৃঃ ১২৯৮

৪৩) তদেব, পৃঃ ১২৯৮

৪৪) তদেব, পৃঃ ১২৯৮

৪৫) তদেব, পৃঃ ১২৯৯

৪৬) তদেব, পৃঃ ১২৯৯

৪৭) *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*, ২/৫/১৯

৪৮) মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০১৪, পৃঃ ১২৯৯-১৩০০

৪৯) তদেব, পৃঃ ১৩০০-১৩০১

৫০) *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্*, ১/১০

৫১) মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০১৪, পৃঃ ১৩০১

৫২) মহর্ষি জৈমিনী, *মীমাংসাসূত্র*, মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা (সম্পা.), এলাহাবাদ : ভুবনেশ্বরী আশ্রম, ১৯১৬, ৩/১/২২, পৃঃ ৩০৩-৩০৪

৫৩) মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি*, ২০১৪, পৃঃ ১৩০১-১৩০২

৫৪) তদেব, পৃঃ ১৩০২

উপসংহার

অদ্বৈতমত অনুসারে মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন বিষয়ে বিচার করাই বর্তমান গবেষণানিবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। গবেষণানিবন্ধের বিভিন্ন অধ্যায়ে মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন বিষয়ে অদ্বৈতসম্প্রদায়ের মূল সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপিত হইয়াছে। গবেষণানিবন্ধে কেবল মোক্ষবিষয়ে অদ্বৈতমতই উপস্থাপিত হয় নাই। মধ্বাচার্যকে অনুসরণ করিয়া

দ্বৈতবেদান্তিগণ মোক্ষবিষয়ে অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে যেসকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল আপত্তিও বিস্তৃতরূপে উল্লিখিত এবং বিচারিত হইয়াছে।

গবেষণানিবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন উপনিষদে যেরূপে মোক্ষস্বরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে তাহারই অবতারণা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে মাণ্ডূক্যোপনিষদে জীবের জাগ্রৎ, স্বপ্ন , সুষুপ্তি এবং তুরীয় এই পাদচতুষ্টয়বিষয়ে যে বিশাল বিচার বিদ্যমান, তাহাও সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে যে ব্রহ্মে বা আত্মচৈতন্যে এইরূপ পাদবিভাগ ব্রহ্মের বাস্তবধর্ম নহে, এইপ্রকার বিভাগ ব্রহ্মচৈতন্যে অবিদ্যার দ্বারা আরোপিত বা কল্পিত। 'পদ্যতে যঃ' এইপ্রকার ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'পাদ' পদের অর্থ যাঁহাকে লাভ করা যায়। এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে মোক্ষকে বা তুরীয় অবস্থাকে পাদ বলা হয়। অপরপক্ষে 'পদ্যতে অনেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এইরূপ অবস্থাত্রয়কে 'পাদ' দ্বারা অভিহিত করা হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়কে উত্তীর্ণ হইয়াই জীব তুরীয় অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই মোক্ষাবস্থায় বা তুরীয় অবস্থায় যে প্রজ্ঞানঘন আত্মচৈতন্য ব্যতিরেকে অন্য কোনও পদার্থই থাকে না, তাহাও মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ অনুসারে প্রথম অধ্যায়েই স্থাপন করা হইয়াছে, অর্থাৎ মোক্ষ যে আত্মস্বরূপ, আত্মচৈতন্য হইতে অতিরিক্ত কোনও পদার্থ নহে, মোক্ষের স্বরূপ বিষয়ে অদ্বৈতীর এইরূপ মূলসিদ্ধান্ত প্রথম অধ্যায়েই মাণ্ডূক্যোপনিষদ্ বিচার প্রসঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়েরই দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে ছান্দোগ্যোপনিষদ্ অনুসারে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে আত্মজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন। ছান্দোগ্য উপনিষদের অন্তর্গত 'ন চ পুনরাবর্ততে'[১] এই শ্রুতি অনুসারে মোক্ষ নিত্য বলিয়াই যে পরমপুরুষার্থ এইরূপ অদ্বৈতসিদ্ধান্তও প্রথম অধ্যায়েই স্থাপিত হইয়াছে, ধর্ম, অর্থ, কাম প্রভৃতি অন্যান্য পুরুষার্থ

অনিত্য বলিয়াই তাহাদের পরম পুরুষার্থরূপে স্বীকার করা হয় না। এইপ্রকার সিদ্ধান্তও ছান্দোগ্য উপনিষৎ অনুসারে প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় তথা শেষ অনুচ্ছেদে ঈশ, কেন, কঠ, বৃহদারণ্যক প্রভৃতি শ্রুতি অনুসারে মোক্ষস্বরূপ এবং মোক্ষের সাধন অলোচিত হইয়াছে।

গবেষণানিবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে *ব্রহ্মসূত্র* এবং *শঙ্করভাষ্য* অনুসারে মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন আলোচিত হইয়াছে। আচার্য শঙ্কর তাঁহার অধ্যাসভাষ্যে শেষ পংক্তিতে বলিয়াছিলেন 'অস্য অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তাঃ আরভ্যন্তে'[২] এই সন্দর্ভে আচার্য শঙ্কর কণ্ঠতঃ বলিয়াছেন যে অনর্থহেতু অবিদ্যার নিবৃত্তি এবং অবিদ্যানিবৃত্তির নিমিত্ত আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তি অদ্বৈতবেদান্তের পরম প্রয়োজন। এইস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষ আত্মস্বরূপ হইতে অতিরিক্ত নহে। কারণ অদ্বৈতী ভাবের অতিরিক্ত অভাব পদার্থ স্বীকার করেন না। আত্মৈকত্ববিদ্যাপ্রতিপত্তি বা আত্মৈকত্বের অপরোক্ষজ্ঞান অবিদ্যানিবৃত্তির সাধন বা উপায়। সুতরাং অধ্যাসভাষ্যে এইরূপ শেষ পংক্তিতে আচার্য শঙ্কর অদ্বৈত মতে মোক্ষের স্বরূপ এবং মোক্ষের উপায় এই উভয়ই স্পষ্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।

গবেষণানিবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অধ্যাসভাষ্যের আলোচনার অনন্তর 'তত্তু সমন্বয়াৎ' এইরূপ চতুর্থ ব্রহ্মসূত্র অনুসারে "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"[৩] এইরূপ শ্রুতি বিচার পূর্বক নিদিধ্যাসন বা উপাসনা আত্মসাক্ষাৎকার লাভের উপায় এইরূপ পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে ঐ শ্রুতিতে আত্মাদর্শনকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রবণেরই বিধান করা হইয়াছে। শ্রবণই উক্ত শ্রুতিতে অঙ্গিরূপে এবং মনন ও নিদিধ্যাসন শ্রবণের অঙ্গরূপে উক্ত শ্রুতিতে স্থাপিত হইয়াছে। অনন্তর গবেষণানিবন্ধের

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ অংশে *ব্রহ্মসূত্র* ও *শঙ্করভাষ্যের* চতুর্থ অধ্যায় অবলম্বনে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে নির্গুণব্রহ্মবিদ্যাই মোক্ষের সাক্ষাৎ হেতু।

গবেষণানিবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে *পঞ্চপাদিকা* এবং *বিবরণ* অনুসারে মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন বিচারিত হইয়াছে। *বিবরণাচার্য* *পঞ্চপাদিকাকারকে* অনুসরণ করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে অধ্যাসভাষ্যের দুইটি অংশে মোক্ষ বেদান্তের পরম প্রয়োজনরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। অনাদি অবিদ্যার নিবৃত্তি কীভাবে সম্ভব, পূর্বপক্ষীর এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে *বিবরণাচার্য* প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে বিরোধিসন্নিপাত বা অসন্নিপাতবশতঃই পদার্থের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক হওয়ায় ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান ব্রহ্মবিষয়ক চরমঅপরোক্ষজ্ঞানের দ্বারাই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। এই অধ্যায়ের শেষ অংশে *পঞ্চপাদিকা* এবং *বিবরণ* অনুসারে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডন - পূর্বক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে চরমঅপরোক্ষব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির বা মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ। অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষিগণ আপত্তি করিয়াছেন যে শ্রুতিতে বহুস্থলে ব্রহ্ম ধ্যেয় বা উপাস্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছেন। বহু শ্রুতিতে উপাসনার বিধানও করা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানমাত্রের দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব নহে, উপাসনারূপকর্মসহকৃতজ্ঞানই মোক্ষের উপায়। *বিবরণাচার্যকে* অনুসরণ করিয়া গবেষণানিবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে মোক্ষ উপাসনারূপ কর্মসাধ্য হইলে কর্মের ফলের যেরূপ উপচয়-অপচয়, হ্রাস প্রভৃতি থাকে, মোক্ষেরও সেইরূপ উপচয়-অপচয়, হ্রাস প্রভৃতি স্বীকার করিতে হইবে।

গবেষণানিবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে চিৎসুখাচার্য বিরচিত *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা* অনুসারে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

গবেষণানিবন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে আচার্য মধুসূদন স্বরস্বতী প্রণীত *শ্রীমদ্ভগবতগীতার* গূঢ়ার্থদীপিকাটীকা অবলম্বনে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

গবেষণানিবন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে মাধ্বাচার্য ব্যাসতীর্থ প্রণীত *ন্যায়ামৃত* এবং *ন্যায়ামৃতের* ন্যায়ামৃতপ্রকাশ, ন্যায়ামৃততরঙ্গিনী, ন্যায়ামৃতকণ্টকোদ্ধার প্রভৃতি টীকা অবলম্বনে মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন বিষয়ে দ্বৈত বেদান্তীর আপত্তিসমূহ উপস্থাপিত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে *ন্যায়ামৃত* এবং তাহার টীকাসমূহ অবলম্বনে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, অদ্বৈতী অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষস্বরূপ উপপাদন করিতে পারেন না। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে অদ্বৈত বেদান্তী অবিদ্যারনিবর্তক বা মোক্ষের উপায় নিরূপণ করিতে অসমর্থ। তৃতীয় অনুচ্ছেদে *ন্যায়ামৃতকার* এবং তাঁহার টীকাকারগণকে অনুসরণ করিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে নির্বিশেষ নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ আত্মা পুরুষার্থ হইতে পারেন না। ঐ অধ্যায়ের চতুর্থ অনুচ্ছেদে প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে মোক্ষ কাহার পুরুষার্থ, এই প্রশ্নের সম্যক উত্তরও অদ্বৈতী প্রদান করিতে পারেন নাই। এই অধ্যায়ের শেষ তথা পঞ্চম অনুচ্ছেদে *ন্যায়ামৃত* এবং তাহার টীকাসমূহ অবলম্বনে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে অদ্বৈতবেদান্তী জীবন্মুক্তির স্বরূপ উপপাদন করিতে পারেন না।

গবেষণানিবন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে *অদ্বৈতসিদ্ধি* অনুসারে অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত মাধ্বসম্প্রদায়ের সকল আপত্তির সমাধান করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে মোক্ষের স্বরূপ বিষয়ে *ন্যায়ামৃতকার* যেসকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন সেই সমস্ত আপত্তির সমাধান পূর্বক প্রদর্শন করা হইয়াছে যে অবিদ্যানিবৃত্তি অখণ্ডাকারাবৃত্তির দ্বারা উপলক্ষিত আত্মচৈতন্যস্বরূপ; উহা আত্মচৈতন্য হইতে অতিরিক্ত নহে, অবিদ্যানিবৃত্তি

আত্মভিন্ন না হওয়ায় অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে স্বদ্বিতীয়ত্বের আপত্তি অনবসরগ্রস্ত। অবিদ্যানিবৃত্তি আত্মস্বরূপ হইলেও ঐরূপ মোক্ষের বিরুদ্ধে অসাধ্যত্বের আপত্তি হয় না। কারণ আত্মা সাধ্য না হইলেও বৃত্তি সাধ্য পদার্থ। বৃত্তির সাধ্যত্ববশতঃই মোক্ষ বেদান্তবাক্যশ্রবণাদিসাধ্যরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে অবিদ্যার নিবর্তক বিষয়ে *ন্যায়ামৃত*কার যে সমস্ত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সকল আপত্তি খণ্ডন পূর্বক প্রদর্শিত হইয়াছে যে চরমঅখণ্ডাকারাবৃত্তিতে উপারূঢ় আত্মচৈতন্যই অজ্ঞানের নিবর্তক। এই অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদে আত্মারস্বরূপসুখের পুরুষার্থত্ব উপপাদন করা হইয়াছে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে মোক্ষ যে জীবেরই পুরুষার্থ, তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। পূর্বপক্ষী আপত্তি করিয়াছিলেন যে চিন্মাত্রের মুক্তি স্বীকার করা যায় না। কারণ মুক্তি যদি চৈতন্যস্বরূপের পুরুষার্থ হইত, তাহা হইলে 'চিন্মাত্র মুক্ত হউক' মোক্ষার্থী পুরুষের এইপ্রকার ইচ্ছাই উৎপন্ন হইত। কিন্তু 'আমি মুক্ত হইব' মোক্ষার্থী পুরুষের এইপ্রকার ইচ্ছাই হইয়া থাকে, ইহার উত্তরে অদ্বৈতসিদ্ধিকার বলিয়াছেন যে অহমর্থের ঘটক চৈতন্যাংশ মুক্তিকালে অন্বিত হইয়া থাকেন এবং তিনিই 'অহং মুক্তস্যাম্' এইরূপ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। সুতরাং অহমর্থের ঘটক চৈতন্যাংশই মুমুক্ষু পুরুষ। ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষ বা পঞ্চম অনুচ্ছেদে *অদ্বৈতসিদ্ধি* অবলম্বনে জীবন্মুক্তির দ্বারা উপপাদিত হইয়াছে। এই অনুচ্ছেদে আচার্য মধুসূদন সরস্বতীকে অনুসরণ করিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে আত্মজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেও প্রারব্ধকর্ম যতকাল থাকে, ততকাল দেহাদির যে প্রতিভাস হয়, সেই অবস্থাকে জীবন্মুক্তিরূপে অদ্বৈতসিদ্ধান্তে অভিহিত করা হয়। অবিদ্যানিবৃত্তি হওয়া সত্ত্বেও অবিদ্যালেশবশতঃই দেহাদি প্রতিভাসের অবিদ্যালেশবিষয়ে *অদ্বৈতসিদ্ধি*কার তিনটি বিকল্প আলোচনা করিয়াছেন। অবিদ্যানাশজনিতসংস্কারই অবিদ্যালেশ, অবিদ্যার বিভিন্ন প্রকার আকারই অবিদ্যালেশ,

অথবা অবিদ্যার সূক্ষ্মাবস্থাই অবিদ্যালেশ, এই ত্রিবিধ বিকল্পের যে কোনও একটি অবলম্বন করিয়াই জীবন্মুক্তির স্বরূপ উপপাদন সম্ভব। এই অধ্যায়ে *অদ্বৈতসিদ্ধি* অনুসারে ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে শুদ্ধআত্মচৈতন্য অখণ্ডাকারাবৃত্তির বিষয় নহে, দ্বৈতমিথ্যাত্বের দ্বারা উপলক্ষিত আত্মচৈতন্যই চরমঅখণ্ডাকারাবৃত্তির বিষয়।

বিভিন্ন আকর গ্রন্থসমূহ অবলম্বনে মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন বিষয়ে অদ্বৈতমত পর্যালোচনার অনন্তর এই সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠিত হয় যে মোক্ষবিষয়ে কোনও দার্শনিক সম্প্রদায়ের মত তত্ত্ববিষয়ে সেই দার্শনিকসম্প্রদায়ের মতের দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। অদ্বৈতমতে জীব ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মচৈতন্যে অধ্যস্ত অবিদ্যাবশতঃই জীবের সহিত ব্রহ্মের, ব্রহ্মের সহিত জগতের, জীবের সহিত জগতের, জীবের সহিত ঈশ্বরের এবং এক জীবের সহিত অপর জীবের ভেদ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অদ্বৈতমতে জীব ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই জীব চিরকালই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ এবং মুক্ত, কিন্তু অবিদ্যার আবরণবশতঃই জীব স্বীয় নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ মুক্তাবস্থার উপলব্ধি করিতে পারেন না। অবিদ্যার আবরণ অপসৃত হইলে জীবের নিরতিশয় আনন্দস্বরূপের স্ফুরণ বা অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মের বস্তুতঃপক্ষে যে কোনও পরিণাম হয় না, ব্রহ্ম যেরূপ ছিলেন সেইরূপেই তিনি অবস্থান করেন, ইহা *ব্রহ্মসূত্র* এবং *শাঙ্করভাষ্যের* বাক্যান্বয়াধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে।[৪] বাক্যান্বয়াধিকরণে মহর্ষি ব্যাস এবং আচার্য শঙ্কর আশ্মরথ্য, ঔডুলোমি এবং কাশকৃৎস্ন এই তিনজন প্রাচীন অদ্বৈতাচার্যের মত উপস্থাপন পূর্বক প্রদর্শন করিয়াছেন যে আশ্মরথ্য এবং ঔডুলোমি যে ব্রহ্মপরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন তাহা যুক্তিসহ নহে। 'অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ'[৫] এইসূত্রে মহর্ষি ব্যাস এবং আচার্য শঙ্কর কাশকৃৎস্ন এর মত অনুসরণ করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন যে ব্রহ্মের কোনও পরিণাম হয় না এবং জীব

ব্রহ্মস্বরূপ। জীব ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায় মোক্ষ অদ্বৈতমতে কোনও অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি নহে, উহা প্রাপ্তেরই প্রাপ্তি। কণ্ঠে হার থাকা সত্ত্বেও বিস্মরণবশতঃ যেরূপ হারের অভাবের বোধ হয় এবং স্মরণ হইলে তাহা প্রাপ্তির অনুভব হয় সেইরূপ অবিদ্যাবশতঃই জীব স্বরূপতঃ মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে বদ্ধরূপে মনে করে। অত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তাহার এইরূপ ভ্রম দূরীভূত হইলে তাহার নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে স্ফুরণ বা অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। মোক্ষ কোনও অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপ্তি না হওয়ায় এবং অবিদ্যাজনিত অধ্যাস নিবৃত্ত হইলেই নিরতিশয় আনন্দস্বরূপের স্ফুরণ হয় বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই অবিদ্যারনিবৃত্তিরূপ মোক্ষলাভ সম্ভব। মোক্ষ কোনও অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপ্তি নহে বলিয়াই মোক্ষের উৎপত্তিতে কোনও উপাসনা প্রভৃতি কর্মের অপেক্ষা থাকে না। বস্তুতঃপক্ষে অদ্বৈত মতে মোক্ষ উৎপন্ন বা সাধ্য পদার্থ নহে। চরমঅখণ্ডাকারাবৃত্তি সাধ্য বলিয়াই মোক্ষ সাধ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং অদ্বৈতী ব্রহ্মকেই একমাত্র তত্ত্বরূপে স্বীকার করায় এবং তাঁহাদের মতে জীব ব্রহ্মস্বরূপ হওয়ায় মোক্ষ জ্ঞানমাত্রসাধ্য। মোক্ষের উৎপত্তিতে উপাসনা বা অন্য কোনও প্রকার কর্মের অপেক্ষা থাকিতেই পারে না।

দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত প্রভৃতি অন্যান্য বেদান্তসম্প্রদায় জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করেন। দ্বৈতবেদান্তিগণের মতে জীবের সহিত ব্রহ্মের ভেদ বিদ্যমান। এইজন্যই মুক্তিকালেও জীব কদাপি ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন না। দ্বৈতাবেদান্তীর মতে জীবের সহিত ঈশ্বরেরও স্বরূপত ভেদ বিদ্যমান। এইজন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে জ্ঞানমাত্রের দ্বারা মোক্ষলাভ সম্ভব নহে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রাপ্তির নিমিত্ত ঈশ্বরের উপাসনা একান্তই আবশ্যক। সেইকারণে দ্বৈতবাদিগণ ঈশ্বরের উপাসনাসহকৃতজ্ঞানকে মুক্তির সাধনরূপে স্বীকার করিয়াছেন। পূর্বোক্ত আলোচনার দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে জীব এবং ব্রহ্মের

স্বরূপ বিষয়ে কোনও দর্শনে যে প্রকার সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন বিষয়েও তদনুরূপ সিদ্ধান্তই সেই দর্শনে অঙ্গীকৃত হইয়াছে।

জীব এবং ব্রহ্মের স্বরূপবিষয়ে যে সকল বিপ্রতিপত্তিবাদিগণের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহার মূলেও অন্য বহু সিদ্ধান্ত বিদ্যমান। অদ্বৈতবাদিগণ ব্রহ্মে সকল প্রকার বিশেষ এবং ধর্মের নিরাশ করিয়া ব্রহ্মের নির্গুণত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলপ্রকার ভেদ খণ্ডনপূর্বক ব্রহ্ম যে সর্ব সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগতভেদরহিত তাহাও প্রতিপাদন করিয়াছেন। অদ্বৈতমতে ভেদ খণ্ডিত হওয়ায় তাঁহাদের মতে জীব এবং ব্রহ্মের মধ্যে বস্তুতঃপক্ষে কোনও ভেদ নাই। অপরপক্ষে দ্বৈতবাদিগণ ভেদকে সত্যপদার্থ রূপেই স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা ব্রহ্মের নির্গুণত্বও ভঙ্গ করিয়াছেন। এইরূপে দ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতবাদীর মতে তত্ত্বের স্বরূপ বিভিন্ন হওয়ায় মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন বিষয়েও তাঁহাদের মত ভিন্নই হইয়াছে। করিতে হইলে দ্বৈত এবং অদ্বৈতদর্শনের সামগ্রিক পর্যালোচনা প্রয়োজন। এইরূপ তত্ত্ববিষয়ে সামগ্রিক পর্যালোচনা একটি গবেষণানিবন্ধের পরিসরের মধ্যে করা সম্ভব নহে বলিয়াই মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন বিষয়ে দ্বৈত এবং অদ্বৈতমতের বিচার এইস্থলেই সমাপ্ত করা হইল।

টীকাঃ

১) *ছান্দোগ্য উপনিষদ্* ,৮/১৫/১

২) *বেদান্তদর্শনম্* (চতুর্থ অধ্যায়) স্বামী বিশ্বরূপানন্দ (অনূ.), স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী (সম্পা.), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৫, পৃঃ ৬২

৩) *বৃহদারণ্যক উপনিষদ্*, ২/৪/৫, ৪/৫/৬

৪) *ব্রহ্মসূত্র* ও *শাঙ্করভাষ্য*, ১/৪/১৯-২২

৫) *ব্রহ্মসূত্র* ও *শাঙ্করভাষ্য*, ১/৪/২২

গ্রন্থপঞ্জী

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, ***উপনিষদ,***দ্বিতীয় ভাগ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, প্রথম সংস্করণ,কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২।

উপনিষদগ্রন্থাবলী,দ্বিতীয় ভাগ, ছান্দোগ্য উপনিষদ, স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাঃ), পঞ্চমসংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১১।

ড. লোকনাথ চক্রবর্তী, ***পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন,*** প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৮।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌রামানুজাচার্য্য, ***শ্রীভাষ্য*** (৩য় ও ৪র্থ ভাগ) প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

শ্রী শ্রীমদ্ভগবদ্‌রামানুজাচার্য্য, ***শ্রীভাষ্য*** (১ম খন্ড) প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, শ্রী বলরাম প্রকাশনী, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ।

শ্রীমদ্ভগবদগীতা, (শ্রীরামানুজ ভাষ্য), শ্রীহরিকৃষ্ণদাস (অনুঃ) কলকাতা, গীতাপ্রেস, ২০০০।

সদানন্দযোগীন্দ্র, ***বেদান্তসার,*** প্রথম সংস্করণ , কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ,১৯৮২।

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র , ***বেদান্তপরিভাষা,*** প্রথম সংস্করণ , কলকাতা , সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার ,১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

মধুসুদন সরস্বতী, ***অদ্বৈতসিদ্ধিঃ***(প্রথম ভাগ), কলকাতা , ১৮৫২ শকাব্দ /

মধুসূদন সরস্বতী, *গুঢ়ার্থদীপিকাশ্রীমদ্ভগবদগীতা,,* কলকাতা ,নবভারত পাবলিশার্স , ১৩৯৩।

বেদব্যাস , *বেদান্তদর্শনম্* (১ম খন্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ , কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়,১৯৮৯।

বেদব্যাস , *বেদান্তদর্শনম্* (৩য় খন্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয় ,১৯৮৯।

বেদব্যাস, *বেদান্তদর্শনম্*(৪র্থ খন্ড), দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়,১৯৮৯।

*উপনিষদ,*অতুলচন্দ্র সেন, সীতানাথ তত্ত্বভূষণ, মহেশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাঃ,অনুঃ) অখন্ডসংস্করণ, কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৮০।

*উপনিষদগ্রন্থাবলী,*প্রথমভাগ, ঈশ,কেন,কঠ প্রভৃতি নয়খানি, উপনিষদ, স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাঃ), চতুর্থ প্রকাশ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৩।

ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, *কঠোপনিষৎ,*তৃতীয় সংস্করণ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা,১৩৯২।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌রামানুজাচার্য্য,*বেদান্তদীপ,*শ্রীমৎ স্বামী যতীন্দ্র রামানুজাচার্য্য(অনুঃ), প্রথম মুদ্রণ, কলকাতা, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

যোগেন্দ্রনাথ বাগচী, বালবোধিনী টীকাসহ *অদ্বৈতসিদ্ধিঃ*(১মভাগ), দ্বিতীয় সংস্করণ,বারাণসী, রত্না পাবলিকেশন, ২০০৭।

যোগেন্দ্রনাথ বাগচী, বালবোধিনী টীকাসহ *অদ্বৈতসিদ্ধিঃ*(২য় ভাগ) , দ্বিতীয় সংস্করণ,বারাণসী,তারা পাবলিকেশন, ২০০৭।

উপনিষদগ্রন্থাবলী,তৃতীয় ভাগ, বৃহদারণ্যকোপনিষদ, স্বামী গম্ভীরানন্দ (সম্পাঃ), চতুর্থপ্রকাশ, কলকাতা, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪১৩।

ব্যাসতীর্থ,***ন্যায়ামৃত,*** মধুসুদনসরস্বতী, ***অদ্বৈতসিদ্ধিঃ,***স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ(সম্পাঃ,অনুঃ)***ন্যায়ামৃতদ্বৈতসিদ্ধী*** (২য় ভাগ) বারাণসী, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ২০১৪,

চিৎসুখাচার্য, *প্রত্যক্তত্ত্বপ্রদীপিকা,* স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ (সম্পা.), বারাণসীঃ চৌখম্বা বিদ্যাভবন, ২০১৫,

কুমারিলভট্ট, *শ্লোকবার্তিক,* সম্বন্ধাক্ষেপ পরিহারপ্রকরণ